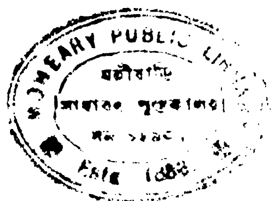
রত্নদীপ

নাটক



কাহিনী—স্বর্গীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

নাট্যরূপ—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

ডি, এম, লাইব্রেরী

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

রঙমহলে
শুভ উদ্বোধন
২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪০

প্রথম সংস্করণ
মাঘ ১৩৪৭

প্রিণ্টার—শ্রীরমেশচন্দ্র বসু
মেট্‌কাফ প্রেস
৬, রাজকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা

মূল্য পাঁচসিকা

বক্তব্য

ইতিপূর্ব্বে যে সব নাটক লিখেছি সে সবই আমার মৌলিক রচনা, কিন্তু অপরের কাহিনীকে নাট্যরূপ দেবার ধন্যবাদহীন প্রয়াস এই আমার প্রথম। নিতান্ত বাধ্য হ'য়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একাজ আমার করতে হয়েছে কেবলমাত্র প্রভাতদার তাড়নায়।

রত্নদীপ, গতযুগের একখানি নামকরা উপন্যাস। প্রভাতবাবুর কলমে যে যাদু ছিল, তার স্পর্শ রত্নদীপকে উজ্জ্বল করেছে। এর মধ্যে বাঙলা সমাজের নিষ্ঠা আর সংস্কারের ছবি বেশ ভালভাবেই ফুটে উঠেছে। তবে সেযুগের বৌরাণী যদি আজকের কোন মেয়ে হ'তেন তবে রাখালকে কেঁদে ফিরে যেতে হতোনা বলেই আমার বিশ্বাস। সেই-জন্যই এই ব'য়ের মধ্যে আজকের ফ্যাশন দুরস্ত Cosmopolitan মানুষের একটা relief আছে। অতএব 'রত্নদীপ' সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনীত হ'লে ধিকৃত হবে না বলেই আমি আশা রাখি।

নাটক করতে গিয়ে আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি প্রভাতবাবুর ঘটনা ও সংলাপ বজায় রাখতে, তবু বহুস্থানে আমাকে আমার নিজের কল্পনা ও সংলাপের আশ্রয় নিতে হয়েছে—নিতান্ত বাধ্য হ'য়ে—সেই কারণে দু একটা নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতেও হয়েছে, কিন্তু নতুন কোন চরিত্রের অবতারণা করিনি। যেমন ষ্টেজে সোণার হরিণ ও কনক, রাখালের স্বীকারোক্তির পর দেওয়ানের প্রবেশ, ফুল-শয্যা ও সেখানে সুরবালার উপস্থিতি হাবার মা ইত্যাদি আমার নাটকীয় রস সৃষ্টির জন্য ধরে নিতে হয়েছে। শেষ দৃশ্যটিও আমাকে পৃথকভাবে কল্পনা ক'রে নিতে হয়েছে, কেননা বৌরাণীর মৃত্যুতেই ছিল উপন্যাসের সমাপ্তি।

'সোণার হরিণ' চরিত্র সম্বন্ধে ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে বলে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি, সোণার হরিণ vilain

নয়, এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা সর্ব্বস্ব খুইয়ে একটুখানি মজা করতে চায়, সোণার হরিণ সেই জাতীয় লোক। ঠিক এই কারণেই সে থিয়েটার খুলেছিল, এই কারণেই বৌরাণীকে পাওয়ার ষড়যন্ত্র—এই কারণেই রাখালের পরিচয় অনুসন্ধান।

মফঃস্বলে অভিনয় সুবিধার জন্য নাটকখানিকে আমি চার অঙ্কে ভাগ করেছি, তবু তাঁদের সুবিধা অনুসারে যে কোন দৃশ্যেই ড্রপ দেওয়া চলবে, কারণ প্রায়—প্রত্যেক দৃশ্যেই ড্রপ দেবার মত climax রয়েছে।

তারপর চিরাচরিত কথাবার্ত্তা—প্রভাতদা ও অহীনদা এই নাটকের অভিনয় সাফল্যের জন্য যে পরিশ্রম করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বন্ধুবর অখিল নিয়োগী এর গান লিখে, বন্ধুবর ধীরেন দাস এর সুর দিয়ে, শ্রদ্ধেয় হেমেনদা এর নাচ দিয়ে এবং সুহৃদ্বর মণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু) এর পটভূমিকা এঁকে দিয়ে সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন এবং গোপালদা ছেপে দিয়ে একে সাধারণ্যে পরিবেশন করেছেন—সকলকেই আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আর একটা কথা, যাঁরা কোলকাতার মত ঘূর্ণামান মঞ্চে এই নাটক অভিনয় করতে চান, তাঁরা ৪১, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা বি, দাস এণ্ড কোং-র কাছে তা' পাবেন।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য।

১৭, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা।

৮ই ফেব্রুয়ারী—১৯৪১

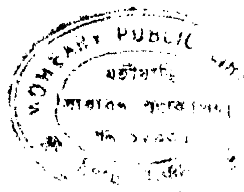
পরম পূজনীয়—

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

শ্রীচরণ কমলেষু।

ছোটমামা!

আমার সুদিনে-দুর্দ্দিনে, আমার সুমতি-দুর্ম্মতিতে, আমার কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতায় আপনার স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টি অচঞ্চল ধ্রুবতারার মত আমার মুখের প্রতি নিবদ্ধ। যা আমার কাছে আশা করেছিলেন সে বিষয়ে আমি আপনাকে নিরাশ করেছি, কিন্তু, যা আশা করেননি, তাই নিয়ে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।



প্রণতঃ

বগলা

চরিত্র পরিচয়

খগেন্দ্র (সোণার হরিণ)	...	ভূতপূর্ব্ব থিয়েটার কাপ্তেন
বড়বাবু	...	ষ্টেশন মাষ্টার
রাখাল ভট্টাচার্য্য	...	টিকিট বাবু
দেওয়ানজী	...	বাশুলীপাড়া এষ্টেটের দেওয়ান
রামহরি ভট্টাচার্য্য		বাশুলীপাড়া গ্রামের গৃহস্থবৃন্দ
হরিদাস গোস্বামী		
বিশ্বেশ্বর মিত্র		
সুরেশ গাঙ্গুলী		
সুবল মুখুজ্যে		
প্রভাত সিংহ	...	কমলা থিয়েটারের ডাইরেক্টর
অনাদি	...	নৃত্য শিক্ষক
নিশানাথ	...	নাট্যকার

হরিদাস, অধীর, শচীন, বোকা, কুলদা, রাখাল, পবিত্র, দরোয়া সিগন্যালম্যান, খালাসী, ভৃত্য, পিওন, পথিক, নীলমণি, দারোগ কর্ম্মচারী প্রভৃতি—

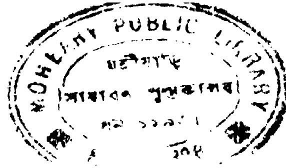
কনকলতা	...	কমলা থিয়েটারের অভিনেত্রী
ইন্দুমতী (বৌরাণী)	...	খগেন্দ্রের স্ত্রী
সুরবালা	...	রাখালের স্ত্রী
হাবার মা	...	ঝি
সর্ব্বমঙ্গলা	...	হরিদাসের স্ত্রী
রাণীমা	...	ভবেন্দ্রের মাতা
রেখা	...	অভিনেত্রী

রত্নদীপের

সংগঠনকারীগণ

সত্ত্বাধিকারী (সিটি এনটারটেনার্স)			মিঃ বি, এম, সিংহ
প্রযোজক	...	...	প্রভাত সিংহ
গল্পাংশ	...	...	৺প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
নাট্যরূপ	...	...	বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
সঙ্গীত	...	...	অখিল নিয়োগী
সুর	...	...	ধীরেন দাস
নৃত্য	...	...	হেমেন্দ্রকুমার রায়
মঞ্চ	...	...	মণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু)
ষ্টেজ ম্যানেজার	...	...	মতিলাল সেনগুপ্ত
ব্যবস্থাপক	...	...	হরেন্দ্রনাথ সরকার
স্মারক	...	...	মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়
			আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
			অধীরকুমার ঘোষ
লিপিকার	...	...	কুলদাভূষণ সেনগুপ্ত
			নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
আলোক শিল্পী	...	...	খগেন্দ্রনাথ দে
			সুশীলকুমার দে
			শচীন্দ্রনাথ ভৌমিক
সহকারী	...	...	শ্যামসুন্দর কর

রূপ সজ্জাকর	...	...	রাখাল পাল
			সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়
			নিরঞ্জন ঘোষ
			যতীন দাস
মঞ্চ মায়াকরগণ	...	...	কেশবচন্দ্র ঘোষ
			ভুবনচন্দ্র দাস
			ভূষণ সামন্ত
			কানাই সামন্ত
			গোপাল দাস
			গৌরী কুর্ম্মী
			নিমাই মিত্র
			রামচন্দ্র ঘোষ
			ভানু



প্রথম অভিনয় রজনীর

অভিনেতৃবৃন্দ

সোণার হরিণ (খগেন্দ্র)	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
বড়বাবু	... ...	আশু ভট্টাচার্য্য
রাখাল	... ...	ভূমেন রায়
দেওয়ানজী	... ...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
রামহরি	... ...	শৈলেন বোস
বিশ্বেশ্বর	... ...	গোপাল মুখোপাধ্যায়
হরিদাস গোঁসাই	... ...	আশু বোস (এঃ)
সুরেশ	... ...	ভানু চট্টোপাধ্যায়
সুবল	... ...	গিরিজা সাধু
প্রভাত সিংহ	... ...	প্রভাত সিংহ
অনাদি	... ...	অনাদি মুখোপাধ্যায়
নিশানাথ	... ...	ধীরেন দাস
দারোগা	... ...	সিধু গাঙ্গুলী
নীলমণি	... ...	হীরালাল চট্টোপাধ্যায়
মুখুজ্যে	... ...	শম্ভু মিত্র
হরিদাস	... ...	হরিদাস মুখোপাধ্যায়
অধীর	... ...	অধীর ঘোষ
শচীন	... ..	শচীন ভৌমিক
শচীন	... ...	খগেন্দ্রনাথ দে (বোকা)
কুলদা	... ...	কুলদা সেনগুপ্ত
রাখাল	... ...	রাখাল পাল

দরোয়ান কমলেশ্বরী	...	...	কমলেশ্বরী সিং
সিগন্যালম্যান	...	...	বিভূতি
খালাসী	...	...	তুষারকান্তি
পথিক	...	...	মাষ্টার নেপালচন্দ্র বসু
কর্ম্মচারী	...	...	

কনক	...	...	শান্তিগুপ্তা
বৌরাণী	...	...	উষা দেবী
সুরবালা	...	...	পদ্মাবতী
হাবারমা	...	...	বেলারাণী
সর্ব্বমঙ্গলা	...	...	ঊষারাণী
রাণীমা	...	...	লাবণ্য দাস
রেখা	...	...	রেখা দত্ত

মনসাভাসানের গায়িকা ঃ—রাণীবালা, বেলারাণী (ছোট), কিশোরীবালা ও গীতা।

রত্নদীপ

প্রথম দৃশ্য

কমলা থিয়েটার ঃ—

(উন্মুক্ত ষ্টেজের উপর রিহারস্যাল চলিতেছে, একধারে—প্রম্পটার অধীর ঘোষ বই ধরিয়া বসিয়া আছে। রিহারস্যাল চলিতেছে 'বিশ্বামিত্র' নাটকের। দৃশ্য আরম্ভ হইল সখীদের গান লইয়া—তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নৃত্য-শিক্ষক পা ও pose বলিয়া দিতেছেন। ডাইরেক্টর প্রভাত সিংহ বসিয়াছিলেন অডিটোরিয়ামে—সেখান হইতে গানের মাঝামাঝি তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন)

সখীদের গান

আজি অশোক-কলি ভীরু চরণে দলি
এলে ঋতুর রাণী, মুখে মধুর বাণী,
লাজ সরম যাহা পিছে ফেলেছি তাহা
ফুলধনুর বাণে হত পরাণখানি,
তুমি ফাগুন গানে
বোলো তাহার কাণে
তব মনেরি কথা সব জানি গো জানি ॥

প্রভাত। ওকি হচ্ছে ?

নৃত্যশিক্ষক (অনাদি)। কি ব'লছেন স্যার ?

প্রভাত। বলি, ওকি হ'চ্ছে ? ওর নাম কি ফাগুন গান, না তোমার গুষ্টির পিণ্ডি !

(গট্ গট্ করিয়া ষ্টেজের উপর উঠিয়া বলিলেন)

হরিদাস, 'ফাগুন গান' লাইনটা বাজাও—এই গাও !

(গায়ক পুনরায় গান ধরিল)

প্রভাত। থাম থাম, ফাগুন গানটা গাইবে কোথায় ?

নৃত্যশিক্ষক। আজ্ঞে—কাণে।

প্রভাত। কার কাণে ?

নৃত্যশিক্ষক। আজ্ঞে—(আবৃত্তি) "তুমি ফাগুন গানে বোলো তাহারো কাণে"—আজ্ঞে তাহার কাণে।

প্রভাত। কাহারো ?

নৃত্যশিক্ষক। আজ্ঞে তা তো বলতে পারলাম না, লেখা আছে—তাহার কাণে।

প্রভাত। আহা ! সে কাণটা কার কাণ সেটাত স্পষ্ট ক'রে জানতে হবে ! এই এক ছোকরা অথারকে নিয়ে ভারা বিপদে পড়া গেছে—নিশানাথ, ও নিশানাথ !

নিশানাথ। (নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই !

(নিশানাথের প্রবেশ)

নিশানাথ। আমায় ডাক্ছেন প্রভাতদা !

প্রভাত। এদিকে এস, (সে প্রভাতের নিকটে গেল) এই যে গানটা লিখেছ "তুমি তাহার কাণে"—মানেটা কি ? কার কাণে ?

নিশানাথ। আজ্ঞে—ওটা সখীরা ব'লছে—

প্রভাত। যে ইচ্ছে বলুক্‌—কাণটা কার তাই বল।

নিশানাথ। আজ্ঞে—বিশ্বামিত্রের !

প্রভাত। সে কথা লিখে দাও। অধীর আমার Script-টা দাও।

(অধীর Script দিয়া গেল—নিশানাথ উহাতে লিখিতে লাগিল)

নিশানাথ। অধীর "বোল তাহার কাণের" জায়গায় "বোলো বিশ্বামিত্রের কাণে" ক'রে নাও ভাই !

(অধীর তাহার Copyতে লিখিয়া লইল)

প্রভাত। হ্যাঁ, কি হ'ল, "তুমি ফাগুন গানে বোলো বিশ্বামিত্রের কাণে," বেশ হয়েছে, বুঝেছ ?

নিশানাথ। আজ্ঞে বড় হ'য়ে যাবে না ?

প্রভাত। বড় হবে কিন্তু পরিষ্কার হবে, সব নামেই কি আর সর্ব্বনাম চলে ?

নিশানাথ। তা হ'লে গাইয়ে দেখুন কেমন দাঁড়ায় !

প্রভাত। গাওতো ?

১ম সখী। (নৃত্যশিক্ষককে) মাষ্টার মশায়, এখানে কি হাত হবে দেখিয়ে দিন ?

(নৃত্যশিক্ষক সখীদের হাত দেখাইয়া দিল)

(সখীগণ গাহিতে লাগিল)

(সখীদের গান শেষ হইলে)

প্রভাত। এই দেখ দিকি কেমন দাঁড়াল ! Natural করতে হবে, বুঝলে নিশানাথ, Natural করতে হবে !

নিশানাথ। বুঝেছি !

প্রভাত ! বুঝেছতো যাও, এখন বসগে যাও !

(নিশানাথ একখানি চেয়ারে গিয়া বসিল)

প্রভাত। শচীন!

শচীন। (নেপথ্যে) Yes Sir!

(শচীনের প্রবেশ।)

প্রভাত। এখানে Light effect কি হবে?

শচীন। কিছু হবে না Sir।

প্রভাত। তার মানে?

শচীন। আমি কিছু জানিনে, আপনি বোকাকে ডেকে জিগ্যেস করুন স্যার।

প্রভাত। কি হ'ল আবার! তোদের জ্বালায় আর পারিনে বাবা! বোকা—বোকা!

বোকা। (নেপথ্যে) যাই স্যার।

(বোকার প্রবেশ)

প্রভাত। কি হয়েছে? শচীন ব'লছে Light effect হবে না?

বোকা। কোথেকে হবে স্যার? জিলেটিন কেনা হয় নি, এদিকে বাল্‌ব কেটে গেছে স্যার-- -একটা স্পটেই কাজ চলছে।

প্রভাত। মানে? হরেন বাবুকে বলেছিলে?

শচীন। বলেছিলাম। তিনি বলেছেন-- চালিয়ে নাও। আমরাও চালিয়ে নিচ্ছি।

প্রভাত। আচ্ছা, স্পটের ব্যবস্থা আমি করছি। লাইট হবে Five hundred & Five hundred = Zero. Green, red, blue, amber, violet blend ক'রে চারিদিক থেকে একটা বাসর ঘরের atmosphere create ক'রে দিবি বুঝলি?

বোকা। (শচীনের কাছে যাইয়া) বাসর ঘরের atmosphere, বুঝেছিস?

শচীন। আমি বুঝিনি, তুই বুঝে আয়।

[শচীনের প্রস্থান

বোকা। আচ্ছা স্যার, বাসর ঘরের atmosphere!

প্রভাত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাসর ঘরের atmosphere। নতুন হ'চ্ছ নাকি দিন দিন—কথাটা একবারে বুঝে নিতে পার না?

বোকা। বুঝেছি স্যার।

[বোকার প্রস্থান

প্রভাত। এই, তোরা দাঁড়িয়ে কি করছিস?

১ম সখী। বারে—আমাদের গান যে এখনও শেষ হয়নি!

প্রভাত। তিন তলায় গিয়ে শেষ কর। অনাদি, এদের তেতলায় নিয়ে যাও, এখানে এখন রিহারস্যাল্ হবে।

[মেয়েদের সহিত অনাদির প্রস্থান

অধীর। কনক এসেছে?

অধীর। আজ্ঞে না, এখনও আসেনি। তার কোচম্যানের অসুখ করেছে, আমাদের সিঙ্কের গাড়ী তাকে আনতে গেছে।

প্রভাত। বল কি—সিঙ্কের গাড়ী? দেখো আবার ফেঁসে না যায়! পবিত্র, এদিকে এস।

পবিত্র। (নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই স্যার।

(পবিত্রের প্রবেশ)

প্রভাত। তুমিই ত' 'বিশ্বামিত্র'?

পবিত্র। আজ্ঞে হ্যাঁ!

প্রভাত। বল বল পার্ট বল।

(কার্ড হাতে দরোয়ান কমলেশ্বরীর প্রবেশ)

কী আবার? জ্বালাতন—বৈঠনে বোলো।

[কমলেশ্বরীর প্রস্থান

বল বল পবিত্র পার্ট বল। অধীর কি বাড়ীটার architecture দেখছো নাকি?

অধীর। আজ্ঞে না স্যার, কোন সিন্ বলাবো?

প্রভাত। Last Scene, Last Scene—বলছি কী এতক্ষণ ধরে?

(কনকের প্রবেশ)

প্রভাত। এই যে কনক? এত দেরী? এস রিহারস্যাল দাও, পার্ট মুখস্থ হয়েছে?

কনক। পার্ট এখনও পাইনি—মুখস্থ হবে কি রকম?

প্রভাত। এঁ্যা, পার্টই পাওনি এখনও? নাঃ—খেলে, খেলে, এরা আমায় খেলে! এইভাবে কি production হয়? কুলদা—অ কুলদা

কুলদা। (নেপথ্যে) আজ্ঞে।

(কুলদার প্রবেশ)

প্রভাত। কী ব্যাপার? তুমি এখনও কনকের পার্ট লিখে দাওনি! আর সাতদিন বাদে প্লে, ছি—ছি ছি—

কুলদা। তা, আমি কি করবো প্রভাত বাবু? আজ দুদিন থেকে কাগজ ফুরিয়েছে—কাগজ পাইনি। তা ছাড়া আমি একা আর কত লিখবো, একষ্ট্রা হ্যাণ্ডতো দরকার!

প্রভাত। তা নিশ্চয় দরকার। হরেন বাবুকে বলনি?

কুলদা। বলেছিলাম, তিনি বলেছেন চালিয়ে নিতে।

প্রভাত। ব্যস! এইবারে হরেন বাবুই আমাকে শেষ করবেন। বলি সবাইকে তো চালিয়ে নিতে বলছেন--তিনি নিজেও চালিয়ে নিচ্ছেন তো?

কুলদা। সে সব খবর আমি জানিনে স্যার।

প্রভাত। কালকের মধ্যে যে কোরে হোক কনকের পার্ট রেডি ক'রে দেবে, বুঝলে? কাগজের জন্য আমি হরেন বাবুকে বলে দিচ্ছি।

কুলদা। আচ্ছা।

[কুলদার প্রস্থান

প্রভাত। যাক্--এস কনক। অধীর প্রম্পট্ কর, পবিত্র এস।

কনক। আমি ও পার্ট ক'রবো না প্রভাত বাবু!

প্রভাত। ক'রবে না মানে?

কনক। কালকে ওই পা জড়িয়ে ধরার কথা বলছিলেন না? পবিত্র বাবুর পা আমি জড়িয়ে ধরতে পারবো না। উনি আমার চাইতে কম মাইনে পান।

প্রভাত। আরে! একি দর কষাকষির ব্যাপার? এ হ'ল গিয়ে আর্ট!

কনক। সে যাই হোক- আমি পারবো না। ইচ্ছে হ'লে আমায় দিয়ে পার্ট করাতে পারেন, নইলে অন্য লোক দেখুন।

(গট্ গট্ করিয়া কনক চলিয়া গেল)

প্রভাত। দেখেছ ব্যাপারখানা। রাখাল! রাখাল!

(রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। এই যে স্যার।

প্রভাত। দেখে আয় কনক কোথায় গেল?

রাখাল। গ্রীনরুমে গেছেন, আমি দেখেছি স্যার।

প্রভাত। যাক বাঁচা গেল। শ্যাম কোথায়, চা দিতে বল্।

'রাখাল। চা হয়নি।

প্রভাত। কেন? বলি চায়ের ব্যবস্থাও কি হরেন বাবু চালিয়ে নিতে বলেছেন?

রাখাল। আজ্ঞে না। সন্ধ্যে থেকেই মেয়েরা তাকে দিয়ে তেলেভাজা আনাচ্ছেন, তাই উনুনে কয়লা দেবার ফুরসুৎ পায়নি।

প্রভাত। ধ্যাৎ তেরি! থিয়েটারের নিকুচি করেছে!

(খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, রাখাল খাতাটা ঝাড়িয়া তাঁহার হাতে দিল)

নিশানাথ!

নিশানাথ। এই যে প্রভাতদা!

প্রভাত। এখন কী করা যায় তাই বল।

নিশানাথ। কিসের?

প্রভাত। এই পা জাপটে ধরার! ওটার কী করা যায়?

নিশানাথ। জাপটে ধরা আর একেবারে না ধরার মাঝামাঝি কিছু একটা করতে হবে।

প্রভাত। আচ্ছা, ওটা ছেঁটে দিলে কেমন হয়?

নিশানাথ। খুব খারাপ হয়। তা' ছাড়া—

প্রভাত। তা' ছাড়া—

(একজন লোক আসিয়া প্রভাতের কাণে কাণে কি বলিল)

কর্ত্তার ডাক এসেছে, আমি চল্লাম—তুমি পালিয়ে যেও না, আপিসে বসো। অমর, আজ আর রিহারস্যাল হবে না, কাল বেলা ১টা থেকে রিহারস্যাল—সকলকে বলে দাও।

[পবিত্র ও অধীরের প্রস্থান

(সোনার হরিণ—খগেন বন্দ্যোর প্রবেশ)

প্রভাত। আরে হরিণদা যে! ব্যাপার কি? এস-এস-এস! কোথায় ছিলে এতকাল?

খগেন। ছিলাম! এর বেশী বল্‌তে আমার গুরু নিষেধ করেছেন। তারপর প্রভাত কেমন আছ?

প্রভাত। আর থাকা থাকি কি দাদা, এবার গেলেই হয়। এ যম যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। তুমি আর একবার থিয়েটার খোলো দাদা, মনের আনন্দে কাজ করি।

খগেন। খুলবো, খুলবো—আমি আবার থিয়েটার খুলবো। সেই চেষ্টাই তো করছি, বুঝেছ? এই সব লোকগুলোর দুঃখে আমার বুক ফেটে যায় প্রভাত, রাত্তিরে আমি ঘুমোতে পারিনা। কেবল ওই এক চিন্তা, আবার কবে থিয়েটার খুলবো, আবার কবে ওদের মুখে দুটি দুটি ভাত দিতে পারবো—তারই জন্যে আমি অস্থির হয়ে আছি প্রভাত—আমি অস্থির হ'য়ে আছি। "এই সব মূঢ় মূক ম্লান মুখে দিতে হবে ভাত—"

নিশানাথ। ওটা ভাত নয় হরিণদা, কবি বলেছেন—"ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা!"

খগেন। এই দেখ! মুখে ভাত দিলে তবেতো ভাষা বেরুবে। ছেলে মানুষ অথর! তারপর! ভাল আছ নিশানাথ?

নিশানাথ। হ্যাঁ দাদা, ভাল আছি, আপনি ভাল আছেন?

খগেন। ভাল আছি কি মন্দ আছি জানিনে—তবে আছি।

প্রভাত। তারপর? খবর কি বলত' হরিণদা?

খগেন। একবার কনকের সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

প্রভাত। ও! কনকের সঙ্গে? আচ্ছা তুমি বসো হরিণদা, আমাকে একবার কর্ত্তার কাছে যেতে হ'চ্ছে।

খগেন। তিনি ভাল আছেন তো ?

প্রভাত। হ্যাঁ, ভালই আছেন। এস নিশানাথ !

(নিশানাথকে লইয়া প্রভাতের প্রস্থান। একটু পরে ষ্টেজ দিয়া একটি মেয়েকে চলিয়া যাইতে দেখা গেল)

খগেন। ও খুকী ! শোন, শোন !

মেয়েটী। বারে ! আপনি আমাকে খুকী বলছেন কেন ? আমি কি খুকী নাকি ?

খগেন। তোমার ধারণা তুমি খুকী নও ?

মেয়েটী। না।

খগেন। তোমার Maturity সম্বন্ধে যখন এতখানি জ্ঞান, তখন আমি অন্যায় করেছি স্বীকার করছি মা ; কিন্তু তোমার নাম জিগ্যেস্ করলে আবার চটে উঠবে না তো ?

মেয়েটী। চটবো কেন ? আমার নাম রেখা।

খগেন। রেখা ! আচ্ছা তুমি কনককে একবার ডেকে দিতে পার ?

রেখা। কনকদি তো যার তার সঙ্গে দেখা করেন না।

খগেন। তা জানি, আমাকে একেবারে যার তার মধ্যেই বা ধরছো কেন ? তুমি বলগে যাও, সোনার হরিণ এসেছে।

(রেখা খগেনের পায়ের ধূলা লইতে লইতে বলিল)

রেখা। সোনার হরিণ ! আপনিই সোণার হরিণ ! আপনার সম্বন্ধে আমি অনেক গল্প শুনেছি।

খগেন। কার কাছে শুনেছ ? দিদিমার কাছে ?

রেখা। দিদিমার কাছে কেন হবে ? মার কাছে শুনেছি।

খগেন। ও ! মার কাছে শুনেছ ? তা বেশ, এখন একবার কনককে ডেকে দাও !

রেখা। আপনার নাকি থিয়েটার ছিল, বারোখানা গাড়ী ছিল—

খগেন। ওরে বাবা—তিন বারং চব্বিশখানা গাড়ী ছিল, কিন্তু এখন কিছু নেই, যাও কনককে ডেকে দাও!

রখা। আচ্ছা!

[রেখার প্রস্থান

(রেখা চলিয়া যাইতেই খগেন একটি সিগারেট ধরাইলেন। একটু পরে কনক প্রবেশ করিল)

(কনকের প্রবেশ)

কনক। একি! পূর্ণিমের চাঁদ আমড়াতলায় কেন?

খগেন। তোমার অমাবস্যে চ'লছে শুনে একটু আলো দিতে এলুম।

কনক। ওই চেহারায়! তারপর আজ কি মনে ক'রে আগমন বলুন দেখি? বছর দুয়েকতো দেখা পাইনি।

খগেন। তোমার কাছে একটু কাজেই এসেছি। আমি একজন ভাল অভিনেত্রী খুঁজছি।

কনক। অভিনেত্রী খুঁজছেন? আবার থিয়েটার খুলবেন নাকি?

খগেন। যদি খুলি, তুমি আমার থিয়েটারে চাকরী নেবে?

কনক। নিশ্চয়—নিশ্চয়! আপনার থিয়েটারেইতো প্রথম আমার হাতে-খড়ি। তখন আমার নাম কেউ জানতো না, সত্যি খুলবেন?

খগেন। না, এবার থিয়েটার নয়।

কনক। থিয়েটার নয় তবে অভিনেত্রী খুঁজছেন কেন?

খগেন। একটু কাজ উদ্ধার করবার জন্যে। তুমি ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই কনক। কিছু মনে ক'রোনা, যদ্দিন আমার কাজে থাকবে, তদ্দিন আমি মাসে মাসে দুশো করে টাকা

তোমায় মাইনে দেব। আর যদি আমার কাজ হাসিল করে দিতে পার, তাহ'লে বুঝতেই পারছো, একটা বেশ ভারী রকম বকশিস্—

কনক। আমি কিছু বুঝতে পারছিনে! আমায় কি করতে হবে তাই বলুন না!

খগেন। বেশী কিছু নয়। পাড়াগাঁয়ে মাসকতক একজন বড়লোকের পুত্রবধূর সহচরী হয়ে তোমায় থাকতে হবে।

কনক। মানে? কার সহচরী হতে হবে? ব্যাপার কি?

খগেন। রোসো—একটা বিজ্ঞাপন তোমায় পড়ে শোনাই, তাহ'লে ব্যাপারটা সব বুঝতে পারবে।

(পকেট হইতে একখানি হিতবাদী বাহির করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন)

কর্ম্মখালি—

অত্র এষ্টেটের শ্রীযুক্তেশ্বরী বধূরাণী মহোদয়ার জন্য একজন সৎকুলজাতা সহচরীর প্রয়োজন। যিনি ভালরকম লেখাপড়া জানেন এবং অবসর-সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীতাদি করিতে সুপটু, অথচ নিষ্ঠাবতী হিন্দুরমণী, নিঃসন্তান বিধবা হইলে আরও ভাল হয়, তাঁহার আবেদনই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য হইবে। অশন, বসন, ব্রতাদি নিয়ম প্রভৃতির উপযুক্ত ব্যয় অত্র এষ্টেট্ হইতে নির্ব্বাহ হইবে। তাহা ছাড়া মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে জলপানি দেওয়া হইবে। কর্ম্মপ্রার্থিনীগণ দুইজন পদস্থ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত প্রতিষ্ঠাপত্রসহ সত্বর আবেদন করুন।

শ্রীরঘুনাথ মজুমদার
ম্যানেজার, বাগুলিপাড়া এষ্টেট্,
পোঃ দেওয়ানগঞ্জ, জিলা নদীয়া।

খগেন। আমি চাই, তুমি এই পদের জন্য দরখাস্ত কর। তারপর সেখানে গিয়ে মাসকতক ওই বধূরাণী মহোদয়ার সহচরী হয়ে থাক।

কনক। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—আপনার মতলব কি? ঐ বধূরাণী আপনার কেউ হয় নাকি?

খগেন। হয় না, যদি হইয়ে দিতে পার, তাহ'লেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়।

কনক। কী হইয়ে দিতে পারি?

খগেন। স্ত্রী—সে বিধবা, যদি তার সঙ্গে আমার বিবাহ ঘটিয়ে দিতে পার, তবে ভালরকম ঘটকালি পাবে।

কনক। ওমা! বিধবা বিবাহ করবেন? এতদিন বিয়ে না করে শেষে এই কাজ? আপনার এ মতি কেন হ'ল খগেনবাবু! মেয়েটা খুব সুন্দরী নাকি?

খগেন। আমি তাকে কখনো চোখেই দেখিনি!

কনক। তবে? যদি সে কাল কুচ্ছিত হয়?

খগেন। হলোই বা কালো কুচ্ছিত! কাল কুচ্ছিত মেয়েকে কেউ কি বিয়ে করে না?

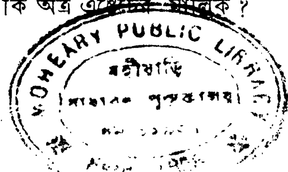
কনক। ও! তার অনেক টাকা আছে বুঝি? আপনি একটা দাঁও মারবার চেষ্টায় আছেন—নয়?

খগেন। পাগল! আমি সেই চরিত্রের লোক? আমি শুধু বিধবা বিবাহ করে বাংলা দেশকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাব মনে করেছি, বুঝলে? একটা দৃষ্টান্ত—

কনক। বকেন কেন? বাংলা দেশের জন্যে তো রাত্রে আপনার ঘুম হচ্ছে না। বলি ঐ বধূরাণীটি কি অত্র এষ্টেটের মালিক?

খগেন। ষোল আনা।

কনক। আয় কত?



খগেন। বছরে লাখ টাকার ওপর।

কনক। ওঃ! তাই বলুন! এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল।

(শচীনের প্রবেশ)

শচীন। সবাইতো চলে গেছে, আলোটা কি আরও কিছুক্ষণ জ্বেলে রাখবো ?

কনক। হ্যাঁ, আমি যাবার সময় তোমায় বলে যাব বাবা—

শচীন। আচ্ছা।

[শচীনের প্রস্থান

কনক। তা, সে হিন্দুঘরের বিধবা, অমনি চট্ করে আপনাকে বিয়ে করতে রাজী হবে কেন ?

খগেন। চট্ করে রাজী হলে তোমার দ্বারস্থ হয়েছি কেন ? তোমায় সেখানে গিয়ে তার মনটির ওপর ধীরে ধীরে একটি প্রলেপ দিতে হবে। খুব সাবধানে তোমায় অগ্রসর হতে হবে। প্রথমে বিধবা বিবাহের সমর্থক খানকতক উপন্যাস—যেমন রমেশ দত্তের "সংসার", এইগুলো পড়ে শোনাতে হবে। এই রকম ক'রে তিলে তিলে তার প্রতিকূল মনকে অনুকূল ক'রে আনতে হবে। এ বড় কঠিন কাজ কনক। প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্ট ভিন্ন অন্য কেউ পারবে না। তাই আমি তোমার শরণ নিয়েছি—

কনক। আচ্ছা, আমি চেষ্টা করবো। কোন রকম দায় বিপদে প'ড়বো না তো খগেনবাবু ?

খগেন। আরে রাম, রাম! দায় বিপদ কিসের শুনি ? তোমায় খুনও করতে হবে না, জালও করতে হবে না, চুরিও করতে হবে না, দায় কিসের ? আমার ভাগ্য যদি নিতান্ত মন্দ হয়, তবে বড়

জোর সে তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তোমায় বিদায় করে দেবে। করে করবে—তুমি ঘরের ছেলে—থুড়ি—ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসবে।

কনক। আচ্ছা, তার বয়স কত শুনেছেন?

খগেন। খবর পেয়েছি তেইশ চব্বিশ।

কনক। কতদিন বিধবা হয়েছে?

খগেন। বলতে গেলে আজন্ম বিধবা। যখন আট বছর বয়েস, তখন তার বিয়ে হয়। মাস দুই পরে তার বালক স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর থেকে চৌদ্দ বছর সে সধবার বেশেই ছিল। দু বছর হ'ল তার শ্বশুর মারা গেছেন, শ্রাদ্ধে যে সব বড় বড় পণ্ডিত এসেছিলেন তাঁরা বিধান দিয়ে গেছেন যে, যে ব্যক্তি চৌদ্দ বছর নিরুদ্দেশ, সে মরে গেছে বলে ধরতে হবে। অতএব কুশপুত্তল দাহ ক'রে শ্রাদ্ধাদি ক'রে দুবছর বধূরাণী বিধবার বেশ ধারণ করেছেন।

কনক। সংসারে আর কে কে আছেন?

খগেন। এক বুড়ি শাশুড়ী। একটি দেওর ছিল, সেও ম'রে গেছে। আর কেউ নেই। একলা থাকতে পারে না বলেই তো কাগজে ঐ বিজ্ঞাপন দিয়েছে।

কনক। আচ্ছা, আমি না হয় নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা সেজে দরখাস্ত করলাম। তারপর? আমাকেই চাকরী দেবে তার স্থিরতা কি?

খগেন। স্থিরতা অবশ্য নেই। তবে সম্ভাবনা খুব বেশী, যদি ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান মেয়ে চাইতো, তা হ'লে ভাল লেখাপড়া জানে, গাইতে বাজাতে পারে—অথচ গরীবের ঘরের মেয়ে পেতে পারতো। কিন্তু নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবাটিও হবে, অথচ ভাল লেখাপড়া গান

বাজনা জানবে, এমন সোনার পাথরবাটী কোথায় আছে! জেনে রাখ এ চাকরী তোমার।

কনক। দুজন বড় বড় লোকের প্রতিষ্ঠাপত্র চাই লিখেছে—তার কি হবে?

খগেন। আমি যোগাড় ক'রে দেবো তার জন্যে চিন্তা নেই।

কনক। কবে দরখাস্ত করতে হবে?

খগেন। যত শীগগির হয়, আমি একটা মুসাবিদা তৈরী ক'রে এনেছি।

কনক। দেখি! উঃ! এত মিথ্যে কথাও আপনি লিখেছেন খগেনবাবু!

খগেন। বল তুমি রাজী?

কনক। আমায় আজ রাত্তিরটা ভাবতে সময় দিন।

খগেন। না, এখুনি তোমায় বলতে হবে।

কনক। থিয়েটার নিয়ে একটু গণ্ডগোল বাধবে। আচ্ছা, আমি রাজী। কিন্তু কী বকশিস্ মিলবে বলুন দেখি?

খগেন। তুমিই বল!

কনক। বিশ হাজার, আর কোলকাতায় একখানা ভাল বাড়ী।

খগেন। Alright! তা হ'লে আমার মুসাবিদাটা ফেরৎ দিও।

কনক। না, ওটা আমার কাছে থাকবে।

খগেন। ও! যদি বেইমানী ক'রে তোমার ঘটকালি ফাঁকি দিই, তাই আমার হাতের লেখায় আমার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ সংগ্রহ করে রেখে দিলে—না?

কনক। না খগেনবাবু, তা নয়। আপনার হাতের একটা চিহ্ন থাকলো!

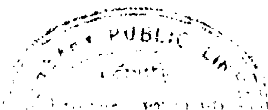
খগেন। বেশ রেখে দাও। কোন ভয় করোনা, তোমায় আমি ফাঁকি দেবো না কনক। জেনে রেখো—চোরের মধ্যেও বিশ্বাস বলে

একটা জিনিষ আছে, নইলে চোরের ব্যবসাও চলে না। তা হ'লে বল তুমি রাজী ?

কনক। রাজী !

খগেন। বেশ, হাতে হাত দাও ! রাজী ?

কনক। রাজী।



(হাতে হাত দিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য—

(খড়্গপুর ষ্টেশনের পার্শ্বেল গুদাম। দৃশ্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে সরকারী লণ্ঠনের আলো পড়িতে লাগিল। একটু পরেই ষ্টেশনের বড়বাবু, ছোট বাবু, সিগন্থালম্যান, খালাসী প্রভৃতি ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। আলোতে দেখা গেল ঘরের মধ্যস্থলে একটি সন্ন্যাসীর মৃতদেহ পড়িয়া আছে এবং চারিধারে, নানা আকারের ছোট বড় পার্শ্বেল, ফলের টুকরী, মুখ আঁটা টিনের ক্যানেস্তারা প্রভৃতি ছড়ান)

বড়বাবু। ট্রেণের মধ্যেই বাবাজী মারা গেলেন— বলি সন্দেহজনক কিছু নেই তো ?

রাখাল। আজ্ঞে না, natural death বলেই তো মনে হচ্ছে।

বড়বাবু। দেখো বাবা ! সে বড় সর্ব্বনেশে ব্যাপার। শেষকালে গণ্ডগোল কিছু না হয়—

রাখাল। না, গণ্ডগোল হবে কেন ? গাড়ীর মধ্যে আর যারা ছিল, তাদের নাম ঠিকানা টুকে নেওয়া হয়েছে। দরকার হ'লে তারাও সাক্ষী দেবে। গার্ড নিজেও ত একজন witness.

বড়বাবু। জিনিষপত্রের লিষ্ট ক'রে গার্ডকে সই করে দিয়েছ ?

রাখাল। আজ্ঞে হ্যাঁ !

বড়বাবু। ব্যস্ ব্যস্ ! ওতেই হবে। তা মালপত্রগুলো একবার পরীক্ষা করলে হ'ত না ?

রাখাল। কী দরকার ? কাল সকালে পুলিশ এসে যা হয় করবে। আমাদের কর্ত্তব্য শুধু লাশটাকে বাঁচিয়ে রাখা, তা রাখলাম !

বড়বাবু। বাবাজী যখন ইণ্টার ক্লাসের যাত্রী, তখন respectability কিছু তো আছেই, এমন কি পয়সাকড়িও কিছু আছে বলে মনে হয়।

রাখাল। তা হ'তে পারে !

বড়বাবু। যাই থাক্—সবই তো মনে কর রেল কোম্পানীর গর্ভে যাবে। পূজো—আচ্ছা—ধ্যান ধারণা করা পয়সা—গেল ! সাধুজীর বয়স কত হবে ?

রাখাল। বছর ত্রিশেক হবে বোধ হয় !

বড়বাবু। আলোটা ধরতো—এলামই যখন তখন সাধু দর্শনটাও সেরে যাই [সিগন্যালম্যান আলো ধরিল]—কী জাত, বাঙালী না খোট্টা ?······আরে ! একি ! দেখি, দেখি আলোটা ভাল ক'রে ধর। বলি ও রাখাল ! এ সন্নেসী কি তোমার ছোট ভাই নাকি ?

রাখাল। কেন ?

বড়বাবু। তোমাদের দুজনের চেহারা তো দেখছি হুবহু এক। বিশ্বাস না হয় এদের জিগ্যেস্ কর। তোমাদের দুজনের বয়স, গায়ের রং প্রায় এক রকম—মুখের ছাঁচও অনেকটা মেলে।

খালাসী। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন হুজুর। মাথায় জটা আর

মুখে দাড়ি না থাকলে সাধুজী তো প্রায় আমাদের ছোটবাবুরই মত দেখতে।

বড়বাবু। যাকৃগে, সন্নেসী যদি তোমার ভাই নাও হয়, তা হ'লেও কাল সকালে ষ্টেশনে উপস্থিত থেকো, কেননা পুলিশ আসবে, তারপর তারা চলে যাবার পর দাহ কর্ম্মটাও তুমিই সেরে দিও। যাক্ আমি চলি ; তুমি রাত দুটোর ট্রেণটা পাশ করিয়ে তবে শুতে যেও কেমন ?

রাখাল। আচ্ছা !

বড়বাবু। আয়রে রামধনিয়া !

[খালাসী রামধনিয়ার সহিত বড়বাবুর প্রস্থান

সিগন্যালম্যান মহাবীর। ছোটবাবু !

রাখাল। কীরে ?

মহাবীর। হমলোক অব আস্থানমে চলত হ্যায়। রাত দোবাজেকে টেরেণমে আভি বহোৎ দেরী বা। তু একেল্লে মশান জাগায়েং রহো।

রাখাল। যা বাবা যা ! রাত্তির তেরোটার সময় ব্যাটার হিন্দু ধর্ম্ম চাগাড় দিয়ে উঠলো !

মহাবীর। কা করি হুজুর ? ধরমতো মাননে পড়ি !

(প্রস্থানোদ্যত)

রাখাল। ওহে মহাবীর সিং, একটু তাড়াতাড়ি এস মাণিক ! গুদামে একটা মড়া পড়ে রইল—একলা একলা ষ্টেশনের মধ্যে থাকা- -

মহাবীর। আপ ডর্ গ্যয়ে ছোটাবাবু ? ডর্‌নেকা ক্যা ? জিন্দা আদ্‌মী ক্যা মুর্দ্দাসে ডরেগা ? কুছ ডর্ নেহি !

[মহাবীর সিংয়ের প্রস্থান

(মহাবীর চলিয়া গেলে পর রাখাল গুদামের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।)

রাখাল। সে কথা ঠিক্! জ্যান্ত মানুষ কি মরা মানুষকে ভয় করবে?

(মৃতদেহের নিকটে গিয়া)

অপরাধ নিওনা দয়াময়! বাড়ী গিয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলাম বলে আমার চাকরী গেছে। আজকের রাত ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বেকার। হাতে পয়সা কড়িও কিছু নেই, রেলের প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকাও মাস তিনেকের আগে বেরুচ্ছে না। রেল কোম্পানী দয়া করে কাশী অবধি যাবার পাশ দিয়েছে—কিন্তু কাশী গিয়ে খাব কি—তুমিই বল? কাজেই তুমি যখন দয়া করে এ অধমকে উদ্ধার করতে এসেছ প্রভু, তখন চুরিটাও আমাকে নির্ব্বিঘ্নে করতে দাও, মানে এর মধ্যে যেন কথা টথা বলে ফেলনা, চুপ ক'রে পড়ে থাক। আমি স্রেফ তোমার পকেট থেকে ঐ ট্রাঙ্কটার চাবিটা চট্ করে বার ক'রে নিচ্ছি।

(চাবী বাহির করিতে যাইবে, এমন সময় ঢং ঢং শব্দে রেলের ঘড়ীতে দশটা বাজিতে লাগিল। সেই শব্দে রাখাল চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর স্থির হইয়া সন্ন্যাসীর পকেট হইতে চাবী বাহির করিয়া ট্রাঙ্ক খুলিল, এবং উহার মধ্য হইতে একটি খেরো বাঁধা দপ্তর ও একটি থলি বাহির করিল। তারপর বাক্স বন্ধ করিয়া চাবিটি আবার মৃতের পকেটে রাখিল।)

(থলিটি খুলিয়া)

এতেই হবে বলে মনে হচ্ছে! Good, good! স্রেফ কাঁচা টাকা! কত হবে? শ পাঁচেক তো নিশ্চয়! আহা প্রভু! সেই টাকাই যদি রাখলে, তবে বুদ্ধি করে সাদা টাকা না রেখে হলদে টাকা রাখলে আমার কি উপকারই হ'ত বল দেখি! আচ্ছা, এই খেরো বাঁধা দপ্তরটার মধ্যে কি আছে? খালি

কাগজ, না নোট্ টোট্ কিছু আছে? নোট যদি থাকে, তবে লাখ টাকার হ'লেই বা বারণ করছে কে? ওরে বাবারে মাথা ঘুরছে?

(দপ্তর খুলিয়া ফেলিল)

দূর ছাই! এটাতো একটা হাতে লেখা পুঁথি দেখছি! কি ব্যাপার?

(পড়িল)

শ্রীশ্রীমোহান্ত ভজনানন্দ গিরি, তিনতাড়িয়া মঠ, মহাদেওপুর পোঃ, ভায়া সিরাথু, ই-আই-আর।

হুঁ! এই হ'ল নাম আর ঠিকানা। তারপর?......

ও হরি! স্বামীজী দেখছি বাঙালী ব্রাহ্মণ—আমি ভেবেছিলাম খোট্টা! তা হ'লে মুখাগ্নি করতে আমার একটুও আপত্তি নেই। কেননা ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ!

(খেরোটা পড়িতে লাগিল)

ও বাবা! বড় কেউ কেটা নয়—বাঙলা গ্রন্থকার। কোলকাতায় যাওয়া হচ্ছিল কি বই ছাপাতে নাকি। (পড়িল) আত্মজীবন চরিত প্রথম খণ্ড গার্হস্থ জীবন, দ্বিতীয় খণ্ড—সন্ন্যাস জীবন। ত্রিশ বছর বয়সে দু দুটো জীবন বড় চাট্টিখানি কথা নয়। পড়তে হ'ল! Interesting!

(মনোযোগ দিয়া পড়িতে লাগিল।)

হুঁ! বাবাজী দেখছি ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে সন্নেসী হয়েছিলেন। বড়লোকের ছেলে। এতদিন পরে বাড়ী যাওয়া হচ্ছিল কেন। বিষয় সম্পত্তি দখল করবার জন্যে নাকি? জীবন চরিতটা তা হ'লে ত ভাল করে পড়তে হ'ল। নাম

হচ্ছে ভবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বাপ মারা গেছে, ছোট ভাইটাও মারা গেছে।······দূর ছাই—এ যে মহাভারত বিশেষ! লিখেছে তো কম নয়! এত কে পড়বে? তার চেয়ে শেষের দিকটা দেখা যাক্। বাবাজী কি উদ্দেশ্যে কোলকাতায় যাচ্ছিলেন।

(দ্বিতীয় খণ্ড বাহির করিয়া একেবারে শেষ পাতার কাছাকাছি পড়িতে লাগিল।)

"স্থির করিয়াছি এ ব্যর্থ সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু একটু দেখিয়া শুনিয়া যাইতে হইবে। দেখিবার প্রধান বিষয়, আমার স্ত্রী বাঁচিয়া আছে কি না, এবং যদি বাঁচিয়া থাকে তবে সে কী অবস্থায় আছে? যখন গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম, তখন সে অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা, এখন সে চতুর্বিংশবর্ষীয়া পূর্ণ যুবতী। এই দীর্ঘকাল সে নিজেকে পবিত্র রাখিতে পারিয়াছে কি? ইহা তো বিশ্বাস হয় না; সুতরাং স্থির করিয়াছি বাড়ী যাইব। এই ছদ্মবেশে গিয়া কিছু দিন গ্রামে থাকিব। ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইব, সকল সংবাদ জানিতে পারিব। তাহা ছাড়া আমার পৈত্রিক সম্পত্তি বাৎসরিক লক্ষাধিক টাকা মুনাফার সম্পত্তি, এই ভাবে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমি বাড়ী চলিলাম।"

(রাখাল খাতা ফেলিয়া দ্রুতপদে ঘরময় পদ চারণা করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল)

কাশী চল রাখাল, কাশী চল! কাশী গিয়ে তুমি মর। কেউ তোমার জন্য শোক করবার নেই। রাখাল ভট্‌চাজ্যি, তুমি মর—তুমি মর—তুমি মর!

(এই বলিয়া আবার সে ছুটিয়া গিয়া খাতা কুড়াইয়া ব্যস্ত ভাবে পড়িতে লাগিল)

তৃতীয় দৃশ্য—

স্থান ঃ— জমিদার বাড়ীর অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যান।

(বাগুলি পাড়া জমিদার বাড়ীর অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যানে বকুল গাছের ছায়ায় মর্ম্মর বেদিকায় সুরবালা উপবিষ্টা, তাহার বয়স অনুমান বিংশতি বর্ষ। তাহার বিশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ মুখখানিতে বিষাদের ঘন ছায়া পরিব্যাপ্ত। চক্ষু দুইটী সর্ব্বদা আনত ও সজল। দেখিলে মনে হয় বুঝি অনেক কষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া আছে। পরিধানে আছে সাদা সেমিজের উপর একখানি লালপাড় শাড়ী। প্রকোষ্ঠ যুগলে স্বর্ণবলয়, বাম হস্তে সধবার চিহ্নও বর্ত্তমান। অন্তঃপুর হইতে হাবার মা প্রবেশ করিল। তাহার বাম কক্ষতলে একখানি সতরঞ্চ ও একটি বালিশ, দক্ষিণ হস্তে কাঁসার গেলাস ভরা কতকটা দুধ। কাছে আসিয়া বিছানা নামাইয়া সে সুরবালাকে কহিল)

(হাবার মার প্রবেশ)

হাবা-মা। ন্যাও গো, দুধ খাও।

সুরবালা। এখন দুধ কেন ঝি ?

হাবা-মা। বউরাণী পাঠিয়ে দিলেন। বল্লেন অনেক কুইনান খেয়েছ একটু বেশী করে দুধ না খেলে মাথা ঘুরবে যে! তুমি দুধটুকু খাও, আমি বিছানাটা পেতে দিই।

(সুরবালা গেলাস লইয়া)

সুর। আহা কেন আবার কষ্ট ক'রে, বিছানা আনতে গেলে ? আমি এই শানের ওপরেই শুতাম এখন—খাসা ঠাণ্ডা।

(হাবার মা বিছানা করিতে করিতে)

হাবা-মা। বৌরাণী বল্লেন যে বসে থাকতে বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে, একটা বিছানা টিছানা পেতে দিয়ে এস, আমি একটু পরেই যাচ্ছি। নাও-নাও ওঠ, বিছানা পেতে দিই।

(হাবার মা বিছানা পাতিয়া দিল। সুরবালা দুধ খাইয়া গ্লাস হাবার মাকে দিল।)

সুর। তোমাদের বৌরাণী মানুষ নন্ ঝি, উনি দেবী।

হাবা-মা। সে কথা কি একবার দিদিমণি, একশোবার। সকাল বেলায় বৌরাণীর সঙ্গে চান্ করতে গিয়ে দেখি—তুমি এসে ঘাটে নেগে রয়েছ। আমায় বল্লেন দ্যাখতো ঝি, ঘাটে ওটা কি? এই বলে এগিয়ে চল্লেন। আমি বল্লাম—যেওনি মা, যেওনি। ওটা কোন জানোয়ার। কামড়ায় তো আর বাঁচবেনি। তিনি সে কথা শুনে তোমার কাছে গিয়ে বোল্লেন—ওগো! কে গা তুমি! তারপর আমায় ডেকে বল্লেন—ঝি শীগগির দৌড়ে গিয়ে লোকজনদের খবর দে। আর একজনকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দে। দৌড়ে যা ঝি দৌড়ে যা, এখনও চেষ্টা করলে একে বোধ হয় বাঁচান যায়। যা-যা। আমি তখন "ওমা কি বিপদ হলগো, হে হরি রক্ষে কর"—বলতে বলতে বল্‌তে একেবারে ছুটে গিয়ে বাড়ীর ভেতর খবর দিলাম। তক্ষুনি হুম্ হুম্ ক'রে পাল্কী এসে পড়লো। তারপর তোমার সে কী জ্বর দিদিমণি! চব্বিশ ঘণ্টা বৌরাণী মাথার কাছে বসে পাখার হাওয়া করেছেন। তুমি আর জন্মে অনেক পুণ্যি করেছিলে দিদিমণি, তাই এজন্মে আমাদের বৌরাণীর হাতের সেবা পেয়েছ।

সুর। সে কথা আমি কখনো ভুলবো না ঝি, কিন্তু আমার মতো হতভাগিনীর মরাই বুঝি ভাল ছিল। (কাঁদিতে লাগিল)

হাবার-মা। কেঁদোনা দিদিমণি কেঁদোনা। কপাল কি কেউ আর ইচ্ছে করে পোড়ায়—কপাল আপনি পোড়ে। নইলে মনে করো—আমার হাবা যখন হলো হাবার বাবা তখন ম'লো।

(চোখে আঁচল দিল)

তা হ্যাঁ দিদিঠাকুরুণ, তোমাদের বাড়ী কোথাগা ?

সুর। শ্মশানে।

হা-মা। এঁ্যা! কোথা বল্লে ?

সুর। শ্মশানে।

(হাবার মা চমকিয়া সুরবালার পিছন দেখিয়া লইল)

হ-মা। না, দিদি ঠাকরুণ! তুমি তা' নও!

সুর। আমি কী নই ?

হা-মা। ওই যে যেখানে তোমার বাড়ী বল্লে! তুমি তা নও। এই যে তোমার ছায়া পড়েছে দিদি ঠাকরুণ। ত্যানাদের তো ছায়া পড়েন না।

(সুরবালা ম্লান হাসিয়া)

সুর। না ঝি আমি তা নই। আমি তোমাদেরই মত মাটির মানুষ। কিন্তু আমার বাড়ী শ্মশানে হ'লেই বুঝি ভাল ছিল ঝি।

হা-মা। সে কথা কি একবার দিদিমণি, একশো বার। নইলে—

(বৌরাণীর প্রবেশ। বয়স আন্দাজ চব্বিশ। পরিধানে শ্বেত বস্ত্র। সুন্দরী—শুচিতার প্রতিমূর্ত্তি।)

(বৌরাণীর প্রবেশ)

বৌরাণী। জমিয়েছিস্ তো ? কি কাজে পাঠিয়েছি—কি কাজ করছিস্!

হা-মা। না। এনার সঙ্গে একটু দুঃখের কথা কইছিলাম মা।

তাই বল্‌ছিলাম—যে আমার হাবা যখন হ'ল—হাবার বাবা তখন ম'লো।

(চোখে আঁচল দিল)

বৌরাণী। আবার তোর হাবার যখন ছেলে হবে, তুই তখন মরবি। যা—এখন কাজে যা। আর ছাখ, কনককে একবার পাঠিয়ে দিস্‌।

হা-মা। আচ্ছা। [প্রস্থান

(বৌরাণী আগাইয়া আসিতেই সুরবালা উঠিয়া দাঁড়াইল)

বৌরাণী। উঠ্‌লে কেন, শোও শোও—

সুর। না, আমি বেশ বস্‌তে পারবো।

বৌরাণী। তা হোক, তুমি কাহিল মানুষ শুয়ে থাক, আমি তোমার কাছে বস্‌ছি। বেশীক্ষণ বসে থাকলে তোমার কষ্ট হবে।

(উভয়েই বসিল)

সুর। আপনি বসে রইলেন—আমি শোব…

বৌরাণী। কেন দোষ কি? তুমি রোগী, আমিতো রোগী নই। আর দেখ, আমি তোমায় তুমি বলি, তুমি আমায় আপনি বল কেন?

সুর (রুদ্ধ কণ্ঠে) আপনি স্নেহ করেন বলেই ওকথা বলছেন। আপনারা রাজা তুল্য লোক। আমি আপনার দাসীর যোগ্যও নই। তা সত্বেও সে সব কিছু মনে না করে অসুখের সময় আপনি যে সেবাটা নিজের হাতে আমায় করেছেন, লোকের মা বোনেও সে রকম পারে না। তবে না করলেই ভাল করতেন।

বৌরাণী। কেন? তোমায় বাঁচাতে চেষ্টা ক'রে কি ভাল করিনি?

সুর। আমার মত হতভাগিনীর পক্ষে মৃত্যুই ভাল ছিল।

বৌরাণী। ছি, ওকথা কি বল্‌তে আছে? নিজের মরণ কামনা কি করতে আছে ভাই? ভগবান যে জীবন দিয়েছেন সে তাঁর মহাদান। সে জীবনকে তাচ্ছিল্য করা, তাঁরই অপমান করা।

সুর। জীবন দিয়েছিলেন—বেশ ক'রেছিলেন। কিন্তু জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এত দুঃখ দিলেন কেন?

বৌরাণী। তিনি যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন। তাঁর কাজে দোষ দেখা, ছল ধরা কি আমাদের সাজে? তিনি দুঃখ যা দিয়েছেন, তাও আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে।

(সুরবালা চুপ করিয়া রহিল)

তোমার কি দুঃখ আমায় বল্‌বে ভাই? থাক্—থাক্—কেঁদনা, সে কথা মনে ক'রতেও যদি তোমার এত কষ্ট, তা হ'লে বলে কাজ নেই। আমি আর এ প্রসঙ্গ তুলবো না। শুধু একটি শেষ কথা জিজ্ঞাসা করি।

সুর। বলুন।

বৌরাণী। তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও আছেন কি না তা' আমরা কিছু জানিনে—তুমি কিছুই বলনি। তুমি আজ আটদিন এখানে রয়েছ—তোমার খবর না পেয়ে তাঁরা হয়ত কত ভাবছেন। তাঁদের খবর দেওয়া উচিত নয় কি? তাঁরা জান্‌তে পারলে হয় ত এসে তোমায় নিয়ে যেতে পারতেন।

সুর। বৌরাণী, এ পৃথিবীতে আমার এমন কেউ নেই, যে আমার খবর না পেয়ে ভাবিত হবে, কিম্বা খবর পেলে খুসী হবে, কি এসে আমায় নিয়ে যাবে। আমার দুর্ভাগ্যের সীমা নেই।

আপনি যদি আমায় জীবন দিলেন, তবে আমার আর একটি প্রার্থনাও রাখুন।

(এই বলিয়া বৌরাণীর পায়ে হাত দিল)

বৌরাণী। ছি ছি ওকি করছো ভাই—ওকি করছো? পায়ে কি হাত দিতে আছে? বলো তোমার কি প্রার্থনা?

সুর। আমার এই প্রার্থনা যে, আপনাদের কোন বিষয়ের অভাব নেই। আমি যদি বাঁচি—এই সংসারে আমাকে আশ্রয় দিয়ে রাখুন। কত দাস দাসীকে আপনি প্রতিপালন করছেন সেইরকম আমাকেও প্রতিপালন করুন। আমায় ত্যাগ করবেন না।

বৌরাণী। এই কথা? তা'এর জন্যে তুমি এত কাতর হচ্ছো কেন ভাই? তোমায় ত্যাগ করবো, এমন কথাতো আমি বলিনি আমি তোমায় এইখানেই রাখবো কোথাও যেতে দেবো না কেমন? এখন শান্ত হও, চুপ করো—কেঁদনা।

(তবু সুরবালা কাঁদিতে লাগিল)

দেখ ভাই, আমি একলাটি থাকি, কোন সমবয়সী সঙ্গী সাথী নেই, দিন আমার কাটে না। তাই আমার দেওয়ান তাঁকে আমি কাকা বলি, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ও কনককে আমার কাছে থাকবার জন্য নিযুক্ত করেছেন। তুমি আমার আর একজন সহচরী হ'য়ে থাকবে! কেমন

সুর। আপনার দয়া আমি কখনো ভুলবো না।

বৌরাণী। কিন্তু তুমি আর বাইরে থেকোনা। বেলা হয়েছে সকা সকাল দুটি খেয়ে নাওগে যাও।

[সুরবালার প্রস্থা

(সুরবালা মন্থর পদে ভিতরে চলিয়া যাইতেই দেওয়ান রঘুনাথ মজুমদার প্রবেশ করিলেন। বয়স ৬০, বয়সের অনুপাতে এখনও বেশ কার্য্যক্ষম। খর্ব্বায়ত শ্যামবর্ণ বৃদ্ধা জাতিতে বৈদ্য। তিনি নিকটে আসিতেই বৌরাণী মাথার কাপড়টা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

(দেওয়ানের প্রবেশ)

বৌরাণী। আসুন কাকা!

দেওয়ান। মা, তোমার শরীর বেশ ভাল আছে?

বৌরাণী। হ্যাঁ কাকা, আমি বেশ ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন তো?

দেওয়ান। হ্যাঁ মা বেশ আছি। মেয়েটীর পরিচয় কিছু জান্‌তে পেরেছো?

বৌরাণী। না, কাকা, সে কিছু বলে না, কিম্বা বলবে এমন আশাও নেই।

দেওয়ান। পুলিশে ত একটা খবর দেওয়া উচিত! কোত্থেকে কে এল, শেষকালে ওকে নিয়ে কোন বিপদ না উপস্থিত হয়।

বৌরাণী। এর জন্যে আর থানা পুলিশ কেন কাকা? একজন অনাথা স্ত্রীলোক বোধ হয় নৌকা থেকে জলে প'ড়ে গিয়েছিল—ভেসে এসেছে। তাকে আমরা আশ্রয় দিয়ে রেখেছি, এর জন্যে আর বিপদ আপদ কি? পুলিশে জানালেই তারা এসে বেচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে—আমি তা চাইনে।

(দেওয়ান চিন্তিত ভাবে)

দেওয়ান। সে জন্যে নয়। তবে শুনেছিলাম, তার গলায় একটা দড়ির দাগ আছে। হয়ত কেউ তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা

করেছিল, নয়ত সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল—উভয় অবস্থাতেই ব্যাপারটা পুলিশের তদন্ত যোগ্য। কিন্তু তোমার যখন অমত তখন খবর দেবনা—থাক্। গলার সে চিহ্নটা কি এখনও আছে ?

বৌরাণী। অতি সামান্য—আর দুচার দিনেই মিলিয়ে যাবে। আপনি বসুন কাকা।

দেওয়ান। না মা বস্‌তে পারবোনা। কাছারীর কাজ কর্ম্মও বাকী আছে তা ছাড়া পাড়ার পাঁচ জন ভদ্রলোক এসেছেন আমি যাই। শুধু ওই কথাটাই জানতে এসেছিলাম! আমি চল্লাম। ঝি টি গুলো গেল কোথায়? তোমার সঙ্গে কেউ নেই!

বৌরাণী। না কাকা আমিও যাচ্ছি।

দেওয়ান। আচ্ছা!

[উভয়ের প্রস্থান

(একটু পরে একখানি বই হাতে কনক ও হাবার মা প্রবেশ করিল। কনকের বেশ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিধানে সাদা কাপড়, হাতে একগাছা করিয়া সোনার চুড়ি)

(কনক ও হাবার মার প্রবেশ)

কনক। তারপর ?

হা-মা। তারপর নামও বল্‌বেনি, আমরাও ছাড়্‌বোনি। শেষে অনেক হেজ্জাহেজ্জির পর নামটা বেরিয়ে এল—সুরবালা।

কনক। কি জাত ?

হা-মা। বল্‌ছে ত বেরাহ্মণ।

কনক। তা হ'লে ত জাতও ভাল। স্বামী পুত্তুর কিছু আছে ?

হা-মা। কে জানে দিদিমণি, সে সব কথা তো কিছু বলে না। খালি কাঁদছে—খালি কাঁদছে, দেখে গা জ্বলে যায়। বলি কপাল কি তোর একলারই পুড়েছে আমাদের পোড়েনি? "আমার হাবা যখন হ'ল—হাবার বাবা তখন মলো।"

(চোখে আঁচল দিল)

কনক। হাবার বাবা তোমায় খুব ভালবাস্‌তো, না হাবার মা?

হা-মা। ভালবাস্‌তো না ছাই! রোজ দুবেলা আমায় নাথি না মেরে ভাত খেতো না। ঝাঁ্যাটা মারি সেই ড্যাক্‌রার মুখে—

কনক। তবে তার জন্যে তুমি কাঁদো কেন।

হা-মা। আ—আমার পোড়া কপাল! আমি কি তার জন্যে কাঁদি? আমি কাঁদি আমার হাবার জন্যে। ছোঁড়া বাপের মুখটাও একবার দেখতে পেলে না। আর—হাড়হাবাতে মিন্‌সের কপালকেও বলিহারী যাই, মরবার সময় ছেলেটার মুখও দেখতে পেলেনা গা!

কনক। যাক্‌ তাতে দুঃখের কিছুই নেই, কেননা তোমার মত সতী লক্ষ্মী স্ত্রীকে যে সে রেখে যেতে পেরেছে এই তার পূর্ব্বজন্মের তপস্যার ফল। নইলে মনে কর তুমি সঙ্গে গেলে তার কি অসুবিধেই না হ'ত!

হা-মা। সে কথা কি একবার দিদিমণি একশো বার। আমি সঙ্গে গেলে তার অসুবিধে হতো বৈকি খুবই অসুবিধে হ'ত। তবু মন মানে না দিদিমণি—মাঝে মাঝে বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসে যে আমার হাবা যখন হ'ল—হাবার বাবাও তখন ম'লো!

(দরজায় বৌরাণীকে দেখা গেল)

ওই বৌরাণী আস্‌ছেন—আমি পালাই।

[হাবার মার প্রস্থান

(ধীরপদে বৌরাণীর প্রবেশ)

কনক। আমায় ডেকেছিলেন বৌরাণী?

বৌরাণী। হ্যাঁ, সকাল থেকেই আজ মনটা ভাল নেই, একটা স্বপ্ন দেখে মনটা এত খারাপ হ'য়ে গেছে যে তোমায় ডেকেছিলাম একখানা গান শুনবো বলে।

কনক। বসুন!

বৌরাণী। আমি বসছি। তুমি গাও।

কনক। কি গাইবো হুকুম করুন।

বৌরাণী। হুকুম নয় ভাই অনুরোধ। আমি মনিব তুমি চাকর সর্ব্বদা এ কথা কেন মনে রাখ ভাই?

কণক। আমি কি চাকর নই?

বৌরাণী। না, তুমি আমার সহচরী। আমার চাইতে তোমার সম্মান একটুও কম নয়।

কনক। কি গাইবো বলুন!

বৌরাণী। যা হয় ভাল দেখে এক খানা গাও।

কনকের গান

ওপারে ওই আঁধার নিশা নিকষ কালো নীরে
এপারে এই সোণার আলো উঠলো ফুটে ধীরে।
সুনীল জলে সোনার আলো,
কনক লেখার জাল বিছালো
হারিয়ে যাওয়া সোনার তরী ভিড়ল আমার তীরে॥

কনক। কি ভাবছেন?

বৌরাণী। ভাবছি এ গান গেয়ে আমাদের ফল কি? আমাদের সোনার তরণীতো কখনও তীরে আসবে না, আমারও না, তোমারও না।

কনক। আমার? কি জানি?

(কনক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল)

বৌরাণী। সে কি!

কনক। (আর্দ্র কণ্ঠে) আমি বড় অভাগিনী।

বৌরাণী। কেন কি হয়েছে? (কনক চুপ) কনক, বল ভাই—কি হয়েছে? আজ যখন তুমি কলকাতার চিঠি পেয়েছ তখন থেকেই তোমায় বিমর্ষ দেখছি। কি হয়েছে? তোমার দাদা ভাল আছেন তো?

কনক। আছেন।

বৌরাণী। তবে? দেখ, তোমার মন কেন খারাপ হয়েছে, আমায় বল্‌তে যদি তোমার কোন আপত্তি থাকে, তবে বলে কাজ নেই, কিন্তু এমন যদি কিছু হ'য়ে থাকে, যার প্রতিকার আমার দ্বারা সম্ভব, তা হলে আমি প্রতিকার করিতে পারি।

কনক। দাদার চিঠি পেয়ে আমি এক বিষম সমস্যায় পড়ে গেছি।

বৌরাণী। কি সমস্যা? আমায় বল্‌তে কোন বাধা আছে কি?

কনক। বাধা কিছুই নেই। বরং দাদা আপনাকে জানাতে, আর আপনার উপদেশ চাইতেই আমায় বলেছেন।

বৌরাণী। তিনি কি লিখেছেন সেই কথা বলো।

কনক। তিনি লিখেছেন আপনি মানবী নন দেবী, আপনার মত উদার-হৃদয়া সর্ব্বগুণসম্পন্না মহিলার আশ্রয় আমি পেয়েছি বলে তিনি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

বৌরাণী। আমি সেকথা শুনতে চাইনি। তোমাকে কি লিখেছেন তাই বলো!

কনক। লিখেছেন—দিদি তোমার এখন অল্প বয়স। এই বয়সে মৃত স্বামীর স্মৃতিকে বুকে ক'রে সারাজীবন কাটানো মূর্খ সমাজের

চোখে যাই হোক না কেন, ভগবানের চোখে এটা মহাপাপ। অতএব আমার মিনতি রাখো। পাত্র আমি ঠিক ক'রে রেখেছি। তুমি আবার বিয়ে ক'রে সুখী হও।

বৌরাণী। তারপর—

কনক। এই বইখানা দাদা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। (বই দিল) ওতে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে অনেক কথা আছে।

বৌরাণী। এই বই ! !

(বৌরাণী বইখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অন্দরের দিকে চলিতে লাগিলেন)

কনক। কোথায় যাচ্ছেন ?

বৌরাণী। (ফিরিয়া চাহিয়া) গঙ্গাজলে হাত ধুতে যাচ্ছি, আমার হাত অপবিত্র হ'য়ে গেছে।

[প্রস্থান

(কনক স্তম্ভিতের মত বৌরাণীর যাওয়ার পথের দিকে চাহিয়া রহিল)

চতুর্থ দৃশ্য—

স্থান—দেওয়ানজীর কাছারী ঘর।

সময়—অপরাহ্ন।

(দেওয়ানজীর কাছারীঘর। ফরাসের উপর স্তূপাকৃত কাগজ ও বই লইয়া দেওয়ান রঘুনাথ মজুমদার মহাশয় বসিয়া হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার বামপার্শ্বে জাজিমমোড়া একখানি তক্তপোষের উপর রামহরি ভট্টাচার্য্য ও হরিদাস গোস্বামী—আর এক টুলের উপর বিশ্বেশ্বর মিত্র—পাড়ার এই তিন জন নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি বসিয়া গুণ গুণ করিতেছিলেন। মিত্রজা মহাশয়ের হস্তে একটি কলিকাপূর্ণ হুঁকা।

ভট্টাচার্য্য। আর শুনেছেন দেওয়ানজী, কোলকাতায় নাকি এক রকম গাড়ী এসেছে, তাতে ঘোড়ার দরকার হয় না। কল টিপে দিলে আপনিই রাস্তা দিয়ে গড়গড়িয়ে চলে যায়!

মিত্রজা। অ্যাঁ! বলেন কি? রাস্তায় কলের গাড়ী?

ভট্টাচার্য্য। হ্যাঁগো! রাস্তায় নয়ত কি বৈঠকখানায়!

গোস্বামী। হ্যাঁ দেওয়ানজী, সত্যি নাকি?

দেওয়ান। হ্যাঁ, ঠিক কথা। বছরখানেক হ'ল এসেছে বরং তার উপর। তাকে মোটরগাড়ী বলে।

মিত্রজা। কৈ! আমিত' পূজোর সময় কলকাতা গিয়েছিলাম, সে রকমতো কিছু দেখিনি। আপনি দেখেছেন নাকি?

দেওয়ান। না, খবরের কাগজে পড়েছি। এখনও বেশী আসেনি, দশ বিশখানা এসেছে।

মিত্রজা। গেল, এবার ঘোড়ার অন্ন গেল।

দেওয়ান। ঘোড়ার অন্ন যেতে এখনও অনেক দেরী আছে। মোটরগাড়ীর বিস্তর দাম।

গোস্বামী। (সোৎসুকে) কত দাম হবে দেওয়ানজী ?

দেওয়ান। মাস দুই হবে, কৃষ্ণনগরে এক মাড়োয়ারী মহাজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—কলকাতায় তাদের বেশ বড় কারবার সাত হাজার টাকা দিয়ে তারা বিলেত থেকে একখানি আনিয়েছে বল্লে। তাও সেখানি ছোট, বড়গুলির দাম আরও বেশী।

মিত্রজা। নাঃ! ইংরেজ কলে কলে দেশটা ছেয়ে ফেল্লে! ঘোড়ার অন্ন উঠতে দেরী আছে বল্‌ছেন—বড় বেশী দেরী নেই। ও কল্‌টল্‌গুলো নতুন নতুন যখন ওঠে তখনই বেশী দাম হয়। ক্রমেই সস্তা হ'য়ে যায়। নাঃ! ঘোড়ার আর ভদ্রস্থতা নেই!

ভট্টাচার্য্য। শুধু ঘোড়ার অন্ন বল্‌ছেন কেন। কোচম্যানের অন্ন গেল—সহিসের অন্ন গেল—

গোস্বামী। ঘেসেড়ার অন্ন গেল!

ভট্টাচার্য্য। কল হ'য়ে দেশের কত লোকের যে অন্ন গেল—তার আর সংখ্যা নেই! নাঃ!

(ভৃত্য একটী হুঁকা আনিয়া ভট্টাচার্য্যের হাতে দিয়া প্রস্থান করিল)

ভট্টাচার্য্য। খাও, হরিদাস ধরাও!

গোস্বামী। তুমি ধরাও। দেখছ না আমি এখন জপ ক'রছি।

(ডাকপিওন নিধিরাম সাধুখাঁর প্রবেশ)

নিধিরাম। প্রণাম হই বাবু!

দেওয়ান। এস নিধিরাম, কী খবর ?

নিধিরাম। আজ্ঞে কর্ত্তামশায়ের নামে একখানা রেজেষ্টারী আছে বাবু !

দেওয়ান। কর্ত্তার নামে !

নিধিরাম। আজ্ঞে হ্যাঁ !

(চিঠিখানা দেওয়ানকে দিল)

দেওয়ান। কে লিখলে ? আজ দুবৎসর কর্ত্তার স্বর্গবাস হয়েছে, এতদিন পরে তাঁর নামে চিঠি কে লিখলে হে ?

গোস্বামী। ছাপ দেখুন না—কোথা থেকে আস্‌ছে।

(ছাপ দেখিয়া)

দেওয়ান। বেনারস সিটি। ওঃ বুঝেছি। কাশীতে আমাদের পাণ্ডাঠাকুর আছেন, তাঁরই চিঠি বোধ হয়। তিনি কখনও কখনও কর্ত্তাকে চিঠি লিখতেন বটে। বোধ হয় কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। আচ্ছা নিধিরাম, আমিই সই ক'রে নিচ্ছি।

(সই করিয়া দিলেন। নিধিরাম চলিয়া গেল। অন্য চিঠিগুলি পড়িয়া সর্ব্বশেষে রেজেষ্ট্রি চিঠিখানা খুলিলেন। প্রথম দুই এক ছত্র পড়িয়াই, তিনি ক্ষিপ্রহস্তে পৃষ্ঠা উণ্টাইয়া লেখকের নাম দেখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, হাত পা কাঁপি
শব্দ বাহির হইল)



দেওয়ান। একি !

গোস্বামী ও মিত্রজা। কি হ'য়েছে ?

ভট্টাচার্য্য। কোন মন্দ খবর নয়ত ?

দেওয়ান। এ্যাঁ, না মন্দ খবর নয়, তবে—

(আবার চিঠিখানা আদ্যোপান্ত শেষ করিলেন। তারপর অত্যন্ত চিন্তিত মুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনজনে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মিত্রজা গলা ঝাড়িয়া)

মিত্রজা। পাণ্ডার চিঠি নাকি ?

(দেওয়ান উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

দেওয়ান। না।

ভট্টাচার্য্য। চল্লেন কোথায় ?

দেওয়ান। (ক্ষীণস্বরে) কাজ আছে। আজ একাদশী না ?

ভট্টা। হ্যাঁ, আজ একাদশী ।

দেওয়ান। আজ একাদশী—একাদশী—আচ্ছা, আপনারা বসুন।

(দেওয়ানজী অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন)

মিত্রজা। ব্যাপার কি ! দেওয়ানজী অন্দরের দিকে গেলেন !

ভট্টা। কে জানে কি ব্যাপার! চলো বসে থেকে আর লাভ কি ? সায়ং সন্ধ্যার ব্যাপারটাও তো এগিয়ে এল।

(হুঁকায় জোরে জোরে টান দিতে লাগিল)

গোস্বামী। (নিম্নস্বরে) আমি কিন্তু একটা অনুমান করেছি।

মিত্রজা। কি ? কিহে ?

গোস্বামী। চিঠিখানার একটা জায়গা আমি পড়তে পেরেছি। এক জায়গায় লেখা রয়েছে "নিদ্রাভঙ্গে আপনার সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম।" এইটুকু খালি পড়তে পেরেছি।

ভট্টা। হ্যাঁ, বকো কেন ! অতদূর থেকে তুমি পড়তে পেরেছ !

গোস্বামী। হ্যাঁ, ভট্‌চাজ্জি মশায়, আমি স্পষ্ট পড়েছি "নিদ্রাভঙ্গে আপনার সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া—

ভট্টা। জ্বালাও কেন ? আমরা কেউ দেখতে পেলাম না, তুমি অম্‌নি দেখতে পেলে ! কত বয়স হয়েছে ?

গোস্বামী। উনচল্লিশ। এখনও চশমা নিতে হয়নি। আমি স্পষ্ট পড়েছি নিদ্রাভঙ্গে আপনার সেই মূর্ত্তি—

ভট্টা। হ্যাঁ, উনচল্লিশ। আমারই প্রায় পঞ্চাশের ধাক্কা, তোমার এখনও উনচল্লিশ!

মিত্রজা। বটে! এমন ব্যাপার! ঘুম ভাঙ্গিয়া আপনার মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া—এত বাবা জমিদারী চিঠি নয়।

(দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া বক্রভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল)

গোস্বামী। আমার মনে হয়—বুঝলেন? ঐ দেওয়ানজী যতই সাধুতার ভান করুন ভেতরে ভেতরে—হ্যাঁ—নইলে নিদ্রাভঙ্গে আপনার সেই মূর্ত্তি—আমি স্পষ্ট দেখেছি। আপনার কি বোধ হয়?

মিত্রজা। ওহে তা নয়। ও চিঠিতো মোটে দেওয়ানজীর নামেই নয়। শুনলে না?—কর্ত্তার নামের চিঠি যে!

গোস্বামী। হ্যাঁ হ্যাঁ তাওত বটে! তাওত বটে!

ভট্টা। চল এবার ওঠা যাক্!

~~মিত্রজা~~ গোস্বামী। চলো। কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু "নিদ্রাভঙ্গে আপনার সেই মূর্ত্তি"—আমি স্পষ্ট দেখেছি যে!

[তিনজনের প্রস্থান

(তিনজনে প্রস্থান করিতেই দেওয়ানজী ঘরে প্রবেশ করি। অস্থিরভাবে পায়চারী করিতে লাগিলেন। তারপর নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন)

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেওয়ান। খবরটা বাড়ীতে জানাতে ত পারলাম না। এ লোক ভবেন্দ্র না সত্যি জুয়াচোর তারই বা ঠিক কি! এখন খবর দিলে, আনন্দে ওঁরা আত্মহারা হবেন, তারপর পরশু সে এসে পৌঁছলে যদি

তাকে জাল বলে ধরা যায়, তখন ব্যাপারটা একেবারে মর্ম্মান্তিক হয়ে দাঁড়াবে। তার চেয়ে বরঞ্চ এখন চুপ করে থাকি, আসুক তাকে দেখিনা! অবশ্য আজ ষোল বছর দেখিনি, সেই মানুষ কিনা, মুখ দেখে চেনা শক্ত। যদি জাল হয়—কথাবার্ত্তায় নিশ্চয় ধরা পড়বে। কিন্তু—

(চিঠি বাহির করিয়া পড়িলেন)

জালই বা হয় কি করে? এতসব খুঁটিনাটি কথা, এত বছরের পর অন্য কেউ জানবে কি করে? আহা, যদি এ সত্যিই ভবেন্দ্র হয় তবে,—নারায়ণ! তাই করো, এ যেন ভবেন্দ্রই হয়। আবার আমার মায়ের অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি আমি দুচোখ ভরে দেখি।

(চোখ মুছিলেন। দ্বারের বাহিরে পদশব্দ হইল)

কে?

(সুটকেশ হাতে খগেন্দ্রের প্রবেশ)

খগেন। আজ্ঞে আমি।

দেওয়ান। কে আপনি?

খগেন। আজ্ঞে আমাকে চিনতে পারলেন না। আর পারবেনই বা কেমন করে? দেখা সাক্ষাৎতো নেই! আমি হচ্ছি কনকের দাদা শ্রীখগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেওয়ান। ও! এইবার বুঝতে পেরেছি। বসুন-বসুন। তারপর কেমন আছেন?

(খগেন্দ্র বসিল)

খগেন। আজ্ঞে ভালই আছি—আপনার আশীর্ব্বাদে।

দেওয়ান। পথে কোন কষ্ট হয়নিতো?

খগেন। আজ্ঞে না।

দেওয়ান। আপনিতো ওকালতী পাশ করেছেন—না ?

খগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দেওয়ান। কোথায় বসবেন—স্থির করেছেন ?

খগেন। এখনও কিছু স্থির করিনি। একবার ভাবছি পশ্চিমে গিয়ে ওকালতী আরম্ভ করবো, আর একবার ভাবছি কৃষ্ণনগরে বসলে আপনাদের এষ্টেটের মোকর্দ্দমাগুলো তো পেতে পারি।

দেওয়ান। আমাদের এষ্টেটের মোকর্দ্দমা ? আমরা তো মোকর্দ্দমা টোকর্দ্দমা বড় বেশী করিনে। কোথাও কোন গোলযোগের সূত্রপাত হলেই আপোষে নিষ্পত্তি করে ফেলবারই চেষ্টা করি। যখন কোন মোকর্দ্দমা হয়, সদরে আমাদের নিযুক্ত উকীল আছেন, তাঁর কাছে যাই।

খগেন। আপনাদের উকীলতো আছেনই! বড় বড় মোকর্দ্দমা যখন হয়, একজনের বেশী উকীলওতো দরকার হয়। সে সময় আমায় নিযুক্ত করবেন, যদি এমন ভরসা পাই, তবে কৃষ্ণনগর সম্বন্ধে বিবেচনা করি। যদিও আমি নতুন উকীল, তা হলেও আইন টাইনগুলো আমি একটু বিশেষ রকম মেহনৎ করেই —নিজ মুখে আর কী বলবো—যদি সুযোগ দেন তো কাজেই দেখিয়ে দেবো।

দেওয়ান। আপাততঃ এ এষ্টেটের কোনও বড় মোকর্দ্দমাতো দেখিনে তবে আমার নিজের এষ্টেটের—দেশে আমার ভাইরা আছেন, তাঁরাই দেখেন শোনেন, একটা বড় মোকর্দ্দমা শীঘ্রই দায়ের হবে। অবস্থাটা শুনবেন ?

খগেন। (সোৎসাহে) বলুন না—বলুন না !

দেওয়ান। ব্যাপারটা জটিল। মন দিয়ে শুনুন। শুনে—আপনার মত বলুন দেখি। আমি এ বিষয়ে কৃষ্ণনগরের উকীলদের পরামর্শ

নিয়েছি,—হাইকোর্টের উকীলদেরও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু কৃষ্ণনগরের উকীলদের সঙ্গে হাইকোর্টের উকীলদের মতের ঐক্য হয় না। আপনিই বা কি বলেন শোনা যাক্।

খগেন। (স্বগত) গেছিরে বাবা! একে মোকর্দ্দমা—তায় জটিল। অথচ বুঝিনে কিছুই!—(প্রকাশ্যে)—দেখুন কনকের সঙ্গে একবার—

দেওয়ান। দেখা করবেন! আচ্ছা আমি সে ব্যবস্থা করছি। এত্তেলা পাঠাতে হবে। ওরে রামা!

(খানসামা রামার প্রবেশ)

দেওয়ান। বৌরাণীকে খবর দে, যে কলকাতা থেকে কনকলতার দাদা দেখা করতে এসেছেন। দেখা হবে কিনা?

[রামার প্রস্থান

আসুন খগেনবাবু, আপনার থাকবার একটি ঘর পছন্দ করে নেবেন।

খগেন। চলুন!

দেওয়ান। যেতে যেতে আপনাকে ঘটনাটা বলি কেমন?

খগেন। (ক্ষীণস্বরে) আচ্ছা।

(উভয়ে চলিতে চলিতে)

দেওয়ান। বিরাজমোহন আর মোহিনীমোহন—এরা দুই ভাই—

খগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর?

[উভয়ের প্রস্থান

(নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সে দেওয়ানজীর সহিত বাহির হইয়া গেল)

(হাবার মার প্রবেশ)

হা-মা। ওমা! কেউ যে নেই গা। থাকে থাকে কোথায় যে যায় সব—মা কালীই জানেন।

(একজন কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্মচারী। কি বলছো গো হাবার মা?

হা-মা। বলছি, আপনারা সব কেমন চাকরী করছো? ঘরে এসে কাউকে পাওয়া যায় না।

কর্ম্মচারী। কী দরকার বলনা।

হা-মা। আমার দরকার কি তোমাকে বলবো নাকি? সাহস তো কম নয়! দেওয়ানজী কোথায়?

কর্ম্মচারী। তিনি এক্ষুণি আস্‌ছেন। কি বলতে হবে বলনা।

হা-মা। বোলো, যে রাণীমা একবার ডেকেছেন।

কর্ম্মচারী। আচ্ছা।

হা-মা। বল্‌তে কিন্তু ভুলোনা বাপু! শেষকালে তোমার আর কি—আমারই চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়বে।

কর্ম্মচারী। আচ্ছা—আচ্ছা—

[হাবার মার প্রস্থান

[একখানি হিসাবের খাতা লইয়া কর্ম্মচারীর প্রস্থান।

(কথা কহিতে কহিতে দেওয়ানজী ও খগেন্দ্রের প্রবেশ)

দেওয়ান। বেশ বুঝতে পেরেছেন তো।

(খগেন্দ্র অন্যমনস্ক ছিল হঠাৎ উত্তর দিল)

খগেন। হ্যাঁ।

দেওয়ান। এখন বলুনতো ঐ বিরাজমোহন মোহিনীমোহনের নিব্যূঢ় স্বত্ব হবে, না জীবন স্বত্ব।

খগেন। (মনে মনে) নির্ব্যূঢ়! সে আবার কাকে বলে রে বাবা! সহজটাই বলি। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে জীবন স্বত্ব।

দেওয়ান। জীবন স্বত্ব? হাইকোর্টের উকীলরাও তাই বলেন।

(খগেন্দ্র আত্মপ্রসাদসূচক হাসিল)

খগেন। বল্‌তেই হবে—বলতেই হবে।

দেওয়ান। আচ্ছা, জীবন স্বত্বই যদি হয়, তবে ওদের অবর্ত্তমানে বিষয়টা কাকে অর্শাবে? সুবল পাবে না রতনমণি পাবে?

খগেন। (হতভম্ব হইয়া হঠাৎ উত্তর দিল) ওরা দুজনেই পাবে,—ভাগা-ভাগি করে।

(দেওয়ানজী কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন)

দেওয়ান। আপনি বলছেন কি মশায়? নেশাটেশা করেননি তো?

খগেন। আজ্ঞে না—নেশা না—তবে বইটইগুলো, নজীর টজীরগুলো না দেখে মত প্রকাশ করা ঠিক নয়। একটু কাগজে বরং আপনি ওই কথাগুলো নোট ক'রে দেবেন, আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমার মত আপনাকে লিখে পাঠাবো।

(দেওয়ান ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সহিত)

দেওয়ান। থাক্—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবেনা। বুঝতে পেরেছি। ওরে কে আছিস্, বাবুকে জলটল খেতে দে।

[দেওয়ানজীর প্রস্থান

খগেন। হবে না কেন? যত বলি ওরে বাবা—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—তেঁতো হ'য়ে যাবে যে! ততই ধরে কচ্‌লায়! আমার বাপ-

ঠাকুরদা কোনদিন উকীল ছিল না—আমি ওসবের কি বুঝি? ফস্ ক'রে মুখ দিয়ে একটা যা তা বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আর না, বুড়ো ব্যাটাকে এড়িয়ে চল্‌তে হবে। ব্যাটা আবার যদি 'নিব্যূঢ়' ফাঁদে—তাহলে আমি আর নেই।

(হাবার মার প্রবেশ)

হা-মা। আপনিই কি আপনার বোনের দাদা?

খগেন। এঁ্যা?

হা-মা। বলি, আপনিই কি আপনার বোনের দাদা?

খগেন। তাইতো হওয়া উচিত।

হা-মা। সোজা ক'রে বল না, আপনিই কি আপনার বোনের দাদা?

খগেন। হ্যাঁ, আমিই আমার বোনের দাদা।

হা-মা। আপনি বোসো। আপনার বোন আস্‌ছে।

খগেন। আচ্ছা।

(হাবার মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল)

হা-মা। কোথায় থাকা হয়?

খগেন। আমায় বলছো?

হা-মা। হ্যাঁ গো।

খগেন। কোলকাতায়।

হা-মা। কি—করা হয়?

খগেন। ওকালতী।

হা-মা। পরিবার টরিবার আছে—না খেয়েছ?

খগেন। খেয়েছি।

হা-মা। খেতেই হবে। এ সংসারে কারুর কি আর বাঁচবার উপায়

আছে? ওপরে বসে সেই রাক্ষুসে মিন্সে সব খেয়ে ফেল্‌বে। নইলে মনে কর—"আমার হাবা যখন হ'ল"—

(কনক প্রবেশ করিয়া কহিল)

কনক। হাবার বাবা তখন মলো। আর হাবার মাও বাঁচলো।

হা-মা। সে কথা কি একবার দিদিমণি, একশোবার।

কনক। তাইতো বল্‌লাম। এখন যা—আমি দাদার সঙ্গে একটু কথা কই!

হা-মা। আহা! তোমাদের ভাইবোনের কি রূপ দিদিমণি—যেন রাম সীতে! আমি খুঁড়ছি না আর তা ছাড়া আজ মঙ্গলবারও নয়—কিন্তু সত্যি তোমাদের দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আমার হাবা—

কনক। আবার!

হা-মা। আমি যাচ্ছি দিদি ঠাকরুণ—আমি যাচ্ছি। ওনার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি যাই।

[হাবার মার প্রস্থান

খগেন। সদরে আছেন নির্ব্যূঢ় দেওয়ানজী, আর ভেতরে আছে হাবার বাবার স্ত্রী! বাঃ! বেশ আছ কিন্তু তোমরা!

কনক। চুপ! কেউ শুন্‌তে পাবে।

(গড় হইয়া খগেন্দ্রকে প্রণাম করিল)

খগেন। সাবিত্রী সমানা হও।

(কনক মৃদু হাসিয়া)

কনক। (উচ্চৈঃস্বরে) কেমন আছেন দাদা?

খগেন। (উচ্চৈঃস্বরে) ভাল আছি কনক। তুই কেমন আছিস?

কনক। (উচ্চৈঃস্বরে) আমি এখানে খুব ভাল আছি—খুব সুখে আছি দাদা।

(চারিদিকে দেখিয়া আসিয়া)

(নিম্নকণ্ঠে) না, কেউ নেই। তারপর খবর কি বলুন ?

খগেন। খবর সব ভাল। তুমি এখন এদিককার খবর বল। আমি তো আর ধৈর্য্য ধরতে পাচ্ছিনে।

কনক। রাই ধৈর্য্যং! অত উতলা হ'লে কি চলে ?

খগেন। তুমি একটু ভরসা দাও!

কনক। তা' একটু ভরসা দিচ্ছি বই কি!

খগেন। বাঁচলাম। এবার বলতো তোমাদের বৌরাণী কেমন।

কনক। কি কেমন ? রূপ। আহা মরিও নয়—ছিছিও নয়। এক কথায় ভালই।

খগেন। না—না রূপের কথা বলছিনে। মানুষটা কেমন ? বোকা সোকা রকমের, না বেশ চালাক চতুর ?

কনক। না বোকা নয়। বেশ চালাক-চতুর। আমরা আগে যেমন মনে করতাম—পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা সব এক একটা গরু— তা নয়।

খগেন। সব রকমই আছে। তা' তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করছে ?

কনক। চমৎকার! এত বড়মানুষ অথচ একটুও দেমাক নেই! ও যে মনিব—আর আমরা যে চাকর—এ মোটে বোঝা যায় না।

খগেন। গান শোনাচ্ছো তো।

কনক। হ্যাঁ, আমি ত এসে অবধি রোজই গান গাইছি। একদিন

ওকে বল্লাম—আপনাকে একটা গান আজ গাইতে হবে। বল্লে—আমিতো তোমাদের মত আজকালকার গান জানিনে—আমি যা জানি সে সব সেকেলে গান। আমি বল্লাম—সেকেলে গান কি তুচ্ছ কর্‌বার জিনিষ। রাম বসুর গান, নিধু বাবুর গান, কীর্ত্তনাঙ্গ সব গান—আহা! তেমন গান আজকাল কোথায়? শেষে গাইলে। বল্লে না বিশ্বেস কর্‌বেন খগেন বাবু, একেবারে রামযাত্রার গান—

(এই বলিয়া মুখ বিকৃত করিয়া, মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া ভেঙ্গাইয়া গাহিল)

"চরণ ধরি, জলদ বরণ, ধ'রে দাও—
সোনার হরিণী আমায়।"

ভাগ্যিস্ আমি অভিনেত্রী, তাই এমন ভাব কর্‌লাম যেন কত মুগ্ধ হ'য়ে গেছি। অন্য কেউ হ'লে হাসি রাখতে পারতো না।

খগেন। (চীৎকার করিয়া) আহা হা! নিশ্চয়—নিশ্চয়! নাম করলে দিন ভাল যায়—! (নিম্নকণ্ঠে) সোনার হরিণী ধরে দিতে বলেছে? খুব রগ ঘেঁষে গেছে বল?

(কনক চারিদিক চাহিয়া)

কনক। যা বলেছেন, শুনেই আমার ওকথা মনে হ'য়েছিল। তখনই আমি ভেবেছি যে, হরিণী না পারি, একটা সোনার হরিণ তোমায় ধ'রে দেবার চেষ্টায় আছি। এখন সোনার হরিণের কপাল আর আমার হাত যশ।

খগেন। তারপর?

কনক। পরদিন আমায় বল্লে—থিয়েটারের গান জান না? আমি বল্লাম হাঁ্যা—তাও জানি দু-চারটে।

খগেন। দু-চারটে—! বেশী নয় ত?

কনক। আমায় ডিফেম্ করবেন না খগেন বাবু, আমি একজন নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা তা' আপনি জানেন তো! (হাসিয়া উঠিল)

খগেন। তুমি ভাট্পাড়ার মা গোঁসাই! তারপর?

কনক। তারপর থিয়েটারের গান ধর্‌তেই চ'টে খাপ্পা। বল্‌লে—আর কখনো আমার সাম্‌নে এসব গান গেয়ো না।

খগেন। নিষ্ঠে আছে বল!

কনক। খুব।

খগেন। একবার দেখাতে পারো না?

কনক। না।

খগেন। কোনরকম ক'রে? ছাদ-টাদ থেকে?

কনক। না।

খগেন। ছাদে ওঠে না?

কনক। না।

খগেন। (দরজার কাছে গিয়া উচ্চকণ্ঠে) তাতো বটেই, তাতো বটেই! কত বড় বনেদী বংশ দেখতে হবে ত! নাম করলে দিন ভাল যায়। বৌরাণী অতি সজ্জন ব্যক্তি। (কাছে গিয়া নিম্নকণ্ঠে) আজ একবার ওঠাও না ছাদে, আমি নীচে দাঁড়িয়ে দেখি!

কনক। (হাসিয়া) আপনি যে বটতলার বিদ্যেসুন্দরের ছবি মনে পড়িয়ে দিলেন খগেন বাবু! বিদ্যে, সখীর সঙ্গে এলো-চুলে ছাদে দাঁড়িয়ে, আর সুন্দর নীচে চাপকান পরে পাগড়ী মাথায় দিয়ে একটী গোলাপ ফুল হাতে করে দাঁড়িয়ে—কাছে একখানা রথ, তাতে কাঠের দুখানা ঘোড়া যোতা,—পা তুলেই রয়েছে।

খগেন। আমার চাপকানও নেই, পাগড়ীও নেই, রথও নেই—আর পা তোলা কাঠের ঘোড়াও নেই—থাকবার মধ্যে এক মালিনী মাসী তুমি আছ,—যাহোক একটা উপায় কর।

কনক। আজ আর কিছু হবে না। সন্ধ্যে হ'য়ে এল। থাকবেন তো আজ ?

খগেন। তুমি হুকুম কর্‌লে থাক্‌তে পারি। নইলে কাজ আছে।

কনক। তবে থেকে দরকার নেই। এসব একদিন ত্বদিনের কাজ নয়—আমি আস্তে আস্তে কাজটা এগিয়ে রাখি। চিঠি দিলেই চলে আসবেন—কেমন ?

খগেন। বেশ তাই হবে। কিন্তু একটু হাত চালিয়ে—কনক একটু হাত চালিয়ে—বুঝলে ? বইখানা দিয়েছিলে ?

কনক। সে কথা আর বল্‌বেন না—আজ সকালে বইখানি দিতেই টান্ মেরে ফেলে দিলেন। তারপর বল্‌লেন—গঙ্গাজলে হাত ধুতে যাচ্ছি—আমার হাত অপবিত্র হয়েছে।

খগেন। ওরে বাবা ! এ যে একবারে জাত কেউটের বাচ্চা ! বলি হবে ত ?

(কনক মাথা নাড়াইয়া জানাইল—হবে)

(হাবার মার প্রবেশ)

হা-মা। বৌরাণী তোমায় বাগানে ডাকছেন—দিদিঠাকরুণ।

কনক। আমি যাচ্ছি হাবার মা। (কান্নার অভিনয় করিয়া) আচ্ছা তবে আসি দাদা ! ছুটি পেলে মাঝে মাঝে এসো—কেমন ? একবার দেখতেও তো ইচ্ছে করে ! (গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল)

খগেন। (হাত তুলিয়া) সতীত্বে মতি থাক।

(হাবার মা ও কনকের প্রস্থান। খগেন বাহির হইতে যাইবে এমন সময় দূরে দেওয়ানজীকে দেখিয়া)

—খেইয়েছে ! নির্ব্যূঢ় !

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেওয়ান। দেখা হয়েছে ?

খগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ !

দেওয়ান। এবার আপনার ঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে বিশ্রাম করুনগে। জলখাবার দেওয়া হয়েছে। আজ আছেন তো ?

খগেন। আজ্ঞে না—আজই যাব।

দেওয়ান। আজই যাবেন—আচ্ছা।

[খগেন্দ্রের প্রস্থান

(খগেন চলিয়া গেলে দেওয়ানজী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহাকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখাইতেছিল। একটু পরে নিজের মনেই কহিলেন)

দেওয়ান। এযে আমি বিষম সমস্যায় পড়লাম ! কি করি ? আজ আবার একাদশী—সারাদিন ওঁরা দুজনে উপবাসী রয়েছেন। দুর্ব্বল শরীরে এ আনন্দের বেগ কি সহ্য করতে পারবেন ? যদি কোন দুর্ঘটনা হয় ? এখন থাক্—কাল ওঁরা জলটল খেলে পরে না হয় বলা কওয়া যাবে।

(বসিলেন, একটু পরে আবার উঠিলেন)

নাঃ, সে কোন কাজের কথা নয়। এতবড় সংবাদটা একরাত্রের জন্যেও গোপন রাখার কোন অধিকার আমার নেই। যাই—রাণীমাকে বলিগে। নারায়ণ ! নারায়ণ !! নারায়ণ !!!

(ধীরে ধীরে দেওয়ানজী অন্দরের দিকে পা বাড়াইলেন)

পঞ্চম দৃশ্য

(পূর্ব্বোক্ত বাগান। সেই বকুল বেদীর উপর সুরবালা ও বৌরাণী বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে অপরাহ্নকাল সন্ধ্যার মুখে অগ্রসর হইতেছে)

বৌরাণী। সুরবালা !

সুরবালা। কেন বৌরাণী ?

বৌরাণী। তুমি সাঁতার জান ?

সুরবালা। সাঁতার না জানলে কি তোমায় পেতাম ?

বৌরাণী। তুমি কি সাঁতার কেটে এ ঘাটে এসেছিলে ?

সুরবালা। হ্যাঁ !

বৌরাণী। সুরবালা !

সুরবালা। বল বৌরাণী !

বৌরাণী। আচ্ছা সুরবালা, তুমি রাত্রে স্বপ্ন দেখ ?

সুরবালা। হ্যাঁ, দেখি বৈকি !

বৌরাণী। প্রায়ই দেখ ?

সুরবালা। মাঝে মাঝে দেখি !

বৌরাণী। আচ্ছা, তোমার স্বপ্ন কখনও সত্যি হয়েছে ?

সুরবালা। ভোর রাত্রে যদি স্বপ্ন দেখা যায়, তা'হলে সে স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। আমার একবার হয়েছিল।

বৌরাণী। কি রকম বল ত শুনি ?

সুরবালা। আমি একবার যখন বাপের বাড়ীতে ছিলাম, ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম যেন পিওন এসে আমার নামে একখানা চিঠি

দিয়ে গেল—আমার স্বামীর চিঠি। ঠিক সেই দিনই চিঠি এল। ভোর রাত্রের স্বপ্ন সত্যি হয়।

(কিছুক্ষণ চুপচাপ)

তুমি স্বপ্ন দেখ বৌরাণী ?

বৌরাণী। কখন কখন। আমি আজ ভোরেই একটি স্বপ্ন দেখেছি।

সুরবালা। নিশ্চয় ফল পাবে।

বৌরাণী। (ঈষৎ হাসিয়া) ফলবে ভাই। কিন্তু তোমার যেমন সদ্য সদ্য ফলে গিয়েছিল—আমার তা হবে না—আমার দেরী আছে।

সুরবালা। কী স্বপ্ন ?

বৌরাণী। বলছি! তুমি আমার সব কথা শুনেছ তো ?

(সুরবালা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল)

সুরবালা। শুনেছি, ভগবান তোমাকে এতগুণ দিয়েছেন, এত বুদ্ধি দিয়েছেন, এত ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে এত দুঃখ কেন দিলেন আমি ভেবে পাইনে। আমাকে যে দুঃখ দিয়েছেন তার হেতু আছে, সেটা আমার স্বেচ্ছাকৃত—তাকে আমি অবিচার বলতে পারিনে। কিন্তু তোমার—

বৌরাণী। না ভাই আমার প্রতিও তিনি অবিচার করেন নি। তিনি অবিচারে কাউকে কষ্ট দেবেন—একি সম্ভব ? আমরা যখন দুঃখ পাই, তার হেতু যথেষ্টই থাকে। তবে অনেক সময় আমরা সেটা বুঝতে পারিনা বা জানতে পারিনা। সে অন্য কথা। কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, এই দুঃখ কষ্টের শেষ ফল ভালই।

সুরবালা। আমি যদি তোমার মত অমন দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতে পারতাম বৌরাণী, তা হলে মনে শান্তি পেতাম।

(একটু চুপ থাকিয়া পরে কহিল)

কৈ বৌরাণী, কি স্বপ্ন দেখেছিলে তাত আমায় বল্লে না ! কার বিষয়ে স্বপ্ন দেখেছ ভাই ?

বৌরাণী। আমার স্বামীর।

সুরবালা। কি স্বপ্ন ?

বৌরাণী। স্বপ্ন দেখলাম—আমি যেন গায়ে এক গা গয়না পরেছি, লাল চেলি পরেছি, আমার কপালে যেন চন্দন দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে, বিয়ের সময় যেমন হয়েছিল ঠিক তেমন তাই। যেন একটা ঘরে বসে আছি, কত মেয়ে বউঝি যেন আমায় ঘিরে বসে রয়েছে ; সন্ধ্যে হয়ে গেছে—ঘরে যেন বাতি জ্বলছে—এমন সময়—ভাই, বাইরে যেন গোল উঠলো—"বর এসেছে বর এসেছে"—আর ঘন ঘন শাঁখ বাজতে লাগলো।

সুরবালা। তারপর ?

বৌরাণী। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালা দিয়ে দেখি ফরসা হয়ে এসেছে। পূর্ব্বদিকে শুকতারা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

(বউরাণী কাঁদিতেছিলেন)

সুরবালা। বড় মিষ্টি স্বপ্ন, না ভাই ?

বৌরাণী। বড় মিষ্টি স্বপ্ন ! আমার সব চেয়ে মিষ্টি কি লেগেছে জান ভাই ?

সুরবালা। কি ?

বৌরাণী। ঐ শাঁখের শব্দ। প্রতিদিন দুবেলা তো শাঁখের শব্দ শুনি। কিন্তু স্বপ্নে যেমন শুনলাম—অমনি মিষ্টি শাঁখ জীবনে আর কখনও শুনিনি। সে শাঁখের শব্দ আমার কাণে যেন মধু ঢেলে দিয়েছে।

সুরবালা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) এ স্বপ্ন আর কি ক'রে সত্যি হবে ?

বৌরাণী। কেন হবে না ভাই ? তবে হ্যাঁ—এ জীবনে হবে না। তাই তো আমি তোমায় বলছিলাম—আমার স্বপ্ন সত্য সত্য ফলবে না। এ জন্মে আর হ'লনা।

সুরবালা। তবে কবে? পরজন্মে?

বৌরাণী। না, অত দেরীতেই বা কেন? পরলোকে—আমার স্বামী যেখানে আছেন—সেখানে—স্বর্গে! আমার যদিও স্বর্গে যাবার মত সম্বল নেই, কিন্তু তিনি কি আমায় নিয়ে যাবেন না? নিশ্চয় নিয়ে যাবেন। আমি যখন সেখানে যাব, সেখানকার রীতি অনুসারে আবার আমাদের বিয়ে হবে। আমায় কনে সাজতে হবে—তিনি আসবেন—শাঁখ বাজবে—সবই হবে।

সুরবালা। বউরাণী!

বৌরাণী। তাই যদি না হবে—সে শাঁখের শব্দ অমন মধুর শোনাবে কেন? আমাদের এ শাঁখ তো নয় ভাই—স্বর্গের শাঁখ! তাই বোধ হয় ঐরকম মিষ্টি।

সুরবালা। তাই হোক বউরাণী তাই হোক! ভগবান যেন তাই করেন! আর আমাকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর আমারও কপালে একদিন যেন সে সৌভাগ্য হয়।

(বউরাণীর পায়ের ধূলা লইল)

বৌরাণী। ওকি! পায়ে হাত দিচ্ছো কেন ভাই?

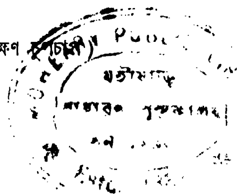
সুরবালা। আমার জীবনকাহিনীও একদিন আমি তোমাকে বলবো। আমি তোমার পায়ের ধূলোরও যোগ্য নই।

(কিছুক্ষণ চুপচাপ)

বৌরাণী। আজ একাদশী—মহাভারত পড়া হলনা।

সুরবালা। কোনখানটা পড়বো বলো?

বৌরাণী। দময়ন্তীর স্বয়ম্বর পড়ো।



(সুরবালা পড়িতে লাগিল, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।)

দময়ন্তী-স্বয়ম্বর হইবে শুনিয়া।
দেখা দিল দেব-ঋষি সুরপুরে গিয়া ॥
(যথাবিধি তাঁরে পূজে দেব সুরেশ্বর।
জিজ্ঞাসিল কোথা ছিলে ওহে মুনিবর ॥
ঋষি বলে, গিয়াছিনু পৃথিবী মণ্ডল।
আশ্চর্য্য দেখিনু তথা শুন আখণ্ডল ॥
বিদর্ভ রাজার কন্যা দময়ন্তী নামা।
দেব যক্ষ নাগ নরে রূপে নাহি সীমা ॥
তার রূপে সুশোভিত হৈল ভূমণ্ডল।
চন্দ্র ম্লান হৈল দেখি বদন কমল ॥
ভীম রাজা করিল কন্যার স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন যত নৃপবর ॥
দময়ন্তী রূপগুণ শুনিয়া শ্রবণে।
স্বয়ম্বরে এল বহু বিনা নিমন্ত্রণে ॥)

(কনকের প্রবেশ)

বৌরাণী। কনক এসেছ ভাই! আমি তোমায় কতক্ষণ ডেকে পাঠিয়েছি

কনক। হ্যাঁ, আমার দাদা এসেছিলেন কিনা!

বৌরাণী। ও! তোমার দাদা এসেছিলেন? ভাল আছেন তো সব?

কনক। হ্যাঁ ভালই আছেন!

বৌরাণী। তোমার মুখ থেকে আজ একটা নাম গান শুনতে বড্ড ইচ্ছে করছে—গাইবে ভাই?

কনক। কেন গাইবো না, আপনি হুকুম করলেই গাইতে পারি।

বৌরাণী। গাও ভাই।

গান।

কনক। মৃদঙ্গতালে আজি বন্দনা গাই
নৃত্যের ছন্দে যে সুর ভুলে যাই
আমি চন্দনে কুঙ্কুমে সাজাই প্রিয়
তুমি গুঞ্জরণে কাণে মন্ত্র দিও
নূপুরের রুণু ঝুণু বাজে অবিরাম
বৃন্দাবনের তুমি নয়নাভিরাম
সুন্দর এলে ঘরে আর কারে চাই
অনিন্দ্য সুন্দর প্রাণের কানাই।

(গানের শেষ লাইনের সঙ্গে সঙ্গেই নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই পাগলের মত হাবার মা ও দুইজন প্রতিবেশিনী প্রবেশ করিল, একজনের হাতে একটী মালা ও অন্যজনের হাতে একটী থালায় সিন্দুর)

হা-মা। আমি বলিনি—আমি বলিনি? হাজারবার করে বলেছি—ছেরাদ্দ কোরো না—কোরো না—এখন হ'লত? হলত? এই এই দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্—সিঁদূর দেনা—সিঁদূর দেনা—

বৌরাণী। তুই কি বলছিস হাবার মা—তুই কি বলছিস?

হা-মা। দাঁড়িয়ে কি দেখছিস, সিঁদূর দেনা। বড়বাবু বেঁচে আছে—চিঠি এসেছে গো—বড়বাবু বেঁচে আছে!

(সিঁদূর ও মালা পরাইয়া দিল, নেপথ্যে আবার শাঁখ বাজিতে লাগিল)

বৌরাণী। সুরবালা! কনক! এরা বলে কী? এরা—

(বৌরাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা নামিয়া আসিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান ঃ—হরিদাস গোস্বামীর বসিবার ঘর।

সময় ঃ—অপরাহ্ন।

(হরিদাস বসিয়া আছেন। সহধর্ম্মিণী সর্ব্বমঙ্গলা প্রবেশ করিল)

সর্ব্বমঙ্গলা। ওগো বাবুদের বাড়ী থেকে তোমায় নেমন্তন্ন করতে এসেছিল যে!

গোস্বামী। কেন, কিসের নেমন্তন্ন?

সর্ব্ব। বাবুদের বাড়ী আজ সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়া হবে; বাড়ী শুদ্ধ সবাইকার নেমন্তন্ন।

গোস্বামী। সত্যনারায়ণ মাথায় থাকুন—আমাদের যাওয়া হবে না।

সর্ব্ব। কেন?

(গোস্বামী এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে)

গোস্বামী। কোথাকার এক জোচ্চোর এসেছে ভবেন্দ্র সেজে—কি জাত তার ঠিকানা নেই, তার বাড়ীতে খেয়ে কি জাতটি খোয়াব?

সর্ব্ব। ওমা! জোচ্চোর কিগো! সবাই তো বল্‌ছে যে আসল।

গোস্বামী। আস্তে। বেশ ত, আসল বলে তোমার বিশ্বাস হয় তুমি যেও। বৌরাণীর পাতের প্রসাদ পেয়ে এস—সাবিত্রী ব্রত করার ফল হবে।

সর্ব্ব। কেন, বৌরাণী কি সাবিত্রী নন্? সাবিত্রীরই সমান। নইলে ষোল বছরের নিরুদ্দেশ স্বামীকে কে কবে ফিরে পায়?

গোস্বামী। আস্তে। হ্যাঁ, আজ থেকেই তিনি সাবিত্রীর আসনটা পেলেন বটে। সত্যবানটি জুটেছে ভাল।

সন্দ। কী যে তোমার কুচুটে মন। এখন ছমাস তো ওর সঙ্গে বউ-রাণীর মোটে দেখাই হবে না।

গোস্বামী। আঃ! আস্তে রে বাবা আস্তে! কেন, দেখা হবে না কেন?

সর্ব্ব। শোন নি?

গোস্বামী। না—ব্যাপার কি?

সর্ব্ব। ও বাড়ীর মেজ খুড়ী এই কতক্ষণ হ'ল বাবুদের বাড়ী থেকে ফিরলেন কিনা। তিনি বল্লেন—বৈঠকখানায় উপরতলার ঘরে ভবেন্দ্রবাবুর বিছানা হচ্ছে; বাবু নাকি একটা কি ব্রত নিয়েছেন—সাতবছর সে ব্রত করতে হয়, তার সাড়ে ছবছর হ'য়ে গেছে—আর ছমাস হ'লেই উদ্যাপন হয়। সেই ব্রত উদ্যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত, উনি সন্ন্যাসীর মত থাক্বেন।

গোস্বামী। আস্তে। রাণীমা কিছু বলেন নি?

সর্ব্ব। রাণীমা নাকি অনেক আপত্তি, অনেক কাঁদাকাটা করেছিলেন—বলেছিলেন যোলবছর ধ'রে কত যাগযজ্ঞ তপস্যা তো করেছো বাবা, একটা ব্রত না হয় পণ্ডই হ'ল—কিন্তু তোমার গেরুয়া কাপড় আমি আর দেখতে পারবো না।

গোস্বামী। তারপর?

সর্ব্ব। তাতে বাবু নাকি বলেছেন—"মা! এই ব্রতটী পূর্ণ হ'লে—আমার একশো কুড়ি বছর পরমায়ু হবে—এতদিন কষ্ট ক'রে শেষে ছমাসের জন্য এটি খোয়াব?"—তাই শুনে রাণীমা রাজী হয়েছেন। বাবু গেরুয়া পরে থাকবেন—হবিষ্যি করবেন—স্ত্রী ছোঁবেন না।

(নেপথ্যে) গাঙ্গুলী। গোঁসাই আছ নাকি হে?

গোস্বামী। তুমি ভেতরে যাও।

[সর্ব্বমঙ্গলার প্রস্থান

এই দেখ—আবার কি খেল খেল্‌লে! সত্যিই কি তবে ভবেন্দ্র নাকি? কে জানে? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এস—এস—

(উত্তেজিত ভাবে সুরেশ গাঙ্গুলীর প্রবেশ—গোঁফ ও চুল দুইই পাকা)

(সুরেশ গাঙ্গুলীর প্রবেশ)

গোস্বামী। কি দাদা? চটিতং কার ওপর?

সুরেশ। আর বল কেন? ভট্টচায্যির সঙ্গে এতক্ষণ কথা হচ্ছিল। মোটে বিশ্বাসই করতে চায় না—যে উনিই ভবেন্দ্র বাবু।

গোস্বামী। তা যদি বল দাদা—তবে বলতে কি—বিশ্বাস আমারও তেমন হয়নি।

সুরেশ। অবিশ্বাস করবার কি আছে? উনি যদি ভবেন্দ্র বাবুই না হবেন, তা হ'লে হাওড়া ষ্টেশনে হাজার লোকের মধ্যে দেওয়ান-জীকে চিনে ফেল্লেন কি করে?

গোস্বামী। মশাই, এইটে আর বুঝতে পারছেন না? যে লোক, এতটা বিষয় সম্পত্তি হাতাবার লোভে কারসাজি ক'রে এসেছে, সে আর একটু গোড়া বেঁধে আসে না? আগে থেকে চিনে ঠিকঠাক ক'রে রেখেছে।

সুরেশ। যাই বল আমার খুব বিশ্বাস উনিই ভবেন্দ্র বাবু!

গোস্বামী। কোলকাতার পাকা জুয়াচোর।

সুরেশ। তা তুমি বল্‌তে পার! আমার মত তা নয়! আমি জানি যে উনিই ভবেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান

(মিত্রজার প্রবেশ)

মিত্রজা। বলি হ্যাঁহে, এতখানি বয়স হ'ল—বুড়ো মিন্‌সে হ'লে—এখনও কি তোমার জ্ঞান কাণ্ডি কিছুই হল না ?

গোস্বামী। কেন কী হ'য়েছে ?

মিত্রজা। বুদ্ধিমান ! সকলের মাঝখানে তুমি জুয়াচোর জুয়াচোর করছো কেন ? যাদের লোক—তারা ওকে ভবেন্দ্র বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছে দেখছো ! দেওয়ানজীর বিশ্বাস হয়েছে—রাণীমার বিশ্বাস হয়েছে। তুমি জুয়াচোর জুয়াচোর কর কোন সাহসে হে ?

গোস্বামী। তা' আমার যদি জুয়াচোর বলে ধারণা হয়—আমি বলবো না ?

মিত্রজা। বল্‌তে হয় নিজের দায়িত্বে বলবে। শেষকালে কিন্তু আমরা কিছু জানিনে।

গোস্বামী। তা যদি বারণ কর—বলবো না।

(থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অশীতিপর বৃদ্ধ সুবল মুখুজ্যের প্রবেশ)

সুবল। ওহে শুনেছ ?

সকলে। কি ? কি ?

সুবল। আমার মা বিকেলে বাবুদের বাড়ী গিয়েছিলেন। তিনি একটা খবর শুনে এসে যা বল্‌লেন, তাতে স্পষ্টই বোধ হচ্ছে, যিনি এসেছেন তিনি আসল ভবেন্দ্রবাবুই বটে !

সকলে। কি রকম খুড়ো—কি রকম ?

সুবল। শোন তবে বলি। ভবেন্দ্রবাবু পাল্কী থেকে নামতেই রাণীমা তো তাঁকে বুকে ক'রে অন্দরে নিয়ে গেলেন। সে ত পরশু তোমরা দেখেই এসেছ। বারান্দায় পা ধোবার জলটল রাখা ছিল—জল

চৌকী পাতা ছিল। বাবু পা ধোবার জন্যে সেই চৌকীতে বস্‌লেন। রামা খানসামা তোয়ালে কাঁধে ক'রে এসে দাঁড়াল। বাবুকে প্রণাম করলে। বাবু তার মুখপানে চেয়ে বল্লেন—রামা না? রামা অমনি ঝর্ ঝর্ ক'রে কাঁদতে লাগলো।

মিত্রজা। বটে! আর কোন সন্দেহ রইল না। আমি তো গোড়াগোড়িই তাই বল্‌ছি। কিহে গোঁসাই—কথা কইছো না যে?

গোস্বামী। নাঃ—আমারই ভুল হয়েছিল। রামাকে যখন খানসামা ব'লে চিন্‌তে পেরেছেন—তখন আর কোন সন্দেহ নেই যে উনিই ভবেন্দ্রবাবু!

মিত্রজা। তা হলে সন্ধ্যেবেলায় সত্যনারায়ণে যাচ্ছ ত?

গোস্বামী। যাচ্ছি।

মিত্রজা। আচ্ছা আমরা তবে উঠি—কেমন? চল খুড়ো, সন্ধ্যের সময় দেখা হবে।

গোস্বামী। আচ্ছা!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জমিদারের বৈঠকখানা দোতলা।

(দেওয়ান ও রাণী কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল)

দেওয়ান। আমি তো কালই কোলকাতা যাচ্ছি বৌঠাকরুণ!

রাণী। কালই?

দেওয়ান। হ্যাঁ কাল না গেলে, জিনিষপত্র কেনাকাটার খুব অসুবিধে হবে। হ্যাঁ যে কথা বলতে এসেছিলুম—এযে সত্যিই আমাদের ভবেন্দ্র সে বিষয়ে আমার কিন্তু আর একটুও সন্দেহ নেই।

রাণী। আমারও না ঠাকুরপো।

দেওয়ান। বৌরাণীর সঙ্গে দেখা হবার আগে এইটেই আমাদের বিবেচ্য ছিল। যাই হোক—আমাদের সন্দেহ ঘুচে গেছে। বৌরাণীর সঙ্গে কি একবারও দেখা হয়নি?

রাণী। না। ওর সেই ব্রতর জন্যে সাহস করে বলতে পারিনি, ভাবছি আজ একবার বলবো। ব্রতের কথা শুনে মায়ের আমার মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

দেওয়ান। হবারই কথা।

রাণী। ভবেন্দ্রের খাওয়া হয়েছে?

দেওয়ান। আমি দেখছি।

(প্রস্থানোদ্যত)

(গৈরিকবস্ত্র পরিহিত রাখালের প্রবেশ)

দেওয়ান। এই যে! খাওয়া হয়েছে বাবা?

রাখাল। আজ্ঞে হ্যাঁ!

দেওয়ান। রাণীমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও আমি আসছি। হাঁ তোমার সঙ্গেও আমার কথা আছে। কাল আমি কলকাতায় যাচ্ছি সকালে—আচ্ছা আমি একটু পরে আস্‌ছি।

[প্রস্থান

রাখাল। মা এখনও জেগে ?

রাণীমা। হ্যাঁ বাবা, তোমাদের খাওয়া দাওয়া না হ'লে কি আমি ঘুমুতে যেতে পারি ?

রাখাল। আমার খাওয়া হয়েছে—

রাণীমা। হ্যাঁ, আমি এবার শুতে যাচ্ছি।

(যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিলেন)

বাবা, একটা কথা বলি—শুন্‌বে ?

রাখাল। কি মা ?

রাণীমা। বউমার সঙ্গে একবারটি দেখা কর। দেখা করতে কি কোনও দোষ আছে ? তুমি আসার পর থেকে এ দুদিন কেবল ফিটের পর ফিট্ হ'য়েছে। আজ সকাল থেকে একটু সুস্থ আছেন। তাঁর সঙ্গে একবারটি দেখা কর—কেমন ?

(রাখাল মাথা নীচু করিল)

মা আমার সতীলক্ষ্মী—ওঁর মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যায়। তুমি যদি ওঁর সঙ্গে দেখা না কর—সেটা ওঁর বড় লাগবে। বুঝতে পারছো না বাবা ?

রাখাল। ব্রতটা যদ্দিন উদ্‌যাপন না হচ্ছে—সেটা কি উচিত হবে মা ?

রাণীমা। না বাবা, আমি বলছি কোন দোষ হবে না। তুমি তো বলেছ স্ত্রীকে ছুঁতে বারণ—তা নাই বা ছুঁলে—তিনি দূরেই থাকবেন। মুখের কথা কইতে দোষ কি ? হাজার হোক্—তোমার স্ত্রী তো ? তাঁর কি একটু ইচ্ছে করে না—তোমাকে দেখতে ?

এই ষোল বছর তোমাকে হারিয়ে আমি তো আঙার হয়ে গেছি বাবা, সেও কি তা হয়নি ?

রাখাল। আচ্ছা।

রাণীমা। তবে এইখানে তাঁকে ডেকে দি—কেমন ?

(রাণীমা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন)

রাখাল। রাখাল ! এবার কি করবে ? এবার তো আর জীবন-চরিতে চল্‌বে না, জীবন দিয়ে বুঝতে হবে। সাবধান রাখাল সাবধান !

(রেশমী বস্ত্রের একটা খস্‌ খস্‌ শব্দ ও অলঙ্কারের মৃদু শিঞ্জন শুনিয়া রাখাল চাহিয়া দেখিল—অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা একটা সুন্দরী যুবতীমূর্ত্তি ঘরে প্রবেশ করিতেছে। দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া তিনি থামিলেন এবং অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন)

(বৌরাণীর প্রবেশ)

রাখাল। এস !

(বৌরাণী মৃদু পদে রাখালের সম্মুখীন হইয়া গলদেশে অঞ্চলাগ্র বেষ্টনান্তর নতজানু হইবার উপক্রম করিলেন)

না না প্রণাম কোরোনা, এখনও আমার অশৌচ রয়েছে !

(বৌরাণী ঈষৎ চোখ তুলিয়া রাখালের দিকে চাহিয়া)

বৌরাণী। তা হোক্ ! আমার কাছে তুমি কোন অবস্থাতেই অশুচি নও !

(প্রণাম করিলেন)

রাখাল। বসো ! কেমন আছ ?

(উভয়ে বসিল)

বৌরাণী। ভাল।

রাখাল। আমাকে তোমার মনে পড়ে ?

বৌরাণী। পড়ে !

(ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিতে লাগিল। রাখাল ভীতমুখে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে পড়িল খুস্রুপুর ষ্টেশনে মৃত সন্ন্যাসীর পকেট হইতে চাবী চুরি করা, জীবনচরিত পড়া ইত্যাদি। একটু পরেই সে এই অবস্থাটা সামলাইয়া লইল)

রাখাল। সব শুনেছ তো ?

বৌরাণী। শুনেছি।

রাখাল। এখন ছ মাস এভাবে থাকৃতে হবে।—

(বৌরাণী মাথা নত করিয়া রহিলেন)

তুমি দুঃখিত হবে না ?

(বৌরাণী ঈষৎ হাসিয়া)

বৌরাণী। কেন ? (একটু থামিয়া) তোমাকে দিনান্তে যদি একটিবার দেখতে পাই, তা হ'লে দুঃখিত হবো না।

(নেপথ্যে দেওয়ানজীর কথা শোনা গেল)

দেওয়ান। [নেপথ্যে] ওরে রামা ! ১০টা বেজে গেছে—দপ্তরখানা বন্ধ ক'রে দে।

(দেওয়ানজীর কাশির শব্দ শোনা গেল। বৌরাণী মাথায় কাপড় তুলিয়া দিলেন)

বৌরাণী। দেওয়ান কাকা আস্‌ছেন। (অন্দরের দরজার আড়ালে লুকাইল)

রাখাল। আসুন কাকা !

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেওয়ান। যে কথাটা বলব বলছিলাম,—কর্ত্তামশাই আজ দু'বছর হ'ল গত হ'য়েছেন—এ দু'বছর যা ক'রেছি, আমি তা ক'রেছি—দেখবার

শোনবার লোক ত কেউ ছিল না। আমি বুড়ো মানুষ, কি জানি যদি কিছু ভুল চুক হ'য়ে থাকে, এ দু'বছরের কাগজ পত্রগুলো তুমি একবার শুনে নিলে ভাল হোত!

রাখাল। কাকা, আমাকে আপনি হিসাবপত্রে যতটা পণ্ডিত মনে ক'রেছেন—আমি তা' নই। যে ভুল আপনার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে—ধরা পড়ে একদিন আপনার চোখেই তা' ধরা প'ড়বে।

দেওয়ান। আর বাবা, চোখের তেজ কি চিরদিন মানুষের সমান থাকে? এদিকে ষাটবছর বয়স হ'ল যে! তুমি একবার দেখে শুনে নিলে আমার মনটা নিশ্চিন্ত হ'ত। টাকা জিনিষটা বড় ভাল নয় বাবা।

রাখাল। ভালত নয়ই। সেই জন্যেই ত সরে পড়েছিলাম। কিন্তু থাকতে পারলাম কৈ? আপনাদের যে ভুলতে পারলাম না। তা কাকা, ধরা যখন দিয়েছি হাতে পায়ে রূপোর শিকল পরতেই হবে—দুদিন যাক্‌না।

দেওয়ান। কি জান বাবা, তোমার আমলে নয় আমি বেঁচে থেকে চালিয়ে দিয়ে গেলাম, কিন্তু তুমি এখন বুঝে নিলে—তোমার ছেলেপুলের আমল সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমি মরতে পারবো।

(রাখাল মাথা নীচু করিয়া রহিল)

তা দুদিন যাক্! আজই যে কাগজপত্র দেখতে আরম্ভ করতে বলছি তা নয়। কর্ত্তার বার্ষিক শ্রাদ্ধটা হয়ে যাক্। কাজ অনেক আছে—কালেক্টরীতে নাম খারিজের জন্যে, আর জজ সাহেবের কাছে সার্টিফিকেটের জন্যে দরখাস্ত দিতে হবে। কোম্পানীর কাগজ যা আছে, তার জন্যে কোন ভাবনা নেই, কেননা তাতে

কর্ত্তামশায়ের সই করা আছে, সেটা সার্টিফিকেট না হলে তোমার নামে ব্যাঙ্কে জমা হবে না।

(রাখাল নির্লিপ্তভাবে বলিল)

রাখাল। ব্যাঙ্কে কত আছে ?

দেওয়ান। পঞ্চাশ হাজারের উপর।

রাখাল। আর কোম্পানীর কাগজ ?

দেওয়ান। ছয় লক্ষ আন্দাজ।

(রাখাল মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল)

রাখাল। সাড়ে ছ লাখ টাকা—সাড়ে ছ লাখ টাকা।

(নিম্নকণ্ঠে)

কাকা, যদিও আমি গৃহস্থাশ্রমে ফিরে এসেছি বটে, তবু বিষয় কর্ম্মে আমার ইচ্ছে নেই। সে সময়টা শাস্ত্রপাঠ, তীর্থভ্রমণ করতে পেলে আমি বেশী সুখে থাকবো।

দেওয়ান। সেকি বাবা ? তা বল্লে কি চলে ? তোমার বিষয় তুমি না দেখলে কি হয় ? যখন বয়স হবে—তখন ওসব কোরো, এখন সংসার ধর্ম্ম কর। ঈশ্বর যদি দু'চারটে ছেলেপিলে দেন, তাদের মানুষ কর—

(এই সময় রাখাল বৌরাণীর দিকে চাহিয়া দেখিল, সেও ঘোমটার মধ্য হইতে রাখালের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে)

তারপর তারা উপযুক্ত হলে—তখন তুমিও নিজের পরকালের কাজ কোরো—সেতো ভাল কথাই। যাক্—তোমার বিশ্রামের আর ব্যাঘাত করবো না। আর একটা কথা—কাল আমি কলকাতা যাচ্ছি—বার্ষিকীর জিনিষপত্র কেনাকাটার জন্যে। তোমার যদি কিছু কিনবার থাকে—তবে বল্‌তে পার।

রাখাল। কাল কলকাতা যাচ্ছেন ? কলকাতায় আমারও তো একবার

যাওয়া দরকার। তবিলে কত টাকা আছে? কিছু গেরুয়া কাপড়চোপড় আর একখানা মোটরকার।

দেওয়ান। মোটরকার—সে ত অনেক দাম!

রাখাল। আজ্ঞে না—বেশী দামের এখন কিনবো না। আর এসব পাড়াগেঁয়ে রাস্তায় পনেরো বিশ হাজারের মোটর নষ্ট হয়ে যাবে। আপাততঃ পাঁচ ছয় হাজারের একখানা কিন্‌লেই হবে।

দেওয়ান। তা ও টাকা মজুদী তবিল থেকেই হতে পারবে।

(হঠাৎ বৌরাণীকে দেখিয়া)

ও! আচ্ছা—আচ্ছা—মোটরকার ত কিন্‌তেই হবে—নিশ্চয় মোটরকার কিনতে হবে—

(বলিতে বলিতে খুসী মনে প্রস্থান করিলেন)

(দেওয়ান চলিয়া যাইতেই বৌরাণী আগাইয়া আসিলেন)

বৌরাণী। তুমি ক'লকাতায় যাবে?

রাখাল। হ্যাঁ, তাইত মনে করছি।

বৌরাণী। এখনি কেন যাবে?

রাখাল। কতকগুলো কাজ কর্ম্ম রয়েছে কিনা!

বৌরাণী। মা কাঁদবেন। তুমি এখনি কেন যাবে? দেওয়ান কাকা ত যাচ্ছেন—তোমার যা-যা জিনিষপত্র দরকার তাঁকে ব'লে দাও—তিনি কিনে আন্‌বেন।

রাখাল। কতকগুলো কাপড় চোপড় তৈরী করাতে হবে কিনা! নিজে না গেলে—

বৌরাণী। কাপড় চোপড়ের জন্যে তোমার যাবার দরকার কি? দেওয়ান কাকা কলকাতার সব চেয়ে বড় দোকান থেকে, তাদের দর্জ্জিকে খবর দিয়ে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বেন—তুমি এইখানে

বসেই কাপড় পছন্দ ক'রে দর্জ্জিকে মাপ দিও। মোটর গাড়ীও অর্ডার দিলে নিশ্চয় আসে।

রাখাল। তা আসে। আচ্ছা তাই হবে। মা যদি দুঃখিত হন—আমি এখন যাবো না।

(টেবিলের উপর রক্ষিত পানের ডিবাটি বৌরাণীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া)

পান খাও !

বৌরাণী। তুমি খাও !

রাখাল। আমি তো পান খাবো না।

বৌরাণী। ও—হ্যাঁ !

রাখাল। তোমরা খেয়েছ ?

বৌরাণী। হ্যাঁ !

রাখাল। রাত হ'য়েছে শোওগে যাও !

(যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া)

আবার কখন তোমার দেখা পাব ?

বৌরাণী। (অভিমান মিশ্রিত স্বরে) কেন ?

রাখাল। তোমায় দেখতে ইচ্ছে করে—তাই !

বৌরাণী (ঠোঁট ফুলাইয়া)। ইস্ !

রাখাল। কেন, বিশ্বাস হ'ল না ?

(বৌরাণী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।)

অবিশ্বাসের কারণটা কি শুনি ?

(বৌরাণী চুপ)

না—বল, তোমায় বল্‌তে হবে।

বৌরাণী। আমাকে ছেড়ে তুমি ত কলকাতায় চ'লে যাচ্ছিলে !

রাখাল। দুদিনের জন্য যাচ্ছিলাম বৈত নয়।

বৌরাণী। তবু ত যাচ্ছিলে !

(দুজনেই চুপচাপ। বোঝা গেল রাখালের মধ্যে এই যুবতীর সংস্পর্শে ঝড় উঠিয়াছে)

রাখাল। কী চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে। আজ পূর্ণিমা না ?

বৌরাণী। হ্যাঁ !

রাখাল। চলো না, একটু বাগানে বেড়িয়ে আসি।

বৌরাণী। দুজনে এক সঙ্গে ? না—ছি !

রাখাল। তবে ? আমি আগে যাবো—তুমি পরে আসবে ?

বৌরাণী। না—ছি !

রাখাল। তা হ'লে তুমি আগে যাবে—আমি পরে আসবো ?

বৌরাণী। সে কথা মন্দ নয়। কিন্তু মা জান্‌তে পারলে কি বল্‌বেন বলতো ?

রাখাল। কী আবার বল্‌বেন ? শোন !

বৌরাণী। কি ?

(রাখালের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল)

রাখাল। শোনই না !

বৌরাণী। (হাসিয়া) না ; আমি তোমার ১২০ বছর পরমায়ুর ব্রত ভাঙ্গতে দেবো না !

রাখাল। আমি যদি ইচ্ছে ক'রে ভাঙ্গি—তাতে কার কি ?

বৌরাণী। না। এখনও—

(ছয়টী আঙ্গুল দেখাইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। রাখাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নিজের উন্মাদনা দমন করিল। তারপর ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেল)

[রাখালের প্রস্থান

(একটু পরে সুরবালা ও কনকের প্রবেশ)

কনক। নেই—পাখী পালিয়েছে। আহা-হা—এত কষ্ট ক'রে নিয়ে

এলুম তোমাকে দেখাবার জন্যে—কিন্তু উপায় নেই। আচ্ছা—তোমারই বা কি রকম আক্কেল? আজ তিনদিনের মধ্যে বাবুকে দেখবার একটু ফুরসুৎ তুমি ক'রে উঠতে পারলে না?

সুর। দেখি কখন? চব্বিশঘণ্টা লোকে লোকারণ্য। বনের সন্ন্যাসীর কাছেও বোধ হয় এত ভিড় হয় না। আচ্ছা বউরাণী খুব খুসী হ'য়েছেন—না?

কনক। অমন জিনিষটি পেলে কে না খুসী হয়, তুমি হও না?

[গুণ গুণ করিয়া গাহিল]

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা—
মুখ দেখিলাম—
আমার প্রিয়ের মুখ দেখিলাম—
কার মুখ দেখে রাত প্রভাত হ'ল—
পেখনু পিয়া মুখচন্দা।

(সুরবালা আগাইয়া জানালার কাছে গিয়া বাহিরে চাহিয়াই যেন ভূত দেখিল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে রুদ্ধশ্বাসে কনককে জিজ্ঞাসা করিল)

সুর। কনকদি! বৌরাণীর সঙ্গে বাগানে বেড়াচ্ছেন—উনি কে?

(কনক উঁকি দিয়া দেখিয়া)

কনক। কে আবার? বাবু!

সুর। বাবু? কোন বাবু?

কনক। ভবেন্দ্রবাবু (আড়চোখে সুরবালাকে দেখিয়া লইয়া) কিম্বা যিনি ভবেন্দ্রবাবু সেজে এসেছেন—তিনি।

(কনক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুরবালাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল)

স্থর। ভবেন্দ্রবাবু সেজে এসেছেন! সেজেছেন নাকি?

কনক। হ্যাঁগো! (কাঁধে হাত দিয়া) কোথায় আলাপ হ'য়েছিল?

স্থর। আলাপ!

কনক। হ্যাঁ—হ্যাঁ আলাপ—পরিচয়—বন্ধুত্ব—কোথায় হ'য়েছিল?

স্থর। কে ব'ল্লে?

কনক। কে বল্লে? উনি নিজেই বলেছেন!

স্থর। কার কাছে?

কনক। বউরাণীর কাছে।

স্থর। কি বলেছেন বউরাণীকে?

কনক। বলেছেন, আমি ঐ স্ত্রীলোকটীকে এক সময়ে চিন্‌তাম!

স্থর। বউরাণীকে ও কথা ব'লেছেন? কক্ষণো না—এ তোমার মিথ্যে কথা—এ তুমি বানিয়ে বলছো—কক্ষণো না—কক্ষণো না—

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান

কনক। হাঃ—হাঃঃ—হাঃ—

(কনক খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে স্থরবালার অনুসরণ করিল)

তৃতীয় দৃশ্য—

(দেওয়ানজীর কাছারীঘর, খগেন্দ্র দাঁড়াইয়া আছে, একটু পরে প্রবেশ করিল হাবার মা)

(হাবার মার প্রবেশ)

হাবার মা। আপনি বোসো গো, আপনার বোন আসছে।

খগেন্দ্র। তারপর? হাবার বাবার স্ত্রী—কেমন আছ?

হাবার মা। ভালই আছি। কিন্তু খবরদার বলছি আমাকে আর হাবার বাবার ইস্তিরী বোলো না। সে মিন্‌সে মরে গেছে, আমি তার ইস্তিরী হ'তে যাব কোন দুঃখে? আমি হ'লাম হাবার মা। তবে হ্যাঁ,—আমাদের বাবুর মতন আবার যদি সে ড্যাক্‌রা ফিরে আসতে পারতো, তবে ত' বুঝতাম বাহাদুরী!

খগেন্দ্র। আবার ফিরে আসতেও তো পারে!

হাবার মা। নাঃ আর উপায় নেই!

খগেন। কেন?

হাবার মা। আমাদের বাবু তো মনে কর সন্ন্যেসী হয়েছিলেন—ফিরে এসেছেন। আর আমি যে সে পোড়ারমুখোকে নিজের হাতে পুড়িয়ে এসেছি। ওকি আর বাঁচে?

খগেন। তা বলা যায় না। তোমার যদি শাঁখা সিঁদুরের জোর থাকে—তবে ছাই থেকেও আবার গজাতে পারে।

হাবার মা। ওমা! তা কি পারে?

(কনকের প্রবেশ)

এই যে দিদিঠাকরুণ! ন্যাও, তোমরা কথা কও বাছা, আমি যাই দেখিগে বরকন্দাজগুলোর খাওয়া হয়েছে কিনা?

[হাবার মার প্রস্থান

খগেন। (উচ্চৈঃস্বরে) সাবিত্রী সমানেষু হও! (নিম্নকণ্ঠে) গৃহস্থ বাড়ী থেকে থেকে অভিনয় করাটাও ভুলে গেছ নাকি?

কনক। কেন?

খগেন। আমি তোমার দাদা—গুরুজন-পূজনীয় ব্যক্তি। কতদিন পরে এসেছি—আমায় প্রণাম করলে না? ঝি কি মনে করলে?

কনক। ঝি মনে করলে কলকাতার লোকদের কেতাই বুঝি এই রকম!

খগেন। যাক্! কাজের কথা বল দিকি! এ লোকটা কে? কিছু সন্ধান পেলে?

কনক। পশ্চিমের কোন এক মঠের মোহান্ত ছিল।

খগেন। সে মঠের নাম কি? কোথায় সে মঠ?

কনক। কি করে জানবো?

খগেন। বউরাণীর কাছ থেকে কথায় কথায় জেনে নিতে পার না?

কনক। না বাবা' আমার ভয় করে।

খগেন। বউরাণী ঐ লোকটার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করছে?

কনক। নতুন প্রেমে পড়লে—যা করে—তাই। ছ'মাস ছোঁবেন না, কিন্তু চাঁদের আলোতে পায়চারী চ'লছেই—চ'লছেই।

খগেন। বটে! আচ্ছা ঐ সুরবালা সম্বন্ধে তোমার কি বিশ্বাস? ও আগে থেকে এই জাল ভবেন্দ্রকে চিন্‌তো?

কনক। আমার তো তাই বিশ্বাস।

খগেন। তা হ'লে নিশ্চয়ই ওরা দুজনে ষড়যন্ত্র করে এসেছে, একজন জোচ্চোর এত বড় কাজ করতে একলা আসে না, বাড়ীর ভেতরেও একজন গোয়েন্দার দরকার—সুরবালাই সেই গোয়েন্দা।

কনক। তা যদি হয়, তবে সেদিন বাগানে দেখে সুরবালা অমন করে চম্‌কে উঠেছিল কেন? আর কাঁদছিলই বা কেন?

খগেন। তাও তো বটে ! (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা তুমি যদি কথায় কথায় অন্ততঃ সুরবালার কিছু পরিচয় আদায় করতে পার—

কনক। তা হ'লে আপনার কাজ হাসিল হয় ?

খগেন। নিশ্চয়ই ! ওদের দুজনের মধ্যে একজনের খবর জানতে পারলেই—আর একজনের জানা যাবে।

কনক। তা যদি হয়, তা হ'লে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

খগেন। পার ?

কনক। পারি। সুরবালার বাপের বাড়ী কোথায় তা জানি।

খগেন। বলতো—বলতো ! কেমন করে জানলে ?

কনক। একদিন কথায় কথায় ও বলে ফেলেছিল—আমাদের বসন্তপুরে ছেলেবেলায় দেখেছি—বলেই সামলে নিলে।

খগেন। সেখানে ওর বাপের বাড়ী কি শ্বশুরবাড়ী কি করে জানলে ?

কনক। ওই যে বল্‌লে ছেলেবেলায়—

খগেন। (ভাবিয়া) হ্যাঁ, বাপের বাড়ী হতেও পারে। যদি শ্বশুরবাড়ী হয় তাতেও ক্ষতি নেই। বসন্তপুর কোথায় কিছু আন্দাজ করতে পার ?

কনক। ওর কথাবার্ত্তায় ওকে বর্দ্ধমান জেলার লোক বলেই তো বোধ হয়।

খগেন। সাবাস্ কনক সাবাস্! এই তো অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছি। (চীৎকার করিয়া) হ্যাঁ, তাহ'লে ত তুমি সুখেই আছ, যাক আমি আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব— (নিম্নকণ্ঠে) কলকাতা গিয়ে পোষ্ট্যাল গাইড দেখলেই বসন্তপুর কোথায় আপনি জানা যাবে।

কনক। কিন্তু মনে রাখবেন, ওর আসল নাম সুরবালা নয়।

খগেন। সে আমায় বলতে হবে না। সেই গ্রামের কোন্ স্ত্রীলোক

চৈত্র মাস থেকে নেই—এই খবরটা পেলেই ক্রমে ক্রমে সব জানা যাবে। আচ্ছা, কবে ওকে পাওয়া গিয়েছিল সে তারিখটা মনে আছে ?

কনক। সেদিন দোল ছিল—২৯শে ফাল্গুন। আমার ঠিক মনে আছে।

খগেন। Good ! Good !

কনক। আমি কিন্তু আপনার জন্যে আরও একটা কাজ করে রেখেছি। ও যে কাপড় পরে ভেসে এসেছিল সেই কাপড়ের ধোবার চিহ্ন কেটে রেখে দিয়েছি।

(কনক কথা কহিতে কহিতে নিজের ব্লাউজের ভিতর হইতে খামে মোড়া ধোবার চিহ্নিত কাপড়ের টুকরা বাহির করিবামাত্র খগেন উহা ছিনাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল)

খগেন। কনক ! কনক ! তুমি একটি জিনিয়াস্ ! আর দেখতে হবে না, আর দেখতে হবে না, মেরে দিয়েছি। আমি এখন উঠি, আজ রাত্রেই চল্‌তি।

(প্রস্থানোদ্যত)

কনক। আমায় আর কদিন এখানে থাকতে হবে ?

খগেন। (ফিরিয়া) বড় জোর দু'মাস—এই নাও তোমার দু'মাসের মাইনের টাকা—

[বাণ্ডিল করা কয়েকখানি নোট দিল]

আর দুটো মাস—ব্যস্ কেল্লা ফতে—দুটো মাস দেখতে হবে না। তারপর কনক ! তুমি আছ আর আমি আছি।

[কনকের পিঠ চাপড়াইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—

(বসন্তপুর পোষ্ট অফিসের সম্মুখভাগের পথ। মনসা ভাসান গান গাহিতে গাহিতে স্ত্রী পুরুষের প্রবেশ। একটি মেয়ের মাথায় মনসার ঘট। আর একজনের হাতে চামর)

গান

মরা স্বামী বুকে করে ঝরা ফুলের মত
ভেসে চলে ভেলার পরে বেউলা অবিরত
    কাঁদে কোথায় লখিন্দর আমার সোনার লখিন্দর !
লোহার বাসর ঘরের মাঝে বেউলা সতী জাগে
তার মধ্যেও তার পতিরে দংশিল কালনাগে
    হায় সোনার লখিন্দর তুমি কোথায় লখিন্দর !
চাঁদ রাজার পুত্রবধূ সায়রাজার মেয়ে
মা মনসার কোপে তারে আজকে দেখ চেয়ে
    কাঁদে সোনার লখিন্দর তুমি কোথায় লখিন্দর !
সতীর চোখের জলে বাড়ে গাঙ্গুর নদীর জল
সতী বলে হে দেবতা দাওগো বুকে বল
    কাঁদে কোথায় লখিন্দর আমার সোনার লখিন্দর ।
শোন শোন মা মনসা বিশ্ব চরাচর
হারা পতি ফিরে পাবে দাও মোরে এই বর।
    তুমি কোথায় লখিন্দর আমার সোনার লখিন্দর !

[সকলের প্রস্থান

(একজন পথিক ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খগেন্দ্রের প্রবেশ)

খগেন। মশায়, একটু দাঁড়াবেন ?

(তাহার হাতে হ্যাণ্ডবিল দিয়া)

এই বইখানি বেরুচ্ছে ভারী ভাল বই, বিজ্ঞাপনটি অনুগ্রহ করে পড়ে দেখবেন।

পথিক। আচ্ছা—

[প্রস্থান

(চটিজুতা পায়ে, গায়ে হাতকাটা পিরাণ ও বগলে ছাতি লইয়া মুখুজ্যে মশায়ের প্রবেশ)

মুখুজ্যে। ডাকগাড়ী এল ভায়া—ডাকগাড়ী—

খগেন। মশায় একটু দাঁড়াবেন ?

(হ্যাণ্ডবিল হাতে দিয়া)

এই বইখানি বেরুচ্ছে ভারী ভাল বই। বিজ্ঞাপনটি অনুগ্রহ করে পড়ে দেখবেন।

(পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া)

মুখুজ্যে। মশায়ের নাম ?

খগেন। আমার নাম শ্রীখগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখুজ্যে। নিবাস ?

খগেন। কোলকেতা।

মুখুজ্যে। কোথায় যাওয়া হবে ?

খগেন। আপাততঃ আপনাদের এই গ্রামেই এসেছি।

মুখুজ্যে। কাদের বাড়ী ?

খগেন। কারু বাড়ীতে নয়।

মুখুজ্যে। তা' কি মনে করে আসা হয়েছে ?

খগেন। আজ্ঞে একখানা বই বের করেছি, বিজ্ঞাপনটি পড়ে দেখলেই

বুঝতে পারবেন। সেই বইয়ের জন্য মালমশলা সংগ্রহ করাই উদ্দেশ্য, আর যদি দু চারটে গ্রাহকও জোটাতে পারি—

(মুখুজ্যে মশাই চশমা লাগাইয়া পাঠ করিলেন)

মুখুজ্যে। বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর, অচিন্তিতপূর্ব্ব অভাবনীয় স্বপ্নাতীত নূতন কাণ্ড—

(সবটা মনে মনে পড়িলেন)

মুখুজ্যে। পয়লা আশ্বিন বেরুবে?

খগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মুখুজ্যে। যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা বলি।

খগেন। কি বলুন?

মুখুজ্যে। মাসের পয়লা তারিখটা তো দিন ভাল নয়—অগস্ত্য যাত্রা কিনা!

খগেন। (হাসিয়া) আজ্ঞে সেই জন্যেই ত ঐ তারিখে বার করা।

মুখুজ্যে। কি রকম?

খগেন। অগস্ত্য যাত্রায় যে বেরোয়—সে আর ফেরে না—এই শাস্ত্র তো?

মুখুজ্যে। হ্যাঁ।

খগেন। আমার বইখানি ১লা আশ্বিন অগস্ত্য যাত্রায় বেরিয়ে একখানিও যেন আমার কাছে না ফেরে, দয়া ক'রে সবগুলিই যেন বিক্রী হয়ে যায় এই আমার কামনা।

মুখুজ্যে। বাঃ! তা এখানে কি মালমশলা সংগ্রহ করবেন?

খগেন। শুনেছি আপনাদের জমিদার রায়মশায়রা খুব বনেদিবংশ। বেশী কিছু না—বংশের ইতিহাস পাতা দুই, আর তাঁর একটু জীবনচরিত—ব্যস্।

মুখুজ্যে। আপনি আছেন কদিন?

খগেন। তা দিন চার পাঁচ থাকতে হবে বৈকি! আশে পাশের গ্রাম গুলিতে গিয়ে বিজ্ঞাপন বিলি করবো। এখানে একটা বাড়ী-টাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না?

মুখুজ্যে। বাড়ী! এখানে ভাড়ার বাড়ী কোথায় পাবেন? একি মশায় আপনার কলকাতা সহর?

খগেন। তবেই তো মুস্কিল। বাড়ী না পাওয়া গেলে—

মুখুজ্যে। আচ্ছা—সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। ভায়া, তুমি যে রকম সজ্জন ব্যক্তি, আমার বাড়ীতেই তোমায় নিয়ে যেতাম। কিন্তু আমার বৈঠকখানায় ঐ একটী মোটে ঘর, তাও আবার কদিন হল আমার ভাগ্নীজামাইটী এসেছে। তার এক বন্ধুও আছে সঙ্গে।

খগেন। ও!

মুখুজ্যে। হ্যাঁ, সেখানে থাক্‌তে তোমার কষ্ট হবে। তার চাইতে ঐ যে দূরে সাদা বাড়ীটা দেখছো ঐটি আমাদের ইস্কুল বাড়ী। এখন গ্রীষ্মের বন্ধ—থাক্‌তে সুবিধে হবে।

খগেন। আমায় থাক্‌তে দেবে কেন?

মুখুজ্যে। দেবে না?—আমি কমিটির মেম্বর। ঐখানে থাকবে, আর আমার বাড়ীতে গরীবের খুদ কুঁড়ো যা জোটে চারটি চারটি খাবে।

খগেন। কিন্তু খাওয়া সম্বন্ধে আপনাকে কষ্ট দেওয়া—

মুখুজ্যে। কিছু কষ্ট নয়। আমরা যেমন খাই সেইরকম ডাল ভাতই খাওয়াব। আমাদের কোন কষ্ট নেই, তবে তোমার কষ্ট হতে পারে বটে।

খগেন। কিছু না কিছু না—আমিও গরীব মানুষ। নইলে আর বই ছাপাচ্ছি কেন? পেটের দায়েই ত ছাপাচ্ছি।

খুজ্যে। তাতো বটেই ভায়া—তাতো বটেই।

গেন। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। কিন্তু দয়া ক'রে আর একটু উপকারও যে করতে হবে।

খুজ্যে। বল! বল!

খগেন। অনেকগুলো কাপড় ময়লা হ'য়ে গেছে। কলকাতা থেকে আসবার সময় ধোপা ব্যাটাও এসে পেঁছল না, এখানে ভাল ধোপা আছে?

মুখুজ্যে। হ্যাঁ। ধোপা ঐ একজনই আছে—তার নাম নীলমণি। নামেও নীলমণি কাজেও নীলমণি!

খগেন। কি রকম?

মুখুজ্যে। ওই সবে-ধন-নীলমণি।

খগেন। তা বেশ অনুগ্রহ ক'রে সেই সবে-ধন-নীলমণিটিকে যদি খবর দেন।

মুখুজ্যে। আচ্ছা আমি বাড়ী গিয়েই তাকে ডাকিয়ে পাঠাচ্ছি।

(দারোগাবাবুর প্রবেশ)

দারোগাবাবু যে! আসুন আসুন,—

দারোগা। মাষ্টারমশাই চ'লে গেছেন?

মুখুজ্যে। হ্যাঁ! তারপর—আস্‌ছেন কোথেকে?

দারোগা। কাছেই একটা গ্রামে গিয়েছিলাম—তদন্ত ছিল।

মুখুজ্যে। শরীর বেশ ভাল ত?

দারোগা। হ্যাঁ,—ইনি?

মুখুজ্যে। ইনি এসেছেন—ইনি একখানা বই বার করেছেন—

দারোগা। কি বই? কাব্য না উপন্যাস?

খগেন। আজ্ঞে না, সে সব কিছু নয়, কতকটা ইতিহাস গোছের—বঙ্গীয় জমিদার চরিত মালা। (বিজ্ঞাপন দিল)

দারোগা। ও! মশায়ের পুরো নামটা কি?

খগেন। শ্রীখগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দারোগা। কবে এসেছেন এখানে?

খগেন। আজই। (পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া) নিন পান খান স্যার !

দারোগা। Thanks, আমি পান খাইনে।

খগেন। সেকি স্যার ! পান খান না ?

মুখুজ্যে। না আমাদের দারোগাবাবু পান টান খান না। আলাপ করে আনন্দ পাবেন। আচ্ছা দারোগাবাবু, আপনারা ততক্ষণ কথাবার্ত্তা বলুন—আমার একটু—

দারোগা। আচ্ছা আপনি আসুন।

(মুখুজ্যের প্রস্থান)

খগেন। আপনি পান খান না স্যার !

দারোগা। না, কোথায় বাড়ী আপনার ?

খগেন। কলকাতায়।

দারোগা। আমার বাড়ীও তো কলকাতায়। কলকাতার কোথায় ?

খগেন। বাগবাজারে।

দারোগা। আমার বাড়ীও তো বাগবাজারে। দুবছর ধরে এখানে আছি। আচ্ছা—আপনি রমেশ মিত্রকে চেনেন ?

খগেন। খুব চিনি—খুব চিনি।

দারোগা। সে আমার ছোট ভাই।

খগেন। ও ! উমেশকে চেনেন আপনি ?···

দারোগা। কে উমেশ ?

খগেন। ওই যে উমেশ—উমেশ।

দারোগা। উমেশ চ্যাটার্জ্জি !

খগেন। হ্যাঁ—হ্যাঁ !

দারোগা। বিলক্ষণ সে আমার Class friend !

খগেন। তাই নাকি ? সে আমার আপন পিস্‌তুতো ভাই।

দারোষা। বটে! তা আপনি হ্যাণ্ডবিল বিলি করছেন কোন দুঃখে? আপনি ত বড়লোক।

খগেন। আপনি যখন আমার আত্মীয়ের মধ্যেই পড়লেন, তখন ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলি। (নিম্নকণ্ঠে) ও সব হ্যাণ্ডবিল ফ্যাণ্ডবিল বাজে—বুঝলেন?

দারোগা। সে আমি আগেই বুঝেছি। এই চেহারা নিয়ে কি আর হ্যাণ্ডবিল বিলি করা চলে? কিন্তু ব্যাপারটা কি?

খগেন। ব্যাপারটা সাংঘাতিক। দৈবযোগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে গেল। তাতেই মনে হচ্ছে হয়তো বা কাজ উদ্ধার হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু তার আগে এই কাজে আমি আপনার সাহায্য পাব বলুন।

দারোগা। আপনি যখন জানা শোনার মধ্যে, তখন এইটুকু শুধু বল্‌তে পারি—যদি আমার দ্বারায় আপনার কোন উপকার হয়—আর আমি ধর্ম্মপথে থেকে উপকারটুকু করতে পারি, তাহ'লে নিশ্চয় করবো।

খগেন। আপনি ধর্ম্মপথে থেকেই আমার উপকার করতে পারেন। শুধু আমার উপকার নয়—বাঙ্গলা দেশের একটি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারও আপনার কাছে চিরঋণী হ'য়ে থাকবে।

দারোগা। ব্যাপারটা তাহ'লে আমায় খুলে বলুন।

খগেন। বলছি। একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক কোন স্থানে গিয়ে একটা বিষম জুয়াচুরি করবার ফন্দীতে আছে। আমি তাতে বাধা দিতে চাই।

দারোগা। কোথায় এ জুয়াচুরি হচ্ছে?

খগেন। সেইটী এখন বলবো না—মাপ কর্‌বেন। তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি এখান থেকে সে স্থান বহুদূর। এ জেলাতে নয়,

এ ডিভিসনেও নয়। কিন্তু এখানে তো সব কথা বলা যায় না। দয়া ক'রে আসুন না আমার সঙ্গে ইস্কুল ঘরে—সব কথাই আপনাকে বলছি। হাতে কাজ আছে নাকি ?

দারোগা। না, এখন কাজ কিছু নেই। চলুন—

খগেন। (সুটকেশ তুলিয়া) আসুন, ব্যাপারটা হ'চ্ছে এই—

[বলিতে বলিতে উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য—

(বৌরাণী শুইয়া আছেন। চেহারা মলিন হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেখাইতেছে)

(রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। এখন কেমন আছ ইন্দু ?

বৌরাণী। (ক্ষীণস্বরে) ভাল আছি।

রাখাল। গা এখন গরম নেই তো ?

বৌরাণী। আমি কি জানি ? গা জানে।

রাখাল। তুমি তো জান ইন্দু !

বৌরাণী। আমি কি জানি ?

রাখাল। জান ত আমার দুর্ভাগ্য কি ? (নিঃশ্বাস পড়িল)

বৌরাণী। না, না তুমি রাগ কোরোনা। আমি তামাসা কোরে বলেছি বৈত নয়। দুর্ভাগ্য কেন ? যে ব্রত ধারণ করেছো, সে ব্রত পালন করবার মত শক্তি সংযম তোমার আছে, সে কি দুর্ভাগ্য ? আমার গা এখন বেশ আছে। গরম নেই। মুখখানা অমন ক'রে আছ কেন ? আমি ঐ কথা ব'লেছি বলে ?

রাখাল। না।

বৌরাণী। তবে তুমি কি ভাবছো ?

রাখাল। এই ব্রতের জন্য আমার প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। ভাবছি তোমার এতবড় অসুখ, অথচ তোমার কোন সেবা আমি ক'রতে পারছি না—এই দুঃখ আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। ভাবছি ব্রত ট্রত ঢের করা হ'য়েছে—আর কাজ নেই, এখানেই একে সাঙ্গ ক'রে দিই।

বৌরাণী। তাকি হ'তে পারে ? আমি কি তা হ'তে দিতে পারি ? আমি তোমার ধর্ম্মের সহায় না হয়ে কি অধর্ম্মের কারণ হবো ? আর ত বেশীদিন নয়—আর একটা মাস।—কেবল একটি ঘটনা হ'লে আমি বোধ হয় খুব স্বার্থপরের কাজ করবো—তোমার ব্রত ভেঙ্গে দেব।

রাখাল। কি ?

বৌ। তোমার ব্রত উদ্‌যাপন হবার আগে, এই একমাসের ভেতর যদি আমার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়—তা হ'লে—তা হ'লে—

রাখাল। ছি ইন্দু, এমন কথা কি বল্‌তে আছে ? অমন অমঙ্গলের কথা মুখে এনো না।

বৌ। অমঙ্গল ? স্ত্রীলোকের পক্ষে এর চেয়ে আর কি মঙ্গল, কি সৌভাগ্য হ'তে পারে ? সেদিন কিন্তু আমি কোন কথা শুনবো না। মরবার সময় তোমার কোলে আমি মাথা রেখে মরবো—তোমার ব্রত আমি মানবো না।

(বৌরাণীর মুখে হাসি, চোখে জল। রাখাল কি বলিতে যাইতেছিল—বাহিরে দেওয়ানজীর কাশি শোনা গেল। বৌরাণী মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন)

রাখাল। আসুন কাকা !

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেওয়ান। বউরাণী, এখন কেমন আছেন ?

রাখাল। এখন যেন একটু ভাল।

দেওয়ান। হঠাৎ বর্ষাটা পড়েছে। জোলো হাওয়ায় একটু আধটু জ্বর হ'য়েই থাকে। কিছু ভাবনা নেই। এখন বিশ্রাম কর—কিন্তু এদিকে একটা বড় মুস্কিলে পড়েছি।

রাখাল। ব্যাপার কি বলুন তো কাকা ?

দেওয়াম। আজ সদর থেকে মতিবাবু পেস্কার চিঠি লিখেছেন যে পরশু তারিখে কালেক্‌টার সাহেব পাখী শিকার করতে ভদ্রকালীর ডাক্ বাঙ্গলায় এসে পৌঁছবেন, সেখানে তিনদিন থাকবেন। আমাদের এলাকায় আস্‌ছেন—ভালরকম অভ্যর্থনা করতে হবে ত ? জেলার মালিক—যে সে হাকিম ত নয় !

রাখাল। ডালিটালি দিতে হবে বোধ হয় ?

দেওয়ান। সে তো দিতে হবেই—আমাদের অতিথি যে ! সে বন্দোবস্ত ক'রেছি। কিন্তু একটা কথা ভাবছি। নায়েবের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা কি ঠিক ?

রাখাল। আপনি নিজে যাবেন ? সে হ'লে ত ভালই হয়।

দেওয়ান। আমি নিজে অবশ্য যেতে পারি। এতদিন আমিই তো গিয়েছি, আজ তুমি উপস্থিত র'য়েছ—

রাখাল। আমি ? আমি এখন কি ক'রে—

দেওয়ান। বৌরাণী এখন ত ক্রমেই ভাল হ'য়ে উঠ্‌ছেন। ঐ সামান্য জ্বরটুকু কবিরাজ দুদিনেই ভাল ক'রে দেবে'খন। তাছাড়া আমি রইলাম, সর্ব্বদাই খবর নেব। তোমার এলাকায় তিনি আস্‌ছেন —তোমার না যাওয়াটা ভাল দেখায় না বাবা। হ্যাঁ, তিনদিন

সাহেব থাক্‌বেন—রোজ সকালে একবার ক'রে গিয়ে দেখা ক'রবে।

রাখাল। কি বলবো রোজ রোজ ?

দেওয়ান। হুজুরের কোন কষ্ট হ'চ্ছে না ত ? কোন বিষয়ের অসুবিধে হয়ত বলুন, আমি তার বন্দোবস্ত করি। এই রকম দুচারটে শিষ্টাচারের কথা বলে চলে আসবে। মানে—একটু খোসামোদ করা আর কি !

রাখাল। আচ্ছা, আমার যাওয়াটা নিতান্তই দরকার যখন বলছেন, তখন যেতেই হবে—সব বন্দোবস্ত ক'রে দিন।

দেওয়ান। আচ্ছা বাবা।

[প্রস্থান

রাখাল। ইন্দু ! সব শুন্‌লে তো ?

বৌ। হ্যাঁ !

রাখাল। তোমার শরীরের এই অবস্থা, এখন তিনদিন তোমায় ছেড়ে আমি কি ক'রে থাকি ?

বৌ। তিনদিন ছেড়ে থাক্‌তে কাতর হচ্ছো, ষোল বছর আমায় ছেড়ে ছিলে কি ক'রে ?

(রাখাল চুপ করিয়া রহিল)

তোমার মনে কি আমি দুঃখ দিলাম ? রোগ হয়ে আমি কি যেন এক জন্তু হ'য়ে গেছি। তুমি আমায় মাপ কর—রাগ করো না। একটা কথা বলবো ?

(বৌরাণী খাট হইতে নামিলেন)

রাখাল। বলো।

বৌ। ভদ্রকালীতে বড় জাগ্রত কালী আছেন।

রাখাল। হুঁ, বেশ—সেখানে মার কাছে পূজো মানত ক'রে আসবো—

যাতে তুমি শিগ্‌গীর ভাল হ'য়ে ওঠ।

বৌ। দেখ, এই ব'লে মানত কোরো যে ভাল হ'য়ে আমরা দুজনে একত্র গিয়ে মার পূজো দিয়ে আসবো—কেমন?

রাখাল। হ্যাঁ, তাই মানত করবো।

বৌ। আর মার প্রসাদী একটু সিঁদূর আমার জন্যে নিয়ে এসো—আন্‌বে তো?

(হাত ধরিতে গেল। রাখাল পিছাইয়া গেল)

রাখাল। ইন্দু!

বৌ। ও! আমার মনে ছিল না—তুমি আমায় ক্ষমা কর—আমার মনে ছিল না—আমার মনে ছিল না—

(হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বালিশে মুখ গুঁজিল। দেখা গেল রাখালেরও দুই চোখ বাহিয়া অশ্রুর ধারা নামিয়াছে)

তৃতীয় দৃশ্য—

স্থান ঃ—বসন্তপুর স্কুল গৃহ।

(খগেন একাকী বসিয়া নিজের মনে ঘটনাগুলি বলিতেছে ও মাঝে মাঝে নোটবুকে টুকিয়া লইতেছে)

খগেন। স্রেফ একটা ধাপ্পা দিয়ে দারোগাবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে উপকার যা পেলাম—তা জীবনে ভুলবো না। অদ্ভুত পরিশ্রম করে তিনি চারদিক থেকে খবর এনে দিচ্ছেন। যাক্— এখন দেখা যাক্ দারোগাবাবু কি লিখে পাঠিয়েছেন। "স্থানীয় জমিদারের ছেলে নবীন, আর স্থানীয় গৃহস্থ কৃষ্ণদাস ঘোষালের কন্যা লীলাবতী, যার বিয়ে হয়েছিল ময়নাবতী গ্রামে রাখাল ভট্টচায্যির সঙ্গে—দুজনেই নিখোঁজ। নবীনচন্দ্র ঝি সৈরভীর মাকে রাত্রি ১০টায় সময় ময়নাবতী পাঠিয়ে, মিথ্যে কথায় ভুলিয়ে, লীলাবতীকে বাগান বাড়ীতে নিয়ে আসে। তারপর মাসখানেক তার প্রেমলাভের ব্যর্থ চেষ্টার পর তাকে নৌকা করে নিয়ে প্রথমে কাল্না যায়—তারপর সেখান থেকে আবার যাত্রা করে। বেশ! একদিন রাত্রে লীলাবতী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। মাঝিমাল্লারা তাকে বাঁচায়। পরদিন ভোরে মেয়েটির আর পাত্তা পাওয়া যায় না। সেদিন ২৯শে ফাল্গুন।"—সুরবালাও বাগুলিপাড়ায় কুলস্থ হয়েছিল ঐ ২৯শে ফাল্গুন। জাল ভবেন্দ্র তা হলে নবীনচন্দ্র নন যেহেতু নবীনচন্দ্র কোলকাতায় ঘোড়ার গাড়ী উল্টে মেডিকেল কলেজে পঞ্চত্ব পেয়েছেন। তা হলে এই জাল ভবেন্দ্র কে? সে খবরও অবিশ্যি আজই পাওয়া যাবে—কেন না তিনতারিয়া

মঠে দারোগাবাবুর লোক চলে গেছে। এখন আমাকে দেখতে হবে, এই লীলাবতীই সুরবালা কিনা! ব্যাটাচ্ছেলে নীলমণিটার আবার এই সময়টায় মেয়ের অসুখ করলো। কাল রাত্রে নাকি ফিরেছে! দেখা যাক্! এতদিন ধরে এই গাঁয়ে বসে ভ্যারাণ্ডা ভাজ্‌ছি আর মশা তাড়াচ্ছি।—কে?

(পিওন চিঠি দিয়া গেল)

(খগেন চিঠি খুলিল)

কনকের চিঠি! (পড়িয়া)

এই দেখ! এদিকে আবার কী বিপদ! (জোরে পড়িতে লাগিল) আর পাঁচ দিন পরে পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধান্তে রাত্রে উহারা পরস্পর পরস্পরকে—স্পর্শ করিতে পারিবে! আপনার জন্য একটি মানকচু তুলিয়া রাখিয়াছি—বসন্তপুর হইতে আসিয়া লইয়া যাইবেন। ছি ছি ছি—সব গেল, সব গেল—পৃথিবীতে সতীত্ব বলে আর কিছু রইলোনা। আমি এখন করি কি? পৃথিবীর সব মেয়ের সতীত্ব রক্ষার ভার ত আমার ওপর নেই। ওই একটা মেয়ের চেষ্টা করছি তাও কি ফেঁসে যাবে নাকি? কে?

(নীলমণি রজকের প্রবেশ)

নীলমণি। আজ্ঞে বাবু, আমি নীলমণি।

খগেন। নীলমণি! কোথায় ছিলে এতকাল বাপ?

নীলমণি। এজ্ঞে বাবু, আমার মেয়েটার খুব অসুখ করেছিল তাই তাকে দেখতে জামাইবাড়ী গিইছিলাম।

খগেন। বেশ করেছিলে। এদিকে আমি এক মাসের ওপর বসে আছি।

নীলমণি। ক্যানে? কাপড় কেচে দিচ্ছে না!

খগেন। তা দিচ্ছে—কিন্তু তাতে তো আমার কাজ হচ্ছে না। এখন কাপড়ে চিহ্ন দেওয়াই তোমরা ছেড়ে দিয়েছ।

নীলমণি। আজ্ঞে দু মাস আগেও গাঁয়ে আর একঘর রজক ছিল কিনা! এখন সে মরে গিয়েছে—তাই চিহ্নও ছেড়ে দিয়েছি।

খগেন। বাঁচিয়েছো! এখন এদিকে এস! এই টুকরোটি দেখ দিকি! কোণে এই যে চিহ্ন দেওয়া রয়েছে এইটি কি তোমার দেওয়া চিহ্ন!

(নীলমণি সেটি হাতে লইয়া খগেনের দিকে সন্দিগ্ধ ভাবে চাহিল)

এ চিহ্ন তোমার দেওয়া তো! এ কার বাড়ীর চিহ্ন সেটা আমি জান্‌তে চাই।

নীলমণি। (ঢোঁক গিলিয়া) এজ্ঞে এ মার্কা কার তা কি করে বলবো? আপনি এ পেলেন কোথায়?

খগেন। যেখানেই পাই, তোমার সে খোঁজে কাজ কি? যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দেনা?

নীলমণি। এজ্ঞে—এজ্ঞে—আমি গরীব মানুষ—

খগেন। আমর্ বেটা তুই গরীব কি তালেবর তা কে জিগ্যেস করছে? তোর দেওয়া মার্কা কিনা—সত্যি করে বল্?

নীলমণি। বাবু মশায়! কি হয়েছেন?

খগেন। খুন হয়েছেন।

নীলমণি। এঁ্যা! দিদিঠাক্রুণকে কে খুন করেছে?

খগেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ! তোদের দিদিঠাক্রুণের নাম কি বল্ দেখি?

নীলমণি। নীলেবতী, ঘোষালদের মেয়ে নীলেবতীদিদি। হায় হায় কে খুন করলে বাবুমশায়?

খগেন। (রঙ্গ করিয়া) কে আর খুন করবে ? তোদের জমিদারের ভাই।

নীল। ছোটবাবু ? আহা-হা ! তা আমরা সেই কালেই জানি। তা বাবুমশায় কি হবে এখন ? আপনি কি ফলুস ?

খগেন। হ্যাঁ, আমি পুলিশের ডিটেক্‌টিভ।

নীল। . আজ্ঞে কি বল্লেন ?

খগেন। ডিটেক্‌টিভ—ডিটেক্‌টিভ—তোরা যাকে টিক্‌টিকি বলিস।

নীল। দোহাই হুজুর, আমি গরীব মানুষ—কিছু জানিনে। আমায় সাক্ষীর ফেসাদে ফেল্‌বেন না। বরং হুজুরের কাপড় যা কেচেছি তার দাম চাইনে। সে টাকাটা হুজুরের পান খাবার জন্য দিলাম। দোহাই হুজুর—দয়া করুন।

খগেন। আচ্ছা—যা-যা। এসব কথা খরবদার কাউকে যেন বলিস্‌নে।

নীল। কখনই না হুজুর, কাউকে বলবো না—জিভ্যে কেটে ফেল্লেও না ! আপনার যেন নামটা কি বল্‌লেন হুজুর ? সেই যে দেওয়ালে পাঁচিলে বেড়ায়—মাথা নাড়ে—ন্যাজ নাড়ে—

খগেন। টিক্‌টিকি !

নীল। এজ্ঞে হ্যাঁ—টিক্‌টিকি ! পেন্নাম হই টিক্‌টিকি হুজুর !

[প্রস্থান

খগেন। ব্যস্‌—কেল্লা মার দিয়া। আর কোনই সন্দেহ নেই—যে সুরবালাই লীলাবতী—আর লীলাবতীই সুরবালা। এবার দারোগাবাবুর দয়াতে যদি জাল ভবেন্দ্রটির পরিচয় জান্‌তে পারি —তা হ'লে আর আমায় পায় কে ? কাল রাত্রেই জাল জমিদার পুঙ্গবের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, পরশু নাগাদ লাখখানেক টাকা। তারপর থিয়েটারই খুলি আর মঙ্গল গ্রহেই যাই—ঠেকায় কে ?

দারোগা। [নেপথ্যে] মিঃ ব্যানর্জ্জি, আছেন নাকি ?

খগেন। কে ? এই যে, আস্থন স্যার, আস্থন—আস্থন।

(দারোগার প্রবেশ)

তারপর ? দিন আষ্টেক আপনার দর্শনই পেলাম না—ব্যাপার কি ?

দারোগা। আপনারই কাজে। একি কম ঝক্কি মশায় ? কোথাকার জল কোথায় যে গড়িয়েছে তার আর ঠিক ঠিকানা নেই। যা হোক—মোটামুটী যা জানতে পেরেছি—তাতেই আপনার কাজ হবে বোধ হয়।

খগেন। আপনার কাছে যে কতদূর—যাক্ সে মুখে বলে আর কী বোঝাব ? যতদিন বাঁচবো—ভোরবেলা ওঠবার সময় আপনাকে একবার করে প্রণাম করবো।

দারোগা। না—না, ও সব কেন বলছেন। আপনি চেনা লোক—আপনার একটু উপকার হবে—এমন কাজ আমি কেন করবো না ? পাড়াগাঁয়ে থাকি—কাজ কর্ম্ম হাতে বেশী কিছু থাকে না। এই অবস্থায় এমন একটা Interesting Case নিয়ে মাস-খানেক সময়তো বেশ কাটলো !

খগেন। আপনার দয়া।

দারোগা। যাক্—ওসব বাজে কথা থাক। কাজের কথা শুনুন। আমার লোক তিনতারিয়া মঠে গেছলো—সেখানকার মোহান্তর গার্হস্থ্য নাম সত্যিই ভবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বাড়ীও বাগুলিপাড়াই বটে।

খগেন। খেয়েছে ! তারপর ?

দারোগা। গত ফাল্গুন মাসে তিনি বাংলা দেশে যাত্রা করেন। পরে তাঁর

কোন খোঁজ খবর না পেয়ে চেলারা কলকাতায় আসে। পুলিশ রেল আফিস সন্ধান টন্ধান ক'রে জানায় যে ঐ সময় খুক্রপুর ষ্টেশনে একজন সন্ন্যাসীর মৃত দেহ গাড়ী থেকে নামানো হ'য়েছিল। তাঁর যা বাক্স-টাক্স ইত্যাদি ছিল—তাই দেখে চেলারা জান্‌তে পারে যে, মোহান্ত মারা গেছেন।

খগেন। এই দেখ! গল্প আবার কোন্‌দিকে যায়! ওঃ! হাড় হিম হ'য়ে গেল আমার! তারপর?

দারোগা। সেই সময় খুক্রপুর ষ্টেশনে ডিউটিতে ছিলেন ঐ বালার স্বামী ময়নাবতীর রাখাল ভট্টাচায্যি। চাকরীতে ডিস্‌মিস্‌ড হ'য়ে পরদিন তিনি কাশী যাত্রা করেন।

খগেন। তাঁরও কি স্যার কাশী প্রাপ্তি হ'য়েছিল?

দারোগা। না। সেখান থেকে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ময়নাবতীতেও আমি লোক পাঠিয়েছিলাম, সেখানে রাখালের এক দাদা আছেন, তিনিও আজ পর্য্যন্ত রাখালের কোন খোঁজ পাননি। সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাও তিনি জানেন না।

খগেন। ব্যস! আর দেখতে হবে না। ওই রাখাল ভট্‌চার্য্যিই সন্ন্যাসীর কাগজপত্র পড়ে কাশী থেকে ভবেন সেজে বাগুলিপাড়ায় হাজির হয়েছে। সুরবালা কেন চম্‌কে উঠেছিল—এখন বেশ বোঝা গেল।

দারোগা। আচ্ছা আমি চলি।

[দারোগা প্রস্থানোদ্যত]

খগেন। দাঁড়ান স্যার! একবার পায়ের ধূলোটা দিন!

দারোগা। ছি ছি ওকি কর্‌ছেন! আচ্ছা, আমার একটু কাজ আছে আমি যাই। সন্ধ্যের সময় একবার বেড়াতে বেড়াতে থানার

দিকে আসুন না। এক সঙ্গে চা-টা খেয়ে গল্প গুজব করা যাবে।

খগেন। নিশ্চয়—নিশ্চয়—যাব বৈকি—যাব বৈকি।

[দারোগার প্রস্থান]

খগেন। আব্বার থানা! আর থানায় যায় কোন শালা? এবার শ্রীল শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপেষু চল্‌লেন বাশুলি পাড়া জমীদার ভবনে। সুটকেশটা কোথায় গেল! কাপড় চোপড়—মণিব্যাগটাই বা কোথায় ফেল্‌লাম! এই দেখ, মাথার মধ্যে সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে যে! হে মা কালী, বাশুলিপাড়া যাওয়া পর্য্যন্ত আমার স্বাস্থ্যটা সুস্থ রেখো মা,—পথের মাঝে ভুলে যেন হার্টফেল ক'রিয়ে দিওনা। লাখটাকাটা পেলে আমি তোমায় পাঁচ পয়সার পূজা দেব। মাইরি বল্‌ছি—তোমার দিব্যি—কোন শালা মিথ্যে কথা বলে—

[জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিল]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—

স্থান ঃ—বৌরাণীর শয়নকক্ষ।

(খাটখানি ফুল দিয়া সাজানো হইয়াছে। কিছু ফুল থালায় করিয়া একটি টুলের উপর রাখা আছে দূরে শানাই বাজিতেছে)

(কনকের প্রবেশ)

কনক। একটুও মিথ্যে নয়—যে ইনিই জাল ভবেন্দ্র। কিন্তু কোন উপায় নেই। শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেছে, ব্রতেরও আজ উদ্‌যাপন। আজই এদের মিলন হবে। সতীলক্ষ্মী বৌরাণী! একেই বলে অদৃষ্ট!

(হাবার মার প্রবেশ)

তোর ছেলের নাম হাবা না হয়ে, তোর নাম হাবা হওয়া উচিত ছিল!

হা-মা। মুখে আগুন তোমার দিদিঠাকরুণ! আমার নাম হাবা হ'লে —হাবার বাবাকে আমি কি ব'লে ডাকতাম্?

[কনক হাসিয়া উঠিল]

কনক। তোকে কি আর বলছি—বলছি তোর বুদ্ধিকে! ফুলগুলো কেমন ক'রে সাজিয়েছিস্?

হা-মা। আমি কি সাজিয়েছি নাকি? ওই ছুঁড়ারা সাজিয়েছে। আমার কি আর সাজাবার উপায় আছে দিদিঠাকরুণ? আমার সব গ্যাছে! পোড়ারমুখো মিন্‌সে তাড়াতাড়ি ম'রে খালাস হ'ল। তাইত বলি "আমার হাবা যখন হ'ল— হাবার বাবা তখন মলো"!

কনক। নে নে—শুভদিনে চোখের জল ফেলিস্‌নে। তাড়াতাড়ি মালাগুলো এগিয়ে দে—রাত ১০টা বাজে। ও বাবা! আমিও তো বিধবা—সে কথা তো আমার মনেই ছিল না।

হা-মা। মনে ছিল না কিগো দিদিঠাকরুণ? বলি একি সামান্যি কথা নাকি?

কনক। তোদের মত আমার স্বামী তো একেবারেই মরে যায় নি!

হা-মা। তবে?

কনক। আমার স্বামী রোজ মরে—রোজ বাঁচে। রোজই ফুলশয্যা—রোজই মুখাগ্নি।

হা-মা। ওমা! এমন কথাও তো জন্মে শুনিনি বাবা! রোজই ফুল-শয্যে—আর রোজই মুখে আগুন?

কনক। হ্যাঁরে, দিনমানে ভূত হ'য়ে শূন্যে মিলিয়ে থাকে। রাত্তির বেলায় মানুষ হ'য়ে আমার কাছে আসে।

হা-মা। রোজ আসে?

কনক। রোজ আসে।

হা-মা। তা হলে ত তুমি সুখেই আছ দিদিঠাকরুণ। হাড়হাবাতে মিন্‌সে যদি অমনি ক'রেও দু-একবার আস্‌তো, তবুতো হাবাটা একবার বাপটাকে দেখতে পেতো!

(সুরবালার প্রবেশ)

কনক। এস ভাই! তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সুর। কেন?

কনক। আমাদের তো ছোঁবার অধিকার নেই। বৌরাণীর বিছানায় ওই ফুলগুলো সাজিয়ে দাওনা ভাই?

সুর। আমি? আমাকে সাজাতে হবে?

কনক। হ্যাঁ। নইলে আর কে সাজাবে বল? বৌরাণী তো আর নিজের ফুলশয্যে নিজে সাজাতে পারেন না। তুমি ছাড়া বাড়ীতে আর সধবা কোথায়?

সুর। দাও। আমিই সাজিয়ে দিচ্ছি।

(ফুল সাজাইতে সাজাইতে তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ জল পড়িতে লাগিল)

কনক। একি? সুরবালা, তুমি কাঁদ্‌ছো!

সুর। না।

কনক। না মানে? টপ্ টপ্ ক'রে চোখ দিয়ে জল পড়ছে— কাঁদ্‌ছো না মানে কি?

সুর। আমার শরীরটা আজ খুব খারাপ ভাই—আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। আমাকে তোমরা আজ ছুটি দাও।

(প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল)

রামা। (নেপথ্যে) হুজুর আস্‌ছেন!

কনক। সর্ব্বনাশ! এরই মধ্যে এসে পড়লেন যে! আর তর সইছে না? কি বলিস্ হাবার মা?

হা-মা। কী জানি দিদিঠাকরুণ! এসব কথা আমি ভাল বুঝিনে।

কনক। না, তুমি নেকী! চল্—চল্—পালাই।

(হাবার মা ও কনক প্রস্থান করিলে রাখাল ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ চোখের চেহারা অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। মনে হয় একটু আগে সে কাঁদিয়াছে। প্রবেশ করিয়া সে শয্যার দিকে চাহিয়া নিজের মনেই শিহরিয়া উঠিল। তারপর কহিল)

রাখাল। ফুলশয্যার সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ। আর একটু পরেই ইন্দু এ ঘরে আসবে। আমি পারবো না—আমি পারবো না।

আট বছর বয়স থেকে যে বালিকা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তার বৈধব্য পালন ক'রে এসেছে, তাকে ধ্বংস করবার অধিকার আমার নেই। অথচ (হঠাৎ দশটা বাজিয়া উঠিল)—না, না, না—রাখাল! এ প্রলোভন দমন করো। সবই তুমি পেয়েছো—কিন্তু কিছুই তোমার নয়, এই কথাটা মনে রেখে আজকে এ ত্যাগ স্বীকার করো বন্ধু সাতদিন—আজ সাতদিন আমি খেতে পারছিনে—ঘুমুতে পারছিনে যে রাত্রির ভয়ে—আজকে সেই রাত্রি।

(একখানি চিঠি বাহির করিল ।

এই একটিমাত্র চিঠিতেই এ বাড়ীর সকলের মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়বে,—হয়ত ইন্দু,—না, তবু আমি পারিনা—পারিনা—পারিনা। ভগবান! আমার বুকে বল দাও—বল দাও—আজকের এই অগ্নি পরীক্ষায় আমি যেন উত্তীর্ণ হতে পারি।

(দ্বারের বাহিরে অলঙ্কারের শব্দে শোনা গেল। একটু পরেই লাল বেনারসী পরিয়া সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার মণ্ডিতা বৌরাণী প্রবেশ করিল। তাহার মুখে চন্দন রেখা, মাথায় ফুলের মুকুট)

(বৌরাণীর প্রবেশ)

বৌরাণী। মেয়েগুলোর কী ছেলেমানুষি দেখত! আমায় ওরা ফুলশয্যের সাজে সাজাবেই। যত বলি আমার কি বয়স হয়নি—তবু শোনে না। চব্বিশ বছর বয়সে আবার নতুন করে সং সেজে—

(রাখালের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল)

কী হয়েছে? তোমার শরীর ভাল আছে ত?

রাখাল। হ্যাঁ।

বৌরাণী। তোমার গলা এমন ভারী হয়েছে—চোখ দুটো ফুলে উঠেছে কেন ?

রাখাল। না, আমার কিছু হয়নি তো ! তুমি বসো।

বৌরাণী। আমি বসছি। কিন্তু তুমি আমার একটী কথা রাখবে ?

রাখাল। কি বল।

বৌরাণী। তোমার শরীর আর মন দুই খারাপ হয়েছে। ষোল বছর পশ্চিমে ছিলে, হঠাৎ এ বাংলা দেশে এসে এখানকার জল হাওয়া তোমার সহ্য হচ্ছে না। আমি বলি কি, চল কিছুদিন তোমাতে আমাতে পশ্চিমে বেড়িয়ে আসি। মাও অনেকদিন থেকে তীর্থে যাব যাব করছেন, মাস দেড়েক বেড়িয়ে ফিরে আসা যাবে। কি বল ?

রাখাল। এঁ্যা ?

বৌরাণী। কি বল ? যাবে ? তা হলে কাল আমি মাকে বলে সব উদ্যোগ করি ?

রাখাল। কোথায় যাবার কথা বলছো ?

বৌরাণী। আমি এতক্ষণ যা বল্লাম—শোননি ?

রাখাল। না, আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম।

বৌরাণী। আমি পশ্চিমে বেড়াতে যাবার কথা বলছিলাম।

রাখাল। ও ! আচ্ছা ভেবে দেখি।

(নেপথ্যে উলুধ্বনি ও শাঁখ বাজিয়া উঠিল)

ওকি !

বৌরাণী। (হাসিয়া) আজ ফুলশয্যে কিনা—তাই মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে ! শোন !

রাখাল। কি ?

(বৌরাণী রাখালের কাছে গিয়া)

বৌরাণী। আজতো আর কোন দোষ নেই। তোমার হাতখানা ধরি ?

রাখাল। না-না-না। তুমি বস—বস—আমি বলছি।

(চিঠি বাহির করিয়া)

চিঠিখানা—এই চিঠিখানা—তুমি একবার পড়ো।

বৌরাণী। কার চিঠি ?

রাখাল। তোমার—তোমার !

বৌরাণী। কে লিখেছে ?

রাখাল। খুলে দেখ ! আমি ততক্ষণ—আমি ততক্ষণ কাছারী ঘরে গিয়ে বসছি।

[প্রস্থান

(দ্রুতপদে টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। খানিকটা পড়িয়া বৌরাণী "মাগো" বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সেই সঙ্গে কনক ছুটিয়া আসিল)

বৌরাণী। মাগো !

(কনকের প্রবেশ)

কনক। কি হল ? কি হল ? একি ! বৌরাণী ! বৌরাণী !

(হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল বৌরাণীর হাতের মুঠায় ধরা রাখালের চিঠি। সে চট করিয়া চিঠিখানি লইয়া এক চোখ দেখিয়া গলার ফাঁক দিয়া সেমিজের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তারপর চীৎকার করিয়া উঠিল)

ওগো ! কে কোথায় আছো শিগ্‌গীর এস—বৌরাণী অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। বৌরাণী ! বৌরাণী !

দ্বিতীয় দৃশ্য—

স্থান—কাছারী ঘর।

রাখাল। বৌরাণী বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন কিন্তু আমি কি করব—আমি কি করব? আমি পারিনা—আমি পারিনা।

(কনকের প্রবেশ)

রাখাল। তুমি—আপনি কে?

কনক। আমি কনকলতা।

রাখাল। ও! বউরাণী কি আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন?

কনক। না! আপনি বৌরাণীকে যে চিঠিখানি দিয়ে এসেছিলেন সে চিঠিখানি ভাগ্যিস আমার হাতে পড়েছিল, আমি সেখানিকে লুকিয়ে ফেলেছি!

রাখাল। আপনি চিঠি লুকিয়ে ফেলেছেন কেন?

কনক। সে চিঠি অন্য লোকের হাতে পড়লে এতক্ষণ কি রক্ষে থাকতো? পুলিশে এতক্ষণ—

রাখাল। পুলিশ এলে কি হতো?

কনক। কি না হতো? সর্ব্বনাশ হতো। আপনাকে বেঁধে নিয়ে যেতো।

রাখাল। যেতো যেতোই—তার জন্যে আপনার মাথা ব্যথা কি?

কনক। আপনাকে বেঁধে নিয়ে যেতো, তাই আমাকে চোখে দেখতে হতো? কেন আমার বুকটা কি পাথর দিয়ে গড়া, না লোহা দিয়ে গড়া?

রাখাল। আপনার সাহস তো কম নয়!

কনক। আমাকে বার বার আপনি আপনি বলে কেন লজ্জা দিচ্ছেন?

আমি মান্যগণ্য কেউ নই, আমি আপনার দাসী মাত্র।

রাখাল। তোমার উদ্দেশ্য কি?

কনক। যদি দাসীকে চরণে স্থান দেন—এই আশায় এসেছি। আর উদ্দেশ্য কি? দেখুন, বৌরাণী আর বাঁচবেন না। এতবড় সম্পত্তিটা বার ভূতে লুটে খাবে। আপনিই কেন ভোগ করুন না? আপনার ত—

রাখাল। আমার ত কী?

কনক। আপনার ত বিধবাবিবাহ করতে কোন আপত্তি নেই।

রাখাল। তোমাকে নাকি?

কনক। ক্ষতিই বা কি? আমিও ব্রাহ্মণের মেয়ে—আমার বাপেরা বেশ ভাল কুলীনই ছিলেন।

রাখাল। সেই কুল তুমি উজ্জল করতে চাও?

কনক। আপনি যেমন ভবেন্দ্র সেজে আছেন সেই ভবেন্দ্রই থাকবেন। কে জানবে বলুন? আমরা দুজনে রাজার হালে থাকবো।

(রাখাল চুপ করিয়া থাকিল)

একটা উত্তর দিন—দাসীকে চরণে রাখ্‌বেন কি?

(পায়ের তলায় বসিল)

রাখাল! (উঠিয়া) ইচ্ছে করছে তোমাকে ফেলে দিয়ে তোমার গলাতেই চরণ দুখানি রাখি। একটা স্ত্রী হত্যা করেছি—আর একটা করতেও লোভ হচ্ছে।

(কনক উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে)

কনক। রাখালবাবু, আমারও যে সে লোভ না হচ্ছে তা নয়। যদি তা করেন, যদি ঐ পা দুখানি আমার গলায় চেপে আমার এ ব্যর্থ কলঙ্কিত জীবন শেষ করে দিতে পারেন—তা হলে বোধ হয় আমি যে আমি, আমিও উদ্ধার হয়ে যাই। কিন্তু সে সব

কাব্য—সে হবার নয়। দিন আমি আপনার পায়ের ধূলো নেব। আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করবেন।

রাখাল। সে কি!

কনক। আপনার ঐ চিঠি পড়া অবধি—আপনার পায়ের ধূলো নেবার জন্য আমি ছট্‌ফট্‌ করছিলাম। মানুষ যে এমন সাঁচ্চা—এমন ত্যাগী হতে পারে—তা আমার ধারণাই ছিল না। আমি আপনাকে প্রেম জানাতে আসিনি রাখালবাবু, ভক্তি জানাতেই এসেছিলাম। কিন্তু অঙ্গার শতধৌতেন—তার ময়লা যাবে কোথায় বলুন? ওরই মধ্যে দুষ্টুমি বুদ্ধি এল—ভাবলাম একটুখানি অভিনয় করে নিই।

রাখাল। আপনি কী বলছেন?

কনক। যা বলছি শুনে যান। আমি নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা টিধবা কিছুই নই—আমি একজন অভিনেত্রী। মুখে রং মেখে কলকাতার পেশাদারী থিয়েটারের ষ্টেজে দাঁড়িয়ে—প্রেম করে করে আর প্রেমের গান গেয়ে গেয়ে আমার মুখে রক্ত উঠে গেছে রাখাল-বাবু! আমার প্রকৃত পরিচয় এখানে কেউ জানে না—আজ আপনি জানলেন।

রাখাল। আপনি সেজে এসেছেন কেন?

কনক। আমার অদৃষ্টের দোষ। আর অদৃষ্টের দোষই বা কেন বলি, বরং গুণই বলা উচিত। আপনার মত লোকও যে পৃথিবীতে আছে—এখানে না এলে ত জান্‌তে পারতাম না। আমি এখানে আর বেশী দিন থাকবো না। যে কদিন আছি—আপনার কোনও উপকার যদি করতে পারি করবো। আপনাকে আমি কথা দিয়ে গেলাম—আপনার ওই চিঠি আমি নষ্ট করে ফেল্‌বো।

(অন্দরের দিকের দরজা দিয়া সুরবালার ঘোমটা দেওয়া

মুখ দেখা গেল। সে দরজার কাছে আসিয়া ঘোমটা ঈষৎ তুলিয়া কনককে ডাকিল)

(সুরবালার প্রবেশ)

সুরবালা। (চাপাকণ্ঠে) কনকদি !

কনক। কি ?

সুরবালা। বৌরাণী একবার ওঁকে ডাক্‌ছেন।

কনক। ও! আচ্ছা—আমি বলছি, কিন্তু তুমি এদিকে এসো।

সুরবালা। না—না।

কনক। এগিয়ে এস—ওকে প্রণাম কর।

(কনক তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিল। সুরবালা সঙ্কুচিত পদে রাখালকে প্রণাম করিল)

রাখাল। ইনি কে ?

কনক। বলছি। আজকের রাত্রিতে কেবল আপনিই সকলকে আশ্চর্য্য করবেন রাখালবাবু? নিজে একটু আশ্চর্য্য হবেন না? দেখুন তো একে চিন্‌তে পারেন কিনা ?

(সুরবালার ঘোমটা তুলিয়া দিল)

রাখাল। লীলাবতী! তুমি—তুমি—

কনক। হ্যাঁ বেঁচে আছে। ওর দুঃখের শেষ নেই রাখালবাবু! হতভাগী গঙ্গায় ভাস্‌তে ভাস্‌তে আমাদের এই বাড়ীর ঘাটে এসে লেগেছিল। বৌরাণী দেখতে পেয়ে ওকে বাঁচান। যে লোকটা ওকে ভুলিয়ে নিয়ে নৌকা করে পালাচ্ছিল, তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে ও গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর মত ভাল মেয়ে আর হয় না। আপনার কাছে এই আমার অনুরোধ রইলো রাখালবাবু, ঘর যদি বাঁধেন তবে ওকে নিয়েই বাঁধবেন।

সুরবালা। কিন্তু কনকদি, আমি ওঁর যোগ্য নই। (স্বামীর কাছে গিয়া) তুমি আমায় ক্ষমা করো! আমি তোমায় চিন্‌তে পারিনি, তুমি যে এতবড়—এত মহৎ, তা আমি জানতাম না বলেই আজ আমার এই শাস্তি। তা হোক, তোমার স্ত্রী বলে এই শাস্তি আমি সারাজীবন মাথা পেতে নেবো।

কনক। ওর পবিত্রতা সম্বন্ধে যদি আপনার মনে কোন সন্দেহ জাগে তবে আমার কাছে—

রাখাল। কোন দরকার নেই। লীলাবতী, তুমি প্রস্তুত থেকো, আমরা কাল সকালেই চলে যাবো।

সুরবালা। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না কনকদি?

কনক। আমি? (ম্লান হাসিয়া) না লীলাবতী, তোমাদের সঙ্গে যাবার আমার অধিকার নেই।

সুরবালা। কেন?

কনক। পাঁকের পোকা কি স্বর্গের স্বপ্ন দেখে ভাই? পাঁক ছাড়িয়ে তার মন আর চোখ কোনটাই ওপরে উঠতে পারে না। তবু আজকে আমার সেই পাঁকের মধ্যে হঠাৎ কোত্থেকে এক টুকরো সূর্য্যের আলো এসে পড়েছিল; সেই আলোতে নিজেকে দেখতে পেয়ে ভারী ঘৃণা হচ্ছে নিজের ওপর। কিন্তু কোন উপায় নেই।

সুরবালা। কী সব তুমি বলছ কনকদি?

কনক। মুক্তি যদি চাই, তবে একদিন হয় ত কোন মেথর আমাকে এ নর্দ্দামা থেকে আর একটা বড় নর্দ্দমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে আসবে। পাঁক হয় ত সেখানে কম—কিন্তু নর্দ্দামাটা গভীর। যাক্ এসব বাজে কথা থাক। আপনি একবার ভেতরে চলুন রাখালবাবু, বৌরাণী আপনাকে খুঁজছেন।

রাখাল। আমাকে!

কনক। হ্যাঁ!

রাখাল। (বিচলিত হইল) আচ্ছা—আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি একটু পরে।

কনক। এস লীলাবতী!

[উভয়ের প্রস্থান

রাখাল। ভগবান্! তোমার পৃথিবীতে কি কিছুই হারায় না? এক হাত দিয়ে নাও আর এক হাত দিয়ে তখ্‌নি পূর্ণ করে দাও? নইলে আমার মত পাপিষ্ঠকেও তুমি মনে রেখেছিলে!

(কাঁদিয়া ফেলিল। হঠাৎ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে দেওয়ানজী প্রবেশ করিলেন। তিনি সম্মুখে রাখালকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন)

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেওয়ান। এই যে ভবেন, রামা গিয়ে দৌড়ে খবর দিয়ে এল যে বৌমার নাকি আবার ফিট্ আরম্ভ হয়েছে! কী ব্যাপার, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনা। বৌরাণী ত বেশ সেরে উঠেছিলেন। আবার কি হল? একি! তুমি কাঁদছো! তা হলে কি—

রাখাল। না কাকা। তিনি এখন ভাল আছেন।

দেওয়ান। যাক তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করলে বাবা। কিন্তু ব্যাপারটা কী হয়েছিল ভবেন? যাতে—

রাখাল। আমি ভবেন নই। আমি ভবেন সেজে এসেছিলাম।

দেওয়ান। সেজে এসেছিলে! সেজে—কী বলছো তুমি আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না!

রাখাল। আমার নাম রাখাল ভট্টাচার্য্য। আমি ষ্টেশনের টিকিটবাবু ছিলাম। খুস্রুপুর ষ্টেশনে গাড়ীর মধ্যে আপনাদের ভবেন্দ্র

মারা যান, আমি তাঁর ডায়েরী দেখে চিঠিপত্র পড়ে সব জান্‌তে পারি। আমার সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল আছে দেখতে পেয়ে লোভে পড়ে—

(দেওয়ানজী দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার গলার জামা চাপিয়া ধরিলেন)

দেওয়ান। লোভে পড়ে তুমি এই বিপুল সম্পত্তি দখল করবার জন্যে এসেছিলে? আমার ষাট বৎসরের অভিজ্ঞ চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পেরেছিলে—এত বড় জোচ্চোর তুমি? কিন্তু আজ সে কথা প্রকাশ করছো কেন?

রাখাল। তার কারণ—আজ ফুলশয্যে। আমি পারবোনা—বৌরাণীকে ছুঁতে আমি পারবো না। তাই সব কথা তাঁকে বলে দিয়েছি সেই জন্যই তিনি মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন।

দেওয়ান। তুমি কী হে? তুমি মানুষ না পশু না দেবতা? কী তুমি? এতবড় সম্পত্তি, যুবতী স্ত্রী, যা তুমি অনায়াসে পেয়ে গেছ,—যার জন্যে কেউ তোমাকে কোনদিন সন্দেহ করেনি—করবেও না, তাই তুমি ছেড়ে দিলে!

রাখাল। আমি পারবো না।

দেওয়ান। পারবে না! ভাবছিলাম তোমাকে পুলিশে দেবো। কিন্তু না-না—আমি যে কী করবো—তাতো ভেবে পাচ্ছি না! বাপ্রে জোচ্চোর!

রাখাল। আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন—

দেওয়ান। আশীর্ব্বাদ! তাই বা তোমাকে কেন করবো? ছিলে ভিখিরী হয়েছিলে রাজা—কিন্তু এই মিথ্যে রাজাগিরী থেকে আবার যে তোমাকে ভিখিরী করলো—তাকে তো আমি না-না—তুমি জোচ্চোর! তোমাকে তিরস্কার করা উচিত—প্রহার করা উচিত—পুলিশে দেওয়া উচিত। (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

কিন্তু আমি তো তার একটাও পারলাম না বাবা! আমি চলে যাচ্চি—এমন জোচ্চোর আমি জীবনে দেখিনি—কাজেই এর প্রতিকারও আমার হাতে নেই।

[প্রস্থান

(টলিতে টলিতে খগেনের প্রবেশ)

খগেন। নমস্কার মশায়!

রাখাল। নমস্কার! আপনি—

খগেন। আপনার সঙ্গে একটি বিশেষ কাজ আছে। আমার কিছু টাকার প্রয়োজন। বেশী নয়, উপস্থিত একলক্ষ টাকা, আর মাসে মাসে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপর দু-হাজার টাকার একখানি ক'রে চেক। এই হ'লেই হবে।

রাখাল। নেশা ক'রে এসেছেন। যান—

খগেন। অবশ্য। কিন্তু, এদানীং টাকার অভাবে পেরে উঠছিনে। নইলে এক বোতল জনি ওয়াকার তো আমার জলযোগ ছিল। টাকাটা চট্ পট্ বের করুন দেখি!

রাখাল। আপনাকে আমি টাকা দেব কেন?

খগেন। আমি যে আপনার ভাই হই!

(নিম্ন কণ্ঠে)

আপন ভাই নই—মাসতুতো—অর্থাৎ চোরে চোরে—। এত-বড় বিষয়টা একলা একলাই খাবেন মশায়? মাসতুতো ভাইকেও কিছু ছাড়ুন না।

(বাঁহাতের কনুই দিয়া রাখালের বুকে মৃদু ধাক্কা করিল)

রাখাল। বাঙ্গলা কথাটা কি?

খগেন। বাঙ্গলা কথাটা, এই যে আপনি মোটেই ভবেন্দ্র চাটুয্যে নন্। আপনি রাখাল ভট্‌চায্যি; খুস্রুপুরে ষ্টেশনে টকাটক্ টকাটক্

ক'রে টেলিগ্রাফ্ করতেন, খটাখট্ খটাখট্ ক'রে টিকিট বেচতেন —ট্রেণ এলে ছেঁড়া চটিজুতো পায়ে দিয়ে ফটাফট্ ফটাফট্ ক'রে ট্রেণ পাশ করাতে প্লাটফর্মে ছুটতেন। এখন বুঝলেন তো? না, আরও টীকে আবশ্যক?

রাখাল। এসব আপনি জান্‌লেন কি ক'রে?

খগেন। বিস্তর পরিশ্রম ক'রে—বিস্তর অর্থব্যয় ক'রে!

রাখাল। তবে আপনার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় বৃথা হয়েছে।

খগেন। কারণ?

রাখাল। কারণ আপনি টাকা পাবেন না।

খগেন। টাকা পাব না?

রাখাল। না।

খগেন। রাখালবাবু, আপনি বোধ হয় মনে করছেন—এ স্রেফ ফাঁকা আওয়াজ! তা নয় মশায়! বোধ হয় ভাবছেন আমি এতবড় সম্পত্তির মালিক, ও কোথাকার কে ফালতুস্ ব্যক্তি ও আমার কীই বা করতে পারবে, আর সাক্ষী সাবুদই বা পাবে কোথায়? মশায়, আমরা কলকাতার লোক—কাঁচা কাজ করিনে। প্রমাণ, সাক্ষী, সাবুদ সমস্তই মজুত। খুস্রুপুরের আপনার সিগন্যালম্যান, পানিপাঁড়ে, ত্বজন খালাসী, আর তিনতারিয়া মঠের চারজন সন্ন্যাসীকেও এনে রেখেছি। তাঁরা তুবেলা আমার কলকাতার বাসায় ডাল রুটি সাঁট্‌ছেন আর রামায়ণ পড়ছেন। ব্যাপারটা বুঝছেন কি? টাকাটা চটপট বের করুন দেখি। নয়ত বলুন, কৃষ্ণনগরে গিয়ে পুলিশ সাহেবের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা বিশদভাবে ব্যক্ত করি! এখানে পেনাল কোড্ আছে—পেনাল কোড? না থাকে ত দেওয়ানজীর কাছ থেকে আনিয়ে ৪১৯ ধারাটা দেখুন দিকি!

রাখাল। দেখেছি।

খগেন। দেখেছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ব্বাবা, তিনটি বছর শ্রীঘর বাস।। এবার আপনার মতটা একটু একটু বদলাচ্ছে কি?

রাখাল। না। আপনি টাকা পাবেন না। আমায় মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন। আজ রাত্রেই আমি বৌরাণীর কাছে সকল কথা প্রকাশ করেছি।

খগেন। য়্যাঁ! কী করেছেন? প্রকাশ করেছেন?

রাখাল। হ্যাঁ, আপনার ভগ্নীই হোন্ আর যেই হোন্—সেই কনকলতাকে জিগ্যেস করলেই জান্তে পারবেন। [প্রস্থান]

খগেন। প্রকাশ করেছেন? তুটো দিন আর সবুর সইলো না বাপ? এরই মধ্যে প্রকাশ ক'রে বসে আছো! বারে প্রকাশ! সোণার চাঁদ প্রকাশ রে আমার!

(পকেট হইতে ব্র্যাণ্ডির বোতল বাহির করিয়া খাইতে লাগিল।)

(কনকের প্রবেশ)

কনক। ওকি! ব্র্যাণ্ডি খাচ্ছেন কেন?

খগেন। এঁ্যা? ব্র্যাণ্ডি মদের রাজা! একটু খাবে?

কনক। না—না—আপনিও খাবেন না—ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে এসব কি?

খগেন। ওঃ!—কনক! তোমাদের ওই রাখলার কাণ্ড দেখেছ?

কনক। কী?

খগেন। টাকা চাইলাম, বলে কিনা আমি বৌরাণীর কাছে সব কথা প্রকাশ ক'রে দিয়েছি! আমি এদিকে তুহাজার টাকার ওপর খরচ ক'রে বসে আছি—আর উনি কি করেছেন? দয়া করে প্রকাশ করেছেন। বারে প্রকাশ! কী খাবিরে প্রকাশ? (বলিয়া ব্র্যাণ্ডি খাইল)

কনক। ওকি করছেন? বাড়ীর লোকে মনে করবে কী? বেরিয়ে যান এখান থেকে!

খগেন। ধ্যেৎ! তুমি কোন কর্ম্মের নও মাইরি—সেইতো বৌরাণী বিধবা বিবাহে রাজী হ'ল—আমার তরফ থেকে তো রাবু—রাজী করাতে পারলে না!

(বলিয়া চোখ বুঁজিয়া গান ধরিল)

"ভেঁচে থাক ভিদ্যে সাগর—ছীরজীবী হ'য়ে থুমি।"

কনক। সর্ব্বনাশ করলে গো! খগেনবাবু! ও খগেনবাবু!

খগেন। খী?

কনক। আপনার ভয়ানক নেশা হ'য়েছে—আবোল তাবোল বক্‌ছেন!

খগেন। খী? আ বোল-তা বোল বকছি?

কনক। রাখালবাবুর কাছে আর যাবেন না। টাকা পাবার আপনার আর কোন আশা নেই!

খগেন। খোন আশা হেই!

কনক। না।

কনক। খেন হেই?

কনক। এখন একটু ঘুমুনগে—সকালে কথাবার্ত্তা হবে।

খগেন। আমার—খোন—আশা—হেই?

কনক। না—বেরিয়ে যান আপনি—বেরিয়ে যান।

খগেন। একি বাবা! যে আসে লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ? তোমারও চরিত্র শুধরে গেল বাবা কনক? আমাকে ভর্ত্তি করে নাও! ভর্ত্তি ক'রে নাও।

(শুইয়া পড়িল)

কনক। আমি জানিনে বাপু!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য—

(সুরবালা ও বিধবাবেশে বৌরাণীর প্রবেশ)

বৌরাণী। সুরবালা !

সুরবালা। বৌরাণী !

বৌরাণী। মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন ?

সুরবালা। হ্যাঁ !

বৌরাণী। সুরবালা, মা তা হলে শুনেছেন ? আর আমার বেঁচে কি হবে ?

সুরবালা। তুমি ও কথা বলছো কেন ভাই ? একদিন আমি ও কথা বলেছিলাম—তাতে তুমি কি ব'লে আমায় তিরস্কার করেছিলে ভেবে দেখ।

বৌরাণী। তোমার অবস্থায় আর আমার অবস্থায় যে অনেক প্রভেদ ভাই। আমার জীবন যে কলঙ্কিত হয়ে গেছে। এ জীবন যত শিগ্‌গীর শেষ হয় ততই ভাল নয় কি ?

সুরবালা। ও কথা তুমি কেন বলছো ? তোমার তো কোন দোষ নেই।

বৌরাণী। পোড়া অদৃষ্টের দোষ !

সুরবালা। তুমি তো নিজের স্বামী জেনেই—

বৌরাণী। সে কথা একশোবার—হাজার বার।

সুরবালা। তাহ'লে তোমার দেহ মন দুইই ত খাঁটি আছে। কলঙ্কিত হয়েছে কেন বলছো ? পাথরের মূর্ত্তিকে মানুষ যে ঈশ্বর মনে করে পূজা করে সে পূজো পাথর পায়—না ঈশ্বর পান ? তুমিও তেমনি তোমার স্বামী ভেবেই পূজো করেছ।

বৌরাণী। তুমি ঠিক বলেছ।—সুরবালা !

সুরবালা। বৌরাণী !

বৌরাণী। ওঁকে কেউ অপমান করেনি তো ভাই ?

হরবালা। না—রাণীমা সকলকে বারণ ক'রে দিয়েছেন।

(বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল)

উনি আস্‌ছেন !

[প্রস্থান

(রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। (মাথা নীচু করিয়া) আপনাকে সম্বোধন করবার আমার মুখ নেই। কাল সকালেই আমি চলে যাব।

(প্রস্থানোদ্যত)

বৌরাণী। একটু দাঁড়ান ! আপনাকে আমি প্রণাম করবো।

(কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আসিল)

রাখাল। আমাকে ? না-না-না !

বৌরাণী। হ্যাঁ, আপনাকেই আমি প্রণাম করবো।

রাখাল। আমি আপনার সর্ব্বনাশ ক'রেছি—আমাকে আপনি প্রণাম করবেন না।

বৌরাণী। না, আপনি আমার সর্ব্বনাশ করেন নি। আপনি তো মানুষ নন—আপনি দেবতা। নইলে মানুষে কোন দিন এমন কাজ করতে পারতো না। এর জন্য এরা হয় ত আপনাকে অনেক গঞ্জনা দেবে—হয় ত জেলে দেবে কিন্তু এই ভেবে মাথা উঁচু করে রাখবেন—যে মানুষের অসাধ্য কাজ আপনি করেছেন।

রাখাল। আপনার সঙ্গে আমি প্রতারণা করেছি।

বৌরাণী। না—করেন নি। পাথরের মূর্ত্তিকে মানুষ যে ঈশ্বর মনে ক'রে পূজো করে সে পূজো পাথর পায় না—ঈশ্বর পান। আপনি

আমার সেই পাথরের দেবতা—আপনার পায়ের ধূলো আমি নেবো।

(নতজানু হইয়া বসিল)

ভোরের স্বপ্নে দেখেছিলাম—বর এসেছে। বর এসে ছিল—কিন্তু সে মিথ্যে বর। আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আজ আমাকে আশীর্ব্বাদ করে যান—এবার যেন আমি আমার সত্যিকার বরের দেখা পাই। যেন এই মিথ্যে বর বউ খেলা আমাকে আর না খেল্‌তে হয়। আমি যেন মরি—আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন—আমি যেন মরি।

(পায়ের উপর পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাখাল প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ চাহিয়া রহিল। দেখা গেল তাহার চক্ষুও শুষ্ক নাই)

শেষ